ইন্দুপ্রভা নাটক।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

" যদি কোবিদ মানস তোষকরং
মম নাটক কাব্যমিদং ভবিতা।
চিরচিন্তন জ শ্রম এষ তদা
সফলোভবতীতি মতির্বিবুধাঃ॥

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্হোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৭৫ সাল।

মঙ্গলাচরণ

জগজ্জনমনোরঞ্জনকারী মহাগ্রগণ্য অভিনব কবিকুলচূড়ামণি
শ্রীল শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুস্দন দত্ত মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়!

পূর্ব্বস্মিন কালে মাতর্ভারতভূমি যেরূপ মহাকবি কালিদাস এবং ভবভূতি প্রভৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া গরিমা প্রকাশ করিতেন, আদৌ মহাশয়কে প্রাপ্ত হইয়াও তদ্রূপ গরিমা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব ভবাদৃশ ব্যক্তিকে এতাদৃশ সামান্য পুস্তককুসুমে অর্চ্চনা করিয়া আমি যে যথেচ্ছাচার দোষে দোষী হইতেছি, তাহার সন্দেহ নাই। তত্রাচ ইহাও বক্তব্য যে, যখন আমি মহাশয়ের জগৎ-বেষ্টিত কবিতারত্নাকর হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া মহাশয়কেই অর্পণ করিতেছি, তখন মহাশয়ের নিকট আদরনীয় হইলেও হইতে পারে—কারণ আপনার সামগ্রী কেহ নিন্দা করিতে পারেন না। অতএব এক্ষণে প্রার্থনা যে, মহাশয় স্বীয় ঔদার্য্যগুণে দোষ মার্জ্জনা পূর্ব্বক এই নব লেখকের উৎসাহবর্দ্ধন করেন। পরন্তু যেরূপ মেঘবরের সংস্পর্শে সমুদ্রের লবণাম্বুও সুরস প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মহাশয়ের সংস্পর্শে এই দোষপূরিত গ্রন্থখানি দোষশূন্য

হইয়া জনসমাজে আদরণীয় হইবার সম্পূর্ণ প্রত্যাশা করিতেছি।

আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে যে কি পর্য্যন্ত সৌহার্দ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। সঙ্ক্ষেপতঃ তিনি এরূপ যত্ন ও পরিশ্রম না করিলে আমি কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। অধিকন্তু ইহাতে যে কয়েকটি সঙ্গীত দৃষ্ট হয়, ঐ সকলগুলিই প্রায় তাঁহার রচিত।

বাগবাজার নাট্যসমাজের সভ্যগণ অভিনয়ের কারণ আমাকে এই গ্রন্থখানি লিখিতে অনুরোধ করেন; এবং লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে বিশিষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ উক্ত সভার সভাপতি মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয় অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর গ্রন্থরচিত সমস্ত সঙ্গীতগুলির সুর্ প্রদান করিয়া যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট অকপট হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

মহেশতলা।
১০ই ফাল্গুণ,
সন ১২৭৪ সাল,
সংবৎ ১৯২৪।

গ্রন্থকারস্য
নিবেদনমিতি।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

বিচিত্রবাহু ... ... কুন্তল নগরাধিপতি।

রাজমন্ত্রী।

হিরণ্যবর্ম্মা ... ... রাজ সেনাপতি।

বসন্তক ... ... রাজ সহচর।

বিজয়কেতু ... ... কৌরব্য দেশাধিপতি।

রাজপুরোহিত।

এক জন সেনা।

সাবিত্রীদেবী ... ... পহ্নবদেশাধিপতি রাজা সত্যবিক্রমের মহিষী।

বসুমতী ... ... সাবিত্রী দেবীর সহচরী।

ইন্দুপ্রভা ... . রাজা সত্যবিক্রমের দুহিতা।

মধুরিকা
বাসন্তিকা
সাগরিকা } ... .. ইন্দুপ্রভার সখী।

সন্ন্যাসী, নাগরিক, ভৃত্য, রক্ষক, নটী ইত্যাদি।

হয়, এই সকল দেখেও সেইরূপ ভাবের উদয় হচ্চে। মরুভূমি মাঝে বালি রাশি যেমন জল বলে ভ্রম হয়, সেইরূপ দূরস্থিত পর্ব্বতমালা জলধর বলে ভ্রম হচ্চে। শুষ্ক পত্রের মর্ মর্ শব্দে, নির্ঝরের ঝর্ ঝর্ শব্দে, বন্য বিহঙ্গমগণের কলরব প্রভৃতি নানাবিধ অপরিস্ফুট ধ্বনিতে এই গহন বন যেন নগরের ন্যায় কোলাহলে পরিপূরিত হয়ে রয়েছে। (পরিক্রমণ করিয়া) সে যা হোক্, আমি একাকী ভ্রমণ কত্তে কত্তে তো এই স্থানে এসে পড়েছি; আমার সৈন্যগণ ও শিবির যে কোথা রয়েছে তার কিছুই নিদর্শন পাচ্চিনা। ক্রমে দিবাও অবসান হচ্চে। এখানে এমন একটি ব্যক্তি নাই যে তাকে পথ জিজ্ঞাসা করি। তা—এখন কি করা যায়—(চিন্তা) যা হোক্, এস্থান হতে ত্বরায় প্রস্থান করা আবশ্যক——

(হিরণ্যবর্ম্মার প্রবেশ।)

হির। (স্বগত) এই যে! মহারাজ এইখানেই রয়েছেন। (অগ্রসর হইয়া প্রকাশে) মহারাজের জয় হোক্। দেব, এই বনের অনতিদূরেই শিবির সন্নিবেশিত হয়েছে।

রাজা। আমি যে এখানে এসেছি, তুমি কিরূপে জান্‌তে পাল্লে?

হির। মহারাজ, এ দাস আপনার অন্বেষণ কত্তে কত্তে এখানে উপস্থিত হয়েছে।

রাজা। কুসুমপুরের দুর্গপতি যে দশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ কর্‌বে বলেছিল, তা কি এসেছে?

হির। আজ্ঞা. তারা কল্য প্রাতেই আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। আর কলিঙ্গরাজ কর্ত্তৃক কতিপয় সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তি সর্ব্বস্বান্ত ও গৃহদগ্ধ হয়ে মহারাজের শরণ নেবার আশয়ে এই মাত্র শিবিরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

রাজা। দেখ দেখি, কলিঙ্গদেশাধিপতি কি নরাধম! ভগবান দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যেই নরপতির সৃজন করেছেন; কিন্তু ঐ দুরাত্মা সে ঐশিক নিয়ম অবহেলা করে্য প্রজাদের সর্ব্বস্ব হরণে প্রবৃত্ত হয়েছে। ক্ষত্রকুলে জন্ম পরিগ্রহ করে্য যে প্রজাপালনরূপ পরমধর্ম্ম প্রতিপালন না করে, তার মতন কাপুরুষ কি আর পৃথিবীতে আছে! যখন সে নরাধমের কথা আমার মনে উদয় হয়, তখন শোণিত উষ্ণ হয়ে উঠে, গাত্র হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, ক্রোধে দেহ কম্পিত হতে থাকে। আর এতে কোন্ বীরপুরুষ না অসি-কোষ দূরে নিক্ষেপ করে? (পরিক্রমণ)।

হরি। মহারাজ, দুরন্ত হিংস্রক জন্তুদ্বারা নিরীহ মৃগ-কুল উত্ত্যক্ত হলে যেমন তাহারা কোন পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইরূপ তথাকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা মহারাজের শরণাপন্ন হয়েছে। এতে বেশ্ বোধ হচ্চে যে কলিঙ্গরাজলক্ষ্মী ত্বরায় আপনাকে বরণ করে্য কৃতার্থ হবেন; এবং এ যুদ্ধে যে বসুমতী অধিক শোণিত স্রোতে প্লাবিত হবে, তাও বোধ হয় না।

রাজা। ওহে, দেশস্থ ভূপতি সহস্র দোষে দোষী হলেও প্রজারা কি সহসা বিপক্ষতাচরণ কত্তে পারে। অত্যাচারী ভূপতির প্রতি প্রজাদের জাতঃক্রোধ হয় বটে, কিন্তু তার পিতা পিতামহের অনুরোধেও অনেক অংশে ক্ষমা করে্য থাকে। আর প্রভুভক্ত সেনারা রাজার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদানে প্রস্তুত হয়।

হির। কেন মহারাজ, লক্ষণ সিংহ নামে সেখানকার এক জন সেনাপতি সসৈন্যে আমাদের সাহায্য কত্তে ত প্রতিশ্রুত হয়েছে।

রাজা। হাঁ, যদিও সে প্রতিজ্ঞা করেছে বটে, কিন্তু তা বলে আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। কাপুরুষেরাই দৈবের উপর নির্ভর করে্য থাকে। কিন্তু বীর পুরুষদের কি সে রীতি? সিংহ কি অন্য কোন জন্তুর সহকারে শিকারে প্রবৃত্ত হয়?

হির। মহারাজ, আমাদের চেষ্টার ক্রটি হবে না; তার পর তারা যদি কোন সাহায্য করে, আরো অধিক মঙ্গলের বিষয়। আর বিপক্ষদলের পরাক্রম জান্‌বার জন্যে আমি একজন দূতকে ছদ্মবেশে পাঠিয়েছিলেম; সে বল্লে যে কলিঙ্গদেশাধিপতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়ে যথোচিত আয়োজন কচ্চেন।

রাজা। তবে অদ্য রাত্রেই আমাদের কলিঙ্গনগরে উপস্থিত হয়ে বিপক্ষদলের দুর্গ আক্রমণ কত্তে হবে। আর যদি কোন——

নেপথ্যে। গীত।

রাগিণী ইমণকল্যাণ—তাল মধ্যমান।

জয় জয় হে দিগম্বর।
তুমি জ্ঞান তোমারি আশ্রয় চরাচর॥
হে করুণা সাগর, জগত আধার,
কৃপা কর দান, কৃপাকর॥
হে গতি অবলার, বাসনা আমার,
পাই যেন মনোমত বর॥

রাজা। আহা! কি মধুর ধ্বনি! এমন সুমিষ্ট সঙ্গীত ত কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। এ কি কোন স্বর্গের অপ্সরী বনবিহারে প্রবৃত্ত হয়ে মনোহর সঙ্গীতে এ গহন কানন বিমোহিত কচ্চে? যাহোক্, তুমি ত্বরায় এর বিশেষ অনুসন্ধান করে্য এসো।

হির। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) এরূপ পর্ব্বতময় প্রদেশে ত দেবনারী-গণই সর্ব্বদা বিহার করে্য থাকেন; তা না হলে এমন সুমিষ্ট স্বরই বা কেমন করে্য অন্যতে সম্ভব হতে পারে। যা হোক্, এ শব্দটা কোথা হতে আর কিরূপে সমুত্থিত হল, আমি ত এর বিশেষ কিছুই নির্ণয় কত্যে পাচ্চি না। (চিন্তা করিয়া) কৈ, সেনাপতি যে এখনও এলোনা——এত বিলম্ব হচ্চে কেন? এই ত ক্রমে দিবাও অবসান হল। সন্ধ্যের প্রারম্ভে এ স্থানের কি ভীষণতর ভাবই হয়েছে! হিংস্রক জন্তুদের কি ভয়ানক নাদ! এক এক বার শ্রবণে হৃৎকম্প হচ্চে। বৃক্ষের অন্তরাল দে এক একটী তারা দৃষ্ট হওয়ায় বোধ হচ্চে যেন বৃক্ষ সকল মনোরম পুষ্পে সুশোভিত হয়েছে; আর দীপমক্ষিকায় আবৃত হওয়াতে এই নিবিড় বন যেন সমস্ত দিন সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ সহ্য করে্য সন্ধ্যের প্রারম্ভে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। (পরিক্রমণ করিয়া) উঃ! এ সময়ে এ স্থান এরূপ ভয়ঙ্কর হয়েছে যে আমি আপনার স্বরের প্রতিধ্বনিতে আপনিই ভীত হচ্চি। তা কৈ? সেনাপতি যে এখনও আস্‌ছে না! তবে এ শব্দটা কি কোন মায়াবিনী রাক্ষসীর?-

(হিরণ্যবর্ম্মার বেগে পুনঃ প্রবেশ।)

হির। মহারাজ, এক বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এলেম।

রাজা। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার? বল দেখি, শুনি।

হির। মহারাজ, এই বনের প্রান্তভাগে যে স্থানে পর্ব্বত-মালা মেঘ সদৃশ দৃষ্টিগোচর হচ্চে, সে খানে একটী দেবমন্দির আছে। ঐ মন্দিরের সম্মুখে একটী অনুপমা রূপ-লাবণ্যবতী কামিনী বসে সঙ্গীত আলাপ কচ্চেন। তিনি এম্‌নি তেজ-স্বিনী যে আমি কোন মতেই তাঁর নিকটস্থ হতে পাল্লেম না। আর একটী স্ত্রীলোক তাঁর নিকটে বীণাধ্বনি কচ্চেন। মহা-রাজ, তাঁরা দেবী কি মানবী, তার আমি কিছুই স্থির কত্তে পাল্লেম না।

রাজা। তাই ত! এরূপ নিভৃত স্থলে ত মনুষ্যের আগমনের কোন সম্ভাবনা নাই। যা হোক্, এ ব্যাপার দর্শন কত্তে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্চে; অতএব তুমি শিবিরে গমন কর, আমি ত্বরায় যাচ্চি।

হির। মহারাজ, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। তা এ সময় এখানে একাকী থাকা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। বিশেষতঃ সে নারীদ্বয় মায়াবিনী ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। তা এতে ——

রাজা। তুমি কি আমার আজ্ঞা প্রতিপালনে অ-সম্মত হচ্চ?

হির। মহারাজ, কার সাধ্য জলধীর গতিরোধ করে।

রাজা। তবে আর তোমার এ স্থানে বিলম্ব কর্‌বার কোন আবশ্যক নাই।

হির। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি ব্যাপারটাই কি।

[প্রস্থান।

পহ্নব এবং কৌরব্যদেশমধ্যস্থিত পর্ব্বতশিখরস্থ ভগবান
শৈলেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখ।

(রাজা বিচিত্রবাহুর প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আহা ! মধুরস্বরা পল্লবাবৃতা কোকিলা কি নিরব হল ? (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে ! আ মরি মরি ! কি অনুপমা কামিনী ! আমার নয়নযুগল পরিতৃপ্ত হলো। এমন অপরূপ রূপ কোথাও দেখি নাই। কন্দর্প কি পুনরায় ভস্ম হয়েছেন, তাই রতিদেবী স্বীয় পতি লাভার্থে দেব দেব মহাদেবের আরাধনা কত্তে আগমন করেছেন ? না ইনি এই বনের কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবী ? (এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত) সেনাপতি যে আমাকে দেবকন্যা বলেছিল—তা নিমেষযুক্ত লোচন, আর ছায়াযুক্ত দেহ ভিন্ন সকলই দেবকন্যা সদৃশ বটে। আহা ! আজ্ আমার জন্ম সার্থক হলো।

(ইন্দুপ্রভার প্রবেশ।)

ইন্দু। (স্বগত) কৈ, এখনও বাসন্তিকা আসেনি ? তা আমি আর এখানে কতক্ষণ একলাটি থাক্‌ব ? (রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) অ্যাঁ ! ইনি কে ? ইনি এখানে কোথা থেকে এলেন ?

রাজা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এ সুন্দরীকে যত বার দেখ্ছি, ততই দেখ্বার জন্যে নয়ন আরো ব্যগ্র হচ্চে। বিধাতা যদি আমার সকল ইন্দ্রিয়কে লোচনময় কত্তেন, তা হলে বোধ হয় মনে রকথঞ্চিৎ আশা পরিতৃপ্ত হতে পারতো। তিনি এরূপ রূপাতিশয় নির্ম্মাণের পরমাণু কোথা পেলেন? বোধ হয় যে সকল পরমাণু নিয়ে এ ললনার অনুপম রূপ লাবণ্য নির্ম্মাণ করেছেন, তারই অবশিষ্ট অংশেতে কুমুদ, কুবলয় প্রভৃতি কোমল বস্তুর সৃষ্টি করে্য থাক্বেন।

ইন্দু। (স্বগত) পুরুষদের লজ্জা দেবার জন্যে কি বিধাতা এ যুবা পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন? না অনঙ্গ অঙ্গ ধরে পৃথিবীতে বিরাজ কত্তে এসেছেন?

নেপথ্যে। গীত।

রাগিনী খাম্বাজ—তাল জলদ কাওয়ালি।

অবলা নারী সদা ভাসে আঁখিনীরে।
পলকে প্রলয় হয়, প্রাণ তার সংশয়,
উপায় না হেরি কিছু,ধৈরয ধরিতে সে যে নারে॥
যাহে অনুরাগী মন, সে না ভাবিয়ে তেমন,
একবার দেখা দিয়ে,নাহি আর যদি চাহে ফিরে॥

ইন্দু। সখী বাসন্তিকা বুঝি আস্ছে।

(পুষ্পপাত্র হস্তে বাসন্তিকার প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) বোধ করি ইনি এই সুন্দরীর সখী হবেন। তা এঁকে জিজ্ঞাসা কল্লেই সকল পরিচয় অবগত হতে পারবো।

ইন্দু। সখি, তোমার আস্‌তে এত বিলম্ব হল কেন? আমি তোমার বিলম্ব দেখে একাকিনী গৃহে যাব মনে কচ্ছিলেম।

বাস। প্রিয় সখি. আমি ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলেম. তাই এত দেরি হল। (জনান্তিকে) এ যুবা পুরুষটি কে, ভাই?

ইন্দু। তা আমি বল্‌তে পারিনা। আমি এসে দেখ্‌-লেম উনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

বাস। প্রিয় সখি, ইনি কি দেবরাজ ইন্দ্র? শচীর বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করে্য এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন? আহা! কি চমৎকার রূপ! এমন সুন্দর পুরুষ ত কখন চক্ষে দেখিনি।

রাজা। (বাসন্তিকার প্রতি) ললনে, কোন কথা জিজ্ঞাসা কত্তে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হচ্চে। যদি কোন প্রতি-বন্ধক না থাকে, আর যদি তোমরা বিরক্ত না হও, তা হলে জিজ্ঞাসা করি।

বাস। মহাভাগ, আপনি যদি আমাদের অনুগ্রহ করে্য, কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে আমরা চরিতার্থ হই।

রাজা। সুন্দরি, তোমার প্রিয়সখীর অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখে বোধ হচ্চে, ইনি অবশ্যই কোন রাজবংশ-সম্ভূতা হবেন। তা ইনি কোন্ রাজকুল অলঙ্কৃতা করেছেন?

বাস। মহাশয়, এই বনের প্রান্তভাগে পহ্নব নামে একটী নগর আছে। ইনি ঐ দেশের রাজার একটী মাত্র কন্যা, আমি এঁর একজন সখী।

ইন্দু। (স্বগত) এই অপরিচিত যুবাপুরুষকে দেখে

আমার মন এমন হল কেন? কৈ, এঁকে ত আমি আর কখন দেখিনি। তবে আমি এত চঞ্চল হচ্চি কেন?

রাজা। (স্বগত) আহা! এ সুন্দরীর প্রতি যতবার দৃষ্টি কচ্চি, ততই মনে অনুরাগের সঞ্চার হচ্চে। যে ব্যক্তি এ রমণীরত্ন প্রাপ্ত হবে, সেই ধন্য।

বাস। মহাভাগ, যদি এ দাসীর অপরাধ গ্রহণ না করেন, আর যদি বল্‌বার কোন বাধা না থাকে, তা হলে আপনার বিরহে কোন্ রাজলক্ষ্মী বিষম বিরহ-ক্লেশ সহ্য কচ্চেন, এই কথাটি বলে আমাদের চরিতার্থ করুন।

রাজা। শুভে, বোধ করি কুন্তল দেশের নাম শুনে থাক্‌বে। সেই দেশই আমার রাজধানী। আমি কলিঙ্গা-ধিপতির প্রজাপীড়ন রূপ বিষম রোগের শান্তি কর্‌বার জন্যে যুদ্ধার্থে বহির্গত হয়েছি। এই বনের অনতিদূরেই আমার শিবির।

বাস। মহারাজ, আপনার নাম কার অবিদিত আছে। আপনার যশঃসৌরভে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। তা আমাদের যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, তা হলে মার্জ্জনা কর্‌বেন।

রাজা। সে কি সুন্দরি! আমি তোমার কথোপকথনে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। (স্বগত) আহা! রাজা সত্যবিক্রম কি ভাগ্যবান! হিমাচল উমাকে পেয়ে যেমন আপনার জীবন সার্থক বোধ করেছিলেন, রাজা সত্যবিক্রমেরও সেইরূপ হয়েছে। কিন্তু এ কন্যারত্ন যে কোন্ ভাগ্যধরের হৃদয়কে শোভা কর্‌বেন, তা ভগবানই জানেন। (প্রকাশে) কল্যাণি, আরো একটী কথা জিজ্ঞাসা কত্তে নিতান্ত অভিলাষ হচ্চে।

ইন্দু। (বাসন্তিকার প্রতি জনান্তিকে) সখি, এতে ত আমরা স্বেচ্ছাকৃত দোষে দোষী নই। তা যা হোক্, তুমি ভাই মালা ছড়াটা চেয়ে নাও।

বাস। তুমি কেন নাও না। তাতে আর দোষ কি? আমি ভাই তোমার প্রতিনিধি হতে পার্‌বো না।

ইন্দু। না সখি, আমি পার্‌ব না; আমার ভাই বড় লজ্জা করে।

বাস। নাও না কেন, এতে আর লজ্জা কি?

ইন্দু। (লজ্জার সহিত হস্ত প্রসারণ)।

রাজা। (স্বগত) আহা! আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে যে আমি এই কোমল করপল্লব গ্রহণ কর্‌ব! (ইন্দু প্রভার হস্তে মালা প্রদান)।

বাস। মহারাজ, আজ আপনার সঙ্গে আলাপ করে্য আমরা চরিতার্থ হলেম।

রাজা। সে কি সুন্দরি! কাঞ্চনই ত সর্ব্বদা মণির প্রার্থনা করে্য থাকে।

ইন্দু। (অনুচ্চস্বরে) মণির শোভা বৃদ্ধি হবে বলেই, সে কাঞ্চনের সঙ্গে যোগ হতে ইচ্ছা করে।

রাজা। (স্বগত) আহা! এমন সুমিষ্ট স্বর কি আর কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্‌বে না!—তা আর বৃথা ভাব্‌লেই বা কি হবে!———

বাস। মহারাজ, তবে এখন আমরা চল্লেম।

রাজা। সুন্দরি, তোমরা আমার সম্মুখ থেকে চল্লে বটে, কিন্তু আমার মনোমন্দির হতে কখনই যেতে পার্‌বে না।

ইন্দু। (বাসন্তিকার প্রতি) সখি, সাধু ব্যক্তিদের অন্তঃ-

করণ এম্‌নি কোমল হয় বটে; তা আমরা এমন কি কপাল করেছি যে ক্ষণকালের জন্যেও এরূপ সহবাস সুখ লাভ কর্‌ব।

[ইন্দুপ্রভা ও বাসন্তিকার প্রস্থান।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) হায়! হায়! রজনীদেবী আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন কেন? তা হতেও পারেন। সময়ে সকলই হয়। (চিন্তা করিয়া) এখন আর কি করি! আমি ত এই সম্মুখস্থ অচলের ন্যায় একবারে স্পন্দহীন হয়ে পড়েছি। আহা! ঐ যে সেই সুন্দরী গমন কচ্চেন; ক্রমে নয়ন পথের দূরবর্ত্তিনী হলেন। কি আশ্চর্য্য! তিমিরাবৃত মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সৌদামিনী একবার উদয় হয়ে আবার অন্তর্হৃৎ হলে দিঙমণ্ডল যেমন অধিক তমোময় হয়, এই স্থানও সেই সুন্দরীর বিরহে অবিকল সেইরূপ হয়েছে।

নেপথ্যে। (দুন্দুভির ধ্বনি।)

রাজা। (সচকিতে) এই যে শিবিরে দুন্দুভির ধ্বনি হচ্চে। তবে এখন যাই।

[প্রস্থান।

(হিরণ্যবর্ম্মার প্রবেশ।)

হির। (ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া স্বগত) কৈ, মহারাজ ত এখানে নাই! তিনি বল্লেন, "আমি অতি ত্বরায় শিবিরে যাচ্চি" কিন্তু এখন ত প্রায় চারিদণ্ড অতীত হয়েগেছে। আর সে দুটী কামিনীই বা কোথা গেল? তিনি আমাকে অদ্যই কলিঙ্গনগর অবরোধের সমস্ত আয়োজন কত্তে বলেছেন; কিন্তু তাঁর এপর্য্যন্ত গমন না করায় আমি ত কোন উদ্‌যোগই কত্তে পাচ্চি না। (পরিক্রমণ করিয়া) তিনি

কি একণে সমর পরিত্যাগ করে্য কন্দর্প শরের বশবর্ত্তী হলেন? আর তাই বা কি প্রকারে অনুভব করা যায়? যে বীর পুরুষ সতত দুষ্ট দমনে রত থাকেন, তাঁকে কি অনঙ্গদেব স্বীয় শরে বিদ্ধ কত্তে পারেন! (চিন্তা করিয়া) হতেও পারে। মহারাজের ত এপর্য্যন্ত পরিণয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয় নাই; আর কন্যা দুটীর মধ্যে একটি পরম রূপলাবণ্যবতী। সুতরাং তাঁর সে কটাক্ষ শরে বিদ্ধ হবার বিচিত্র কি? যদি তিনি এপথের পথিক হয়ে থাকেন, তারই বা উপায় কি করা যায়। তাঁর অনুসন্ধান ব্যতীত যে কিছুই কত্তে পাচ্চিনা। আরো এই একটা সন্দেহ হচ্চে যে সে কামিনী দুটী ত মায়াবিনী হলেও হতে পারেন। যাই হোক্, আমার আর স্থির হয়ে থাকা কর্ত্তব্য নয়; এর বিশেষ তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পয়বদেশ—রাজ অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

(সাবিত্রীদেবী ও বসুমতীর প্রবেশ।)

বসু। সে যা হোক, রাজমহিষি, আপনারা ইন্দুপ্রভার বিবাহের কি স্থির করেছেন ?

সাবি। বসুমতি, ও কথা আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর ? আমার ইন্দুপ্রভার অদৃষ্টে কি বিবাহ আছে ?

বসু। সে কি, রাজমহিষি ! আপনাদের কন্যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা ; তা তাঁর বিবাহের জন্যে ভাব্‌ছেন কেন ? আপনি মহারাজকে একবার একথা বল্লেই ত হয়।

সাবি। তুমিও যেমন ! মহারাজের কি এসব বিষয়ে মন আছে ? তিনি সর্ব্বদাই কেবল রাজকার্য্যে উন্মত্ত। এ কথার প্রসঙ্গ কল্লে তিনি কিছুতেই মনোযোগ করেন না।

বসু। কিন্তু তাও বলি। পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হলে যেমন তার সংগন্ধে অলিকুল আপনারাই এসে তাকে বরণ করে, তেমনি আমাদের রাজনন্দিনীর যশঃ সৌরভে যে কত রাজা এসে উপস্থিত হবেন, তার কি সংখ্যা আছে।

সাবি। ভাই, মলয়মারুত পদ্মের গন্ধ পরিচালনা না কল্লে কি অলিকুল তার সংগন্ধ পায় ? তা পিতা মাতা চেষ্টা না কল্লে কি দুহিতা সংপাত্রের হাতে পড়ে ?

বসু। দেবি, সূর্য্যকান্তমণি ত তিমিরময় গিরি গহ্বরে বাস করে, কিন্তু সেখানে সূর্য্য কিরণ কি করে্য প্রবেশ করে? তা এ সব বিধির নির্ব্বন্ধ বৈ ত নয়।

সাবি। বসুমতি, উপযুক্ত কন্যা সন্তান যত দিন না সৎপাত্রের হাতে পড়ে তত দিন কি মা বাপে স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে?

বসু। রাজমহিষি, আমি শুনেছিলেম যে রাজা বিজয়-কেতু আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ কর্‌বার জন্যে দূত পাঠান; তা তাঁর সঙ্গে বিবাহ না হবার কারণ কি?

সাবি। সে কি! তুমি কি জাননা সে অত্যন্ত অধর্ম্মা-চারী? ইন্দুপ্রভা আমার একটী মাত্র কন্যা, তা তাকে আমি এরূপ পাত্রের হাতে কেমন করে্য সমর্পণ কত্তে পারি? দেখ, স্বামী যদি গুণহীন হয়, তা হলে তার রূপেই বা কায কি, আর ধনেই বা কায কি।

বসু। আজ্ঞা হঁ্যা, তা মিথ্যে নয়। কিন্তু যৌবন অব-স্থায় লোকে কি না করে্য থাকে?

সাবি। তা বলে জেনে শুনে এমন পাত্রকে কন্যা সমর্পণ করে্য কি মা বাপে কখন নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পারে?

বসু। তবে কেন আপনারা অন্য কোন রাজার সঙ্গে রাজনন্দিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করুন না। তাঁকে ত আর কোন মতেই আইবড় রাখা যায় না। তাঁর দিন দিন যৌবন-কাল উপস্থিত হচ্চে। আমি তাঁর সখীদের মুখে শুন্‌লেম যে তিনি কদিন বড় অসুস্থ হয়ে রয়েছেন; দিবা রাত্র অন্য মনস্ক থাকেন; সখীদের কারো সঙ্গে কথা কন্‌ না। তা আপনি কেন এ সকল কথা মহারাজকে বলুন না।

সাবি। বসুমতি, ও কথা আমাকে কেন বল্‌ছ? হায়! আমার মতন হতভাগিনী কি পৃথিবীতে আর আছে! তা আমার কপালে সুখ হবে কেন বল দেখি?

বসু। রাজমহিষি, সে জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। এখন ত আর কোন ঝঞ্ঝট নেই; তা আমার বোধ হয় মহারাজ অবশ্যই এ বিষয়ে মনোযোগী হবেন।

সাবি। হায়! বসুমতি, আমার ইন্দুপ্রভার ভাবনা ভেবে ভেবে আমি এক দণ্ডের জন্যেও সুখী নই।

বসু। তা যা হোক্, রাজমহিষি, আপনাদের জন্ম জন্মান্তরে অনেক পুণ্য ছিল বল্‌তে হবে, যে আপনারা এমন মেয়েকে পেয়েছেন।

সাবি। বসুমতি, একথাটি মনে উদয় হলে মন যে কি রূপ হয়, তা বলতে পারিনে! মেয়েটির ভাল করে্য বিবাহ দিয়ে নিশ্চিন্ত হব, এইটী বড় মনের সাধ। কিন্তু তার পতি গৃহে যাবার কথা মনে হলে আমার প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে।

বসু। রাজমহিষি, তা বলে কি এখন আপনাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত?

সাবি। তুমি কি ভেবেছ আমরা নিশ্চিন্ত রয়েছি? কেবল বিধির বিড়ম্বনায় এই সব ব্যাঘাত ঘট্‌ছে বৈ ত নয়।

বসু। আজ্ঞা হ্যাঁ, তা সত্য বটে——

সাবি। বসুমতি, আমার ইন্দুপ্রভার বিরস বদন দেখ্‌লে কি আর এক দণ্ডও বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে! আমি বিধাতার কাছে এমন কি পাপ করেছি যে তিনি আমাকে এত মনোদুঃখ দিচ্চেন!

বসু। রাজমহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। এ

দুঃখ যে কেবল আপনিই সহ্য কচ্চেন, এমন নয়। সকলের ভাগ্যেই ত এইরূপ ঘট্‌ছে।

নেপথ্যে। (বৈতালিক সঙ্গীত।)

রাগিণী কানেড়া—তাল মধ্যমান। ৮৯

কিবা সভার শোভা।
মনোহর আ মরি, অতি মনোলোভা॥
কহনে না যায়, কেমনে কহি রাজপ্রভা।
জিনিল আভায় যেন রে রতিপতি প্রভা।

নেপথ্যে। কৈ লো! রাজমহিষী কোথায় গেলেন? মহারাজ যে অন্তঃপুরে আস্‌ছেন।

বসু। মহারাজ বুঝি সভা থেকে গাত্রোত্থান কল্লেন। চলুন তবে এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই।

সাবি। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পুষ্পপাত্র হস্তে সাগরিকার প্রবেশ।)

সাগ। (স্বগত) রাজনন্দিনী যে আমাকে উদ্যান যাবার কথা বল্লেন; তা কৈ, তাঁকে ত এখানে দেখ্‌তে পাচ্চিনে। আমি আরো সেই জন্যে তাড়াতাড়ি আস্‌ছি। তবে আবার তিনি কোথায় গেলেন? (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সপুলকে) আহা! এই উদ্যানটির কি চমৎকার শোভা হয়েছে! চার্‌ দিকে কত প্রকার ফুল ফুটেছে—দেখ্‌লে চক্ষের পাপ যায়। ঐ দিক্‌টে দেখ্‌লে বোধ হয় ঠিক যেন বাগান খানি হাস্‌ছে। এখানে আবার গাছ্‌গুলির যৌবনকাল হওয়াতে বোধ হচ্চে

যেন ওদের স্বয়ম্বর হচ্চে; তাই জন্যে অলি, মধুমক্ষিকা, মলয় মারুত, এসে উপস্থিত হয়েছে। সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত হওয়াতে কি চমৎকার দেখাচ্চে! বসন্তকালের আগমনে সকলেই যেন আনন্দে ভাস্‌ছে।

(গীত।)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

আ মরি কি শোভা আজি হেরিলাম এ কাননে।
কত যে কুসুম বিকশিত উপবনে॥
কোকিলে শাখা পরে, গাহে পঞ্চম স্বরে।
মন হরণ করে মলয় পবনে॥
বসন্ত আগমনে, লোক মজিল প্রেমে।
বিরহিণীর মন দহে স্মর দহনে॥

তা এখন আর এখানে এক্‌লা থেকে কি কর্‌ব। ততক্ষণ গোটাকতক ফুল তুলে নিয়ে রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন দেখিগে। (পুষ্প চয়ন করিতে করিতে গীত)।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

ফুলবাণ হানিলে পরে।
বিরহিণী সিহরে অন্তরে॥
কুল কলঙ্কের ভয়, মনেতে নাহি রয়,
ভাসে প্রেমের নীরে॥

[প্রস্থান।

(মধুরিকা ও বাসন্তিকার প্রবেশ।)

মধু। ওলো বাসন্তিকে, আজ্‌ত ভাই আমি কখন ফুল

গাছে জল দেব না। তুমি আমার কাছে যে দু কল্‌সী জল ধারো, তা আগে শোধ দাও।

বাস। ঈশ! এক দিন দু কল্‌সী জল দিয়েছ বলেই কি এত রাগ! ভাই, আমি যে তোমার হয়ে কত দিন দিয়েছি, তার কি হবে?

মধু। মরণ আর কি! তুমি আবার আমাকে কবে জল দিছ্‌লে?

(ইন্দুপ্রভার প্রবেশ।)

এই যে! প্রিয়সখি, এসো, ভাই, আমরা সকলে এইখানে বসি। (সকলের উপবেশন) | রাজনন্দিনি, তোমার আজ এত বিরস বদন কেন ভাই?

ইন্দু। কেন সখি, বিরস বদন হব কেন?

মধু। প্রিয়সখি, নলিনী মলিনী হলে সরসী যেমন তার মনোহর গন্ধ পায় না; আর না পেয়ে মনে করে যে নলিনী মলিনী হয়েছে; আমরাও তেম্‌নি তোমার সুধারূপ বাক্য পরিমল না পেয়ে বেশ্‌ জান্‌তে পেরেছি যে তুমি বিষাদিনী হয়েছ। কৈ ভাই! সেই দেবমন্দিরে যাওয়া অবধি তুমি ত আমাদের সঙ্গে ভাল্‌ কর্য়ে কথা কও না।

ইন্দু। সখি, তুমি যে কি বল্‌ছ, তা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

বাস। তা আমাদের আছে বল্‌বেন কেন! আমরা ত আর ওঁর আপনার লোক নই।

ইন্দু। সখি, আমি ত আর কিছুই জানি না। কেবল সে দিন দেব—মন্দিরে সেই———(লজ্জায় অধোবদন)।

মধু। রাজনন্দিনি, আমাদের কাছে তোমার কিসের লজ্জা ভাই? মনোগত ভাব মনে মনে রাখ্‌লে কি হবে বল! কেবল দুঃখ বৃদ্ধি হবে বৈ ত নয়। ঐ যে ধূতুরা ফুলটি দেখ্‌ছ, ও আপনার মনের দুঃখে সমস্ত দিন থাকে বটে, কিন্তু ওর প্রিয়সখী নিশাদেবী আগমন কল্লে সে কি তার মনের দুঃখ প্রকাশ না করো মৌনভাবে থাকে?

ইন্দু। সখি, সে কথা শুন্‌লে তোমাদের দুঃখ আরো বৃদ্ধি হবে বৈ ত নয়।

মধু। রাজনন্দিনি, তুমি কি জান না যে প্রিয়সখীর নিকট মনের দুঃখ প্রকাশ কল্লে মন অনেক সুস্থির হয়?

বাস। প্রিয়সখি, যে যাকে ভাল বাসে, সেই ত তার কাছে মনের কথা বলে থাকে।

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার মন যে কেন এমন হয়েছে, তা কিছুই জানি না। যে দিন দেবমন্দির সম্মুখে সেই যুবরাজকে দেখেছি, সেই দিন অবধি কেবল তাঁরই অপরূপ রূপ মনে উদয় হচ্চে। আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। সখি, অধিক কি বল্‌ব; যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত কচ্চি, কেবল তাঁরই মনোহর মূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত হচ্চে।

মধু। প্রিয়সখি, তা এর জন্যে আর ভাব্‌ছ কেন? কত স্ত্রীলোক যে দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করো, আর স্বপ্নে দেখে তাদের পতিলাভ করেছে। তা তুমি যাঁকে চক্ষে দেখেছ, আর যাঁর সমুদয় পরিচয় পেয়েছ, তাঁকে কেন পাবে না?

ইন্দু। সখি, আমি আর তাঁকে কেমন করো পাব বল? আমার মন তাঁর প্রতি যেরূপ অনুরক্ত হয়েছে, তাঁর সেইরূপ

হয়েছে কি না, তা ত বল্‌তে পারিনে। কমলিনীই সূর্য্য-দেবকে দেখ্‌বার জন্যে ব্যগ্র হয়; কিন্তু সূর্য্যদেবের ত সে ভাব নয়।

বাস। রাজনন্দিনি, তাঁর সে দিনের সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত, আর সুধাসম স্নেহযুক্ত কথাতে আমি বেশ্ জান্‌তে পেরেছি যে, তিনিও তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন।

মধু। প্রিয়সখি, বিকসিত কমল দেখে অলি কি তার প্রতি অনুরক্ত না হয়ে স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে?

ইন্দু। সখি, কুমুদিনী চন্দ্রকে দেখ্‌লে যেমন ব্যাকুল হয়, আমারও সেই অবস্থা হয়েছে। হায়! পোড়া মদন কি আমাকে কম্ ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছে!—(দীর্ঘনিশ্বাস)।

বাস। রাজনন্দিনি, তেমন সরল ব্যক্তিকে কি ভাই তোমার সন্দেহ করা উচিত?

ইন্দু। সখি, তিনি আর সরল কেমন করে্য হলেন? তিনি আমাকে কি পর্য্যন্ত কষ্ট না দিচ্চেন! কন্দর্প ত নিজে অনঙ্গ; সে অঙ্গের বেদনা কেমন করে্য জান্‌বে। কিন্তু মানুষ হয়ে এরূপ ক্লেশ দিলে কি সরলতার কার্য্য হয়? সখি, নিদ্রাদেবী ত আমাকে প্রায় পরিত্যাগই করেছেন; যদি কখন একটু নিদ্রা আসে, অমনি তিনি যেন আমার শয্যার পাশে এসে বলেন, "প্রিয়ে, এই আমি রণস্থল পরিত্যাগ করে্য তোমার নিকট এলেম; আমি তোমারই।" অমনি নিদ্রাভঙ্গ হয়ে চতুর্দ্দিকে তাঁর অন্বেষণ করি; কিন্তু কোথাও দেখ্‌তে না পেয়ে একাকিনী বসে ক্রন্দন করি। তিনি যে কোথায় চলে যান, তার কিছুই নিদর্শন পাই না।

মধু। রাজনন্দিনি, দুরন্ত রতিপতি এম্‌নি করে্যই ত

অবলাদের ক্লেশ দিয়ে থাকে। কি কর্‌বে ভাই! আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দাও।

ইন্দু। সখি, আকাশে মেঘের উদয় হলে যদি কোন ময়ূরী আহ্লাদে বহির্গতা হয়, আর সেই মেঘ যদি সহসা বাতাসে স্থানান্তরে যায়, তা হলে ময়ূরী মনকে কি বলে প্রবোধ দেবে!

বাস। রাজনন্দিনি, তুমি এত উতলা হচ্চ কেন ভাই? শীঘ্রই তাঁকে লাভ কর্‌বে।

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, দরিদ্রের রত্ন লাভ কি সহজে ঘটে? আমারও এ সেইরূপ দুরাশা বৈ ত নয়। তা আমার এ মনোরথ কি কখন সিদ্ধ হবে!——

মধু। রাজনন্দিনি, নিশাকালে চক্রবাকী চক্রবাক-বিরহে কি একবারে অধৈর্য্য হয়?

ইন্দু। সখি, নিশি প্রভাত হলে সে তার পতিকে পাবে, এই আশাতেই জীবন ধারণ করে। তা ভাই, আমার কি এ দুঃখ বিভাবরী প্রভাত হবে! আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে যে, আমি সে কন্দর্পরূপ পুনরায় দর্শন কর্‌ব!

বাস। প্রিয়সখি, এযে ভাই তোমার বৃথা ভাবনা! এসব বিধাতার লীলে খেলা বৈ ত নয়; তা না হলে সে দিন তাঁকে দেবমন্দিরের সম্মুখে দেখ্‌বার কি সম্ভাবনা ছিল?

মধু। প্রিয়সখি, দেখ সূর্য্যদেব অস্তে যাচ্চেন বলে বিষাদে কমলিনী মুদিত হচ্চে। তা ওতো, ভাই, কেবল আশা অবলম্বন করে্যই যামিনী যাপন কর্‌বে।

ইন্দু। সখি, আমাকে আর কেন বৃথা প্রবোধ দাও। যদি মেঘে বারিবর্ষণ না হয়, তা হলে কেবল মেঘ উপলক্ষ

করে্য চাতকিনী কদিন জীবন ধারণ কত্তে পারে ! এখন মৃত্যুই আমার এ রোগের পরম ঔষধ !

মধু। সে কি প্রিয়সখি ! এমন অমঙ্গলের কথা কি মুখে আন্‌তে আছে !

ইন্দু। সখি, যাঁকে জীবন, যৌবন, মন, সকলই সমর্পণ করেছি, তাঁর যদি দেখা না পাই, তবে আর আমার জীবন ধারণে ফল কি ? হায় ! কেন আমি সে দিন দেবমন্দিরে গিছ্‌লেম ! কেনই বা সে মনোহর রূপ হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করেছিলেম ! তা এতে আমারই বা দোষ কি ? সুধাকর উদয় হলে কুমুদিনী কি স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে ?

বাস। রাজনন্দিনি, যখন তিনি তোমার সমুদয় পরিচয় পেয়েছেন ; তখন রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগমন করেই তোমাকে বিবাহ কর্‌বার জন্যে দূত পাঠাবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। আমার ত, ভাই, বেশ্‌ বোধ হচ্চে যে, তিনিও তোমার ন্যায় অসুখে কালযাপন কচ্চেন।

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, তাও কি তুমি মনে কর। কুমুদিনীরই একচন্দ্র বৈ গতি নেই, কিন্তু চন্দ্রের ত অনেক কুমুদিনী আছে।

মধু। প্রিয়সখি, তোমার শরীর অবসন্ন হচ্চে, গাত্র কম্পিত হচ্চে ; আর সন্ধ্যে ও হয়েছে। তা চল এখন সঙ্গীত শালায় যাই। সে খানে তোমার মন অনেক সুস্থির হতে পারবে।

ইন্দু। সখি, এখন আমার সকল স্থানই সমান। এই ত সেই উদ্যান ; এখানে এসে আগে কত আনন্দ উপভোগ করেছি। ঐ যে বৃক্ষগুলি দেখ্‌ছ, ওদের কাকেও দুহিতা,

কাকেও সখী বলে সম্বোধন কত্তেম। আর ওঁদের বিবাহ নিয়ে কত প্রকার আমোদ কত্তেম। কিন্তু এখন কি আর সে দিন আছে! যে খানে যাই, সেই স্থানই সেই যুবরাজ-বিরহে শূন্যময় বোধ হয়; কারো পদশব্দ শুন্‌লে তিনি আস্‌ছেন বলে ভ্রম হয়। সখি, মদনের শরকে লোকে পুষ্পশর বলে বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় সে শাণিত লৌহশর অপেক্ষাও তীক্ষ্ন। শাণিত শরে বিদ্ধ হলে একবারে প্রাণ পরিত্যাগ করে, কিন্তু দুরন্ত রতিপতির শরে দিবা রাত্র বনদগ্ধ-হরিণীর মত অস্থির হতে হয়।

(সাগরিকার পুনঃ প্রবেশ।)

সাগ। হ্যাঁ গা! তোমরা কি কেউ আজ সঙ্গীত শালায় যাবে না? আমি আর সেখানে এক্‌লাটি কতক্ষণ বসে থাক্‌ব? দেখ দেখি, আর কি এক্‌টুও বেলা আছে? এ কি? রাজ-নন্দিনি, তুমি আজ এত বিরস বদনে বসে রয়েছ কেন ভাই? তা মিছে ভাবনাতে মনকে কষ্ট দিলে কি হবে? চল এখন আমরা যাই। আমি সেই নতুন গান্‌টি আজ সব শিখেছি।

মধু। কি গান্ ভাই? কৈ গাওনা, শুনি।

সাগ। (উপবেশন ও গীত।)—

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

শুনিয়ে বাঁশী সই প্রাণ যে রহেনা।
মন কাঁদে প্রবোধ মানে না॥
হে সখি, তুমি বল গিয়ে তারে, করে ধরে;
একে মরি মনাগুনে সে যেন দহেনা॥
বাঁশরী এতগুণ, সখি, ধরে, তা জানিনে।
প্রেম ফাঁদে পড়ে মোর যাতনা সহেনা॥

মধু। আহা! গানটী বেশ্, ভাই। যা হোক, এখন চল।

[সকলের প্রস্থান।

(বসুমতীর পুনঃ প্রবেশ।)

বসু। (স্বগত) বাসন্তিকা বল্লে যে রাজনন্দিনী রাজা বিচিত্রবাহুকে দেখে তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হয়েছেন; সেই জন্যেই তিনি দুঃখিত চিত্তে থাকেন। তা ভালই হয়েছে। আমাদের রাজনন্দিনী যেমন গুণবতী, তেম্‌নি মহারাজ বিচিত্রবাহুও ত এক জন যশোহীন পুরুষ নন্‌। আমরা রাজনন্দিনীর বিবাহ বিষয়ে আগে কত ভাব্‌তেম, কিন্তু কপাল হতে সহজেই আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা হয়েছে। নদী সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়েই তার সঙ্গে মিলিত হয়। তা আমি কেন এই সব কথা রাজমহিষীকে বলিগে না; তা হলেই ত রাজনন্দিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। আহা! এমন সুশীলা স্ত্রীলোকের অদৃষ্টে যদি এমন পতি না হবে, তবে আর কার হবে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পহ্লবদেশ—রাজ অন্তঃপুর।

(ইন্দুপ্রভার প্রবেশ।)

ইন্দু। (স্বগত) পূর্ব্বে বসন্তকাল এলে মনে কত আনন্দ উদয় হত; কিন্তু এখন ত কিছুতেই মন সুস্থির হচ্চে না। কি সখীদের সহবাস, কি নির্জ্জন স্থান, আমার পক্ষে এখন সকলই সমান হয়েছে। সখীদের কাছে থাকা ক্লেশকর মনে করে্য এই ত আমি এখানে এলেম; তা এখানেও ত স্বচ্ছন্দ হতে পাচ্চি না। যে দিন অবধি সেই যুবরাজকে দেখেছি, সেই পর্য্যন্ত সুখ আমাকে একবারে পরিত্যাগ করেছে; আর মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল হচ্চে। মন, তুমি আমার হয়ে পরের জন্যে ব্যাকুল হও কেন? তা তোমারই বা দোষ কি।—যে বনে দিবা রাত্র দাবানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হয়, সে বনের কুরঙ্গিণী কি কখন স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমাকে, সময় পেয়ে, এখন সকলেই কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হয়েছে। হে প্রভু কন্দর্প! লোকে তোমাকে ঋতুপতি বলে; তবে তুমি রাজা হয়ে অবলা বধ কত্তে চাও কেন? দেখ, যে ব্যক্তি মহান্ হয়, সে ত কখন কারো অনিষ্ট করে না; তা তোমার কুসুমশরে আমার মতন অবলা নারীকে বিদ্ধ কল্লে কি ফল লাভ হবে?—রাজার ত এ ধর্ম্ম নয়। মলয় মারুতে সকলের শরীর স্নিগ্ধ হয়, কিন্তু আমার কেন হয় না?

এতে আমার শরীর যেন দগ্ধ হচ্চে। (চিন্তা করিয়া) হায়! দেখ, আমার আপনা আপনিই কত দূর মতিভ্রম উপস্থিত হচ্চে। আপনার কর কমল দেখে পদ্মভেবে আপনিই জর্জ্জ-রিত হচ্চি; দশ নখ্ যেন দশচন্দ্র হয়ে আমাকে যাতনা দিচ্চে; অলঙ্কারের শব্দে অলির গুণ গুণ স্বর মনে করে্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠ্‌ছে। (গবাক্ষ খুলিয়া) এই যে চন্দ্র উদয় হয়েছে। কিন্তু চন্দ্রের কিরণেও ত সূর্য্যের মতন উত্তাপ রয়েছে; এতে আমার শরীর যেন আরো দগ্ধ হতে নাগ্‌লো। হে দেব সুধাকর! আপনি সুধা বর্ষণে জগতের হিত সাধন করেন; তবে এ অনাথিনীকে এরূপ কষ্ট দিচ্চেন কেন? অমরকুলে জন্মগ্রহণ করে্য যদি আপনি নারী বধে প্রবৃত্ত হন, তা হলে আপনার কলঙ্ক হবার সম্ভাবনা। তাও বটে, আপনি না কি নিজে কলঙ্কী, তা আপনার কলঙ্কের ভয় থাক্‌বে কেন? সেই যুবরাজকে জীবন, যৌবন, মন, সমর্পণ করেছি বলে আপনি বোধ হয় প্রতিহিংসা সাধনের জন্যে আমাকে এরূপ কষ্ট দিচ্চেন। (চিন্তা করিয়া) না—চন্দ্রের কিরণের উত্তাপ থাক্‌বে কেন? তবে কি দিনমণি?—তাই বা কেমন করে্য হবে? দিনমণি ত এই মাত্র কমলিনীকে বিষা-দিত করে্য অস্তগত হয়েছেন। এ কি দাবানল?—তা শূন্য-মার্গে দাবানল প্রজ্বলিত হবার সম্ভাবনা কি? বোধ হয় রজনী দেবী সর্পের বেশ ধরে আমি বিরহিণী বলে আমাকে দংশন কত্তে আস্‌ছেন; তাঁরই মাথার মণিতে চতুর্দ্দিক আলো হয়ে রয়েছে। (চিন্তা করিয়া) না—এখানে মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। যাই একবার সঙ্গীত শালায় যাই।

[প্রস্থান।

(সাবিত্রী দেবী ও বসুমতীর প্রবেশ।)

সাবি। সে কি? এ কথা কি তুমি ইন্দুপ্রভার মুখে শুনেছ?

বসু। আজ্ঞা না, তাঁর সখী বাসন্তিকা আমাকে বলেছে।

সাবি। তা আমার ইন্দুপ্রভার সঙ্গে রাজা বিচিত্রবাহুর কি প্রকারে দেখা হল?

বসু। আজ্ঞা, সে দিন তিনি বাসন্তিকার সঙ্গে দেব দেব শৈলেশ্বরের মন্দিরে গিছ্‌লেন, সেই খানেই রাজা বিচিত্র-বাহু হঠাৎ এসে উপস্থিত হন্; আর তাঁকে দেখে অবধি রাজনন্দিনী এরূপ অসুস্থ হয়েছেন।

সাবি। তবে আমার ইন্দুপ্রভা অনুরূপ পাত্রেই অনুরা-গিণী হয়েছে। রাজা বিচিত্রবাহু রাজকুল-চূড়ামণি; তাঁর যশ সকলেই ব্যক্ত করো থাকে।

বসু। আজ্ঞা হ্যাঁ। মহারাজ বিচিত্রবাহু একজন বীর-পুরুষ; তাঁর মতন রূপ-গুণ-সম্পন্ন রাজার নাম প্রায় শোনা যায় না; তা আপনাদের অতি শুভাদৃষ্ট বল্‌তে হবে।

সাবি। ভাল, বসুমতি, আমার ইন্দুপ্রভা যে রাজা বিচিত্রবাহুকে দেখে একবারে তাঁর প্রতি এত অনুরাগিণী হল, এর কারণ কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ?

বসু। তা হবেনা কেন? মলয় বাতাস যেমন পুষ্পের গন্ধ পরিচালনা করে, জনরবও সেইরূপ যশস্বী ব্যক্তির যশ ব্যক্ত করো থাকে। তাতে আবার তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন।

সাবি। দেখ, নদীর জল সুস্বাদু হলেও যেমন সাগরের সঙ্গে মিশে লোণা হয়, তেম্‌নি গুণহীন স্বামীর হাতে পড়্‌লে স্ত্রীলোকের সকল গুণই লোপ পায়।

বসু। রাজমহিষি, আমাদের রাজনন্দিনী সর্ব্বগুণ-সম্পন্না, তা তিনি কেন অসৎ পাত্রের হাতে পড়্বেন? উত্তমের সঙ্গেই ত উত্তমের মিলন হয়।

সাবি। কি আশ্চর্য্য! বসুমতি, একথা শুনে আমার মনে যেমন আহ্লাদ হচ্চে, আবার তেম্নি দুঃখও হচ্চে। আমার এই জীবন-সর্ব্বস্বধনকে একজন পর্কে দিয়ে আমি কেমন করে্য থাক্ব? (রোদন।)

বসু। সে কি, রাজমহিষি! এমন মঙ্গলের কথা শুনে কি আপনার চক্ষের জল ফেলা উচিত? লোকে অনুরূপ পাত্রের জন্যে কত অন্বেষণ করে, তা আপনাদের কপাল হতে সহজেই পেয়েছেন।

সাবি। বসুমতি, ইন্দুপ্রভা আমার একটীমাত্র কন্যা; ওটি আমার নয়নের তারা। তা ওটি আমাকে ছেড়ে গেলে কে আর মা বলে ডাক্বে?

বসু। রাজমহিষি, মেয়েরা কি চিরকাল বাপের ঘরে থাকে? সকলকেই ত সময়ে পতিগৃহে যেতে হয়।

সাবি। আহা! যাকে আমি এত যত্নে প্রতিপালন কল্লেম, সে আমার কাছ্ছাড়া হলে তাকে এমন করে্য আর কে আদর কর্বে? (রোদন।)

বসু। রাজমহিষি, এ ত আপনার বলে নয়; চিরকালই ত এম্নি হয়ে আস্ছে। আপনাকে দিয়েই কেন দেখুন না।

সাবি। তা বলে মায়ের প্রাণ কি কখন স্থির হয়ে থাক্তে পারে?

বসু। দেবি, মেয়েকে ত কেউ চিরকাল আইবড় রাখে না। দেখুন, উমা ত মেনকার একটী মেয়ে, তা তিনি কি চিরকাল

পিতৃগৃহে ছিলেন? তা এর জন্যে আপনি মিছে দুঃখিত হচ্চেন কেন?

নেপথ্যে। (বীণাধ্বনি।)

বসু। ঐ শুনুন্, রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় গান কচ্চেন।

নেপথ্যে। (গীত।)

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

চিত স্বজনি শোনে না, কেনবা হেরিলাম।
না বুঝিয়ে প্রাণ মোর সে জনে সঁপিলাম॥
যাতনা সহেনা গো আর, কব কাহারে।
আঁখি চাহে নিরুপম্ সে নাগর রূপ।
না ফুরাতে সাধ যে প্রাণে মজিলাম॥
প্রাণ চাহে না কাহায়, বিনে সে জন।
কিসে রহে কুলমান সে উপায় বল।
বিষম বিরহ দায়ে পড়িলাম॥

সাবি। আ মরি মরি! আমার হৃদয়পিঞ্জর থেকে এ সারিকাটি উড়ে গেলে আমি কি আর বাঁচ্‌ব! বসুমতি, তুমি আমার ইন্দুপ্রভাকে একবার ডাক ত।

বসু। আজ্ঞা, এই যে ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

সাবি। (স্বগত) আমার ইন্দুপ্রভা যে রাজা বিচিত্র-বাহুর প্রতি একবারে এত অনুরাগিণী হয়েছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানিনে। আহা! সেই জন্যেই বুঝি বাছা আমার কদিন এমন করে্য বেড়াচ্চে। যা হোক্, এ শুনে আমি ত

কোন মতে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারিনে। যাতে শীঘ্রই সম্বন্ধ স্থির হয়, মহারাজকে বলে তার চেষ্টা করিগে। এখন পরমেশ্বর করুন যেন রাজা বিচিত্রবাহু আমার ইন্দুপ্রভার পাণিগ্রহণ কত্তে সম্মত হন। আর এই বিবাহটী শীঘ্রই নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। আহা! মা আমার যেমন লক্ষ্মী, তেম্‌নি উপযুক্ত পাত্রও হয়েছে——

(ইন্দুপ্রভার সহিত বসুমতীর পুনঃ প্রবেশ।)

(প্রকাশে) এসো মা এসো।

ইন্দু। মা, আমাকে ডাক্‌ছিলে কেন গা?

বসু। বাছা, মায়ের প্রাণ, খানিক ক্ষণ না দেখ্‌লেই দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।

সাবি। তুমি ওখানে কি কচ্ছিলে, মা?

ইন্দু। মা, আমি সখীদের সঙ্গে গান কচ্ছিলেম।

বসু। (স্বগত) আহা! রাজনন্দিনীর তেমন রূপ একবারে যেন কালী হয়ে গেছে। শরীরের আর সেরূপ কান্তি নেই; মুখ্‌খানি মলিন হয়ে রয়েছে।

সাবি। তোমার উদ্যানের ফুল গাছ্‌গুণি কেমন আছে মা?

ইন্দু। মা, সেগুণি বেশ্ বড় হয়েছে। আমি যে তাদের রোজ জল দি। তা আজ্ তুমি একবার আমার উদ্যানে চলনা। আমার সেই মাধবীলতা গাছ্‌টীতে অনেক ফুল ফুটেছে। আর দেখ মা! পিতা আমাকে যে মালতী গাছ্‌টী দিছ্‌লেন, তার আজ বিয়ে দেবো।

সাবি। মালতী তোমার কে হয়, মা?

ইন্দু। মা, সে আমার মেয়ে হয়।

বসু। (সহাস্য বদনে) হ্যাঁগা বাছা, মার বিয়ের আগে মেয়ের বিয়ে কেমন করে্য হবে?

ইন্দু। মা, এখন যাবে?

সাবি। হাঁ, মা, চল।

[সকলের প্রস্থান।

(মধুরিকা ও বাসন্তিকার প্রবেশ।)

বাস। হ্যাঁ ভাই, মধুরিকে! মহারাজ কি সত্যি সত্যি মন্ত্রী মহাশয়কে কুন্তল নগরের রাজার কাছে দূত পাঠাতে বলেছেন?

মধু। ওমা, সে কি! কেন, তুমি কি এনগর ছাড়া না কি? একথা ত সকলেই শুনেছে।

বাস। কে জানে, ভাই, আমার একথা শুনে যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে না।

মধু। কেন, তোমার বিশ্বাস না হবার কারণ কি?

বাস। আমাদের প্রিয়সখীর যে এত শীঘ্র মনোরথ পূর্ণ হবে, তা কেমন করে্য বিশ্বাস হবে, ভাই?

মধু। তা হবে না কেন! তাঁর যেমন রূপ, তেম্‌নি গুণ, তাতে আবার মা বাপের একটী মেয়ে।

বাস। তবে এত দিনে রাজনন্দিনী আমাদের যথার্থই পরিত্যাগ করে্য চল্লেন।

মধু। তার আর এখন কি হবে! তবে কি তোমার এই ইচ্ছা যে, প্রিয়সখী চিরকাল আইবড় থেকে তোমার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করেন?

বাস। দূর্! আমি কি তাই বল্‌ছি!

মধু। তবে আবার তোমার এত দুঃখ হচ্চে কেন ?

বাস। তোমার কি, ভাই, এ কথা শুনে দুঃখ হয় না ?

মধু। তা হলে আর কি কর্‌ব ! আমরা চিরকাল রাজ-নন্দিনীর সঙ্গে একত্রে সহবাস, একত্রে বিহার কচ্চি ; তা এখন তিনি আমাদের পরিত্যাগ করো চল্লেন, একথাটি মনে হলে ত বুক ফেটে যায়। তা বলে এখন মিছে ভাব্‌লেই বা কি হবে ? তুমি কি তাঁর মনোদুঃখ সব ভুলে গেলে ?

বাস। তা কেন ভুল্‌ব ?

মধু। তবে আর কি, ভাই ! প্রিয়সখী যে দিন অবধি মহারাজ বিচিত্রবাহুকে দেখেছেন, সেই দিন পর্য্যন্ত তিনি কি হয়েছেন বল দেখি ! আমরা ত তাঁকে অন্য মনস্ক কর্‌বার জন্যে কত চেষ্টা কচ্চি, তা কিছুতেই ত কিছু হচ্চে না।

বাস। হ্যাঁ, তা মিথ্যে কি। আমি সেই জন্যেই রাজ-মহিষীর সহচরীর কাছে এই সব কথা বলে ছিলেম ; তাতেই বোধ হয় মহারাজ শুনেছেন।

মধু। সত্যি, ভাই, আমিও তাই ভাব্‌ছিলেম, বলি, মহারাজ হঠাৎ প্রিয়সখীর বিষয় কি করো জান্‌তে পাল্লেন।

বাস। ভাই, এ সব কথা কি চাপা থাকে !—যেমন করো হোক্, প্রকাশ হয়।

মধু। তবে সেই জন্যেই বুঝি রাজমহিষী কদিন এমন্ হয়ে রয়েছেন ? আহা ! মায়ের প্রাণ কি কখন স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে !

বাস। আবার প্রিয়সখীকে তিনি ভালও বাসেন তেম্‌নি।

মধু। আহা ! তা হবে না ভাই ! এমন মেয়েকে যদি মা বাপে না স্নেহ কর্‌বে, তবে আর কে কর্‌বে।

বাস। সে যা হোক্, আমার এখন এইটে ভাবনা হচ্চে যে, প্রিয়সখী পতিগৃহে গেলে রাজমহিষী কেমন করে্য প্রাণ ধারণ কর্‌বেন। তা চল, এখন একবার রাজমহিষীর কাছে যাই।

মধু। আচ্ছা চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সাগরিকার সহিত ইন্দুপ্রভার পুনঃ প্রবেশ।)

সাগ। রাজনন্দিনি, ছি ভাই! এ সময় কি তোমার এমন করে্য বিরস বদনে থাক্‌তে হয়!

ইন্দু। সখি, তুমি কি ভেবেছ যে, তিনি আবার আমার পাণিগ্রহণ কর্‌বেন। আমার প্রতি যদি তাঁর কিঞ্চিৎমাত্র অনুরাগ থাক্‌তো, তা হলে কি তিনি এ অবধি নিশ্চিন্ত থাক্‌তেন?

সাগ। প্রিয়সখি, মহারাজ যখন তোমার সম্বন্ধ স্থির কত্তে তাঁর কাছে দূত পাঠিয়েছেন, তখন আর তোমার কিসের ভাবনা, ভাই? আর আমি বাসন্তিকার মুখে যে রকম শুনেছি, তাতে তিনি সংবাদ পাবা মাত্রেই অবশ্যই তোমার জন্যে ব্যাকুল হবেন।

ইন্দু। সখি, এ কেবল দুরাশা বৈ ত নয়। আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

সাগ। প্রিয়সখি, আর অমন্ করে্য ভেবনা।

(গীত।)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

কেন ভাব এত প্রাণ স্বজনি।
পাবে তুমি সে নাগরবরে ধনি॥
বিরহের দুঃখ রবে না আর।
সুখের সাগরে ভাসিবে সুবদনি॥
সে জন তোমার, নহেক কাহার।
যার ভাবে তুমি হয়েছ পাগলিনী॥

ইন্দু। সখি, অলি গুণ গুণ স্বরে কমলিনীর মন মোহিত করে্য যদি দূর দেশে যায়, তা হলে কমলিনী কদিন ধৈর্য্য হয়ে থাক্‌তে পারে?

সাগ। কিন্তু ভাই, তোমার এও বিবেচনা করা উচিত যে, কমলিনীর মনোহর গন্ধ পেয়ে অলিও কখন স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে না।

ইন্দু। ভাই, সেই আশাতেই বেঁচে রয়েছি। কিন্তু মন আর কোন মতেই প্রবোধ মানে না। এখন বিবেচনা হচ্চে যে আমার মরণ হলেই শরীরটে যুড়োয়। দেখ, একেত সেই যুবরাজের বিরহে জর্জ্জরিত হচ্চি, তাতে আবার পদ্ম, মলয় সমীরণ, কোকিল, ভ্রমর, এরা আমার যাতনা আরো দ্বিগুণ কচ্চে। অবলা বালার প্রাণে কি এত সয়!

সাগ। প্রিয়সখি, মলয় বাতাস, কোকিল, ভ্রমর, এরা সকলেই ত কন্দর্পের অনুচর। তা চল আমরা প্রভু কন্দর্পের পূজা করিগে; তা হলেই তোমার সকল কষ্টের শেষ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কুন্তল নগর—রাজগৃহ।

(রাজা বিচিত্রবাহু আসীন। নিকটে বসন্তক।)

বস। আজ্ঞা, মহারাজ—আপনি——

রাজা। আঃ কি আপদ! তুমি এখন বসো। তোমার সঙ্গে আমার অন্য কোন কথা আছে।

বস। (বসিয়া) আজ্ঞা করুন, মহারাজ।

রাজা। ওহে বসন্তক! তোমার জন্মই বৃথা। তুমি এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর দুর্ল্লভ বস্তুই দেখ্‌লেনা।

বস। (স্বগত) এযে ধান ভান্‌তে শিবের গীত দেখ্‌তে পাচ্চি। (প্রকাশে) কেমন করে্য মহারাজ? এ দাসের যখন প্রত্যহ রাজদর্শন হচ্চে, তখন আর কি করে্য জন্ম বৃথা হল? আর মহারাজ অপেক্ষা দুর্ল্লভ বস্তুই বা পৃথিবীতে কি আছে?

রাজা। তা যা হোক্, প্রধান শিল্প-চাতুর্য্য যে কি পদার্থ, তা তুমি দেখ নাই।

বস। কেন মহারাজ? এ রাজ্যে ত তার কিছুরই অভাব নাই। একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কল্লেইত জান্‌তে পারেন।

রাজা। আঃ! তুমি এস্থানে ও সকল সামান্য বিষয়ের কথা উল্লেখ কচ্চ কেন? আমি বিধাতার অপূর্ব্ব শিল্প

চাতুর্য্য লক্ষ্য করে্য এ কথা বল্‌ছি। আর তদ্দর্শনে আমার নয়নও কৃতার্থ হয়েছে।

বস। মহারাজ, আমি ত আপনার কথার অর্থ কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। তবে ব্যাপারটা কি, ভাল করে্য বলুন দেখি।

রাজা। বসন্তক, যে দিন আমি কলিঙ্গদেশ জয় কত্তে যাত্রা করি, সেই দিন এক মনোহর সঙ্গীত শুনে কৌরব্য দেশের দেবমন্দিরের নিকট উপস্থিত হলেম। সেইস্থানে একটী অনুপমা রূপলাবণ্যবতী কামিনী আমার নয়ন পথের পথিকা হয়েছিলেন। আহা! তেমন অপরূপ রূপ আমার জন্মাবচ্ছিন্নে কখনই দেখি নাই। বিধাতার সৃষ্টিতে যত দূর দৃষ্টি হবার সম্ভাবনা, তদপেক্ষা অধিক সে অঙ্গে নিয়োজিত হয়েছে। সে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণশশি দর্শন কল্লে কি আর সকলঙ্ক চন্দ্রকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে! সে মিষ্টস্বর যার কর্ণকুহরে একবার প্রবেশ করেছে,সে কি কোকিলধ্বনি সুললিত বোধ করে!

বস। হা! হা! হা! মহারাজ, আপনার কাছে ত আর তাল্‌টি ফাঁক যাবার যো নাই। কোথায় পথে ঘাটে এক্‌টা মেয়ে দেখেছেন, আর রক্ষা নাই। মল্লিকা, মালতী প্রভৃতির মধুপান করে্য অলি যেমন ধূতুরার মধুপানে প্রবৃত্ত হয়, আপনার ও দেখ্‌ছি তাই হয়েছে।

রাজা। কেন বল দেখি?

বস। আজ্ঞে, তা বৈ আর কি! দেখুন, কত শত উদ্যানে কত শত মনোহর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে, সে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে্য আপনি এক্‌টা কদর্য্য কুসুমাঘ্রাণে বিমোহিত হলেন!

রাজা। বসন্তক. তুমি কি ভেবেছ যে সামান্য কুসুমা-ঘ্রাণে বিচিত্রবাহু বিমোহিত হয়? সিংহ কি শৃগালীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকে?

বস। আজ্ঞে, তা ত নয়। তবে বলা যায় না; মনের গতিক কখন কি হয়, তা বোঝা ভার। দুটো মন্দও আবার সময় বিশেষে ভাল লাগে। তা যা হোক্, তিনি কে, তার কিছু জান্‌তে পেরেছেন?

রাজা। সে সুধা পহ্নবরাজবংশ-সম্ভূতা। সে বড় সামান্য ব্যাপার নয়।

বস। ঈশ্! আপনি যে আর বাকি রাখেন নাই। একবারে কুলুচি সুদ্ধ জেনে এসেছেন। তা ভাল কথা হয়েছে। মহারাজও ত চকোর স্বরূপ; সে সুধা আপনি ব্যতীত আর কে পান কর্‌বে?

রাজা। বসন্তক, সে অমৃত পান করা কি সকলের অদৃষ্টে ঘটে? রাজা সত্যবিক্রমের অভিমান দুর্গ উল্লঙ্ঘন না কল্লে ত তাঁকে লাভ কর্‌বার কোন সম্ভাবনা নাই।

বস। সে কি মহারাজ! আপনি এমন বিবেচনা কর্‌বেন না। আপনার নাম শ্রবণ মাত্রে রাজা সত্যবিক্রম আপনাকে কন্যা সম্প্রদান কর্‌বেন, তার কোন সন্দেহ নাই। ভৃগু কি বিষ্ণুকে অবহেলা করে্য অন্য কাকেও লক্ষ্মী প্রদান করেছিলেন? (স্বগত) এখন দুটো একটা মনের মতন কথা না কইলে আবার চটে উঠ্‌বেন!

রাজা। বসন্তক, আমার কি তেমন অদৃষ্ট হবে! মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণা দর্শন করে্য মৃগকুলের যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে আমারও সেই রূপ হয়েছে।

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) দুরন্ত কন্দর্প হরকোপানলে ভস্ম হয়েছিল বলেই বোধ হয় পুরুষদের এত যন্ত্রণা দিয়ে থাকে।

বস। (স্বগত) বুঝেছি, একবারে সপ্তমের উপর। এখন আরো কত রকম ভাব উদয় হবে! (প্রকাশে) মহারাজ, আপনাকে ত তাঁর প্রতি একান্ত অনুরক্ত দেখ্‌ছি, তা আপনার প্রতি তাঁর কিরূপ, তা কিছু জান্‌তে পেরেছেন?

রাজা। তা আমি কেমন করে্য জান্‌ব? কিন্তু সে দিনের ভাবভঙ্গি দর্শনে বোধ হয় যে, তিনিও আমার প্রতি অনুরক্তা হয়ে থাক্‌বেন। কেননা, তাঁর নূপুর স্খলিত হয় নাই, তত্রাচ নূপুর খুলে গেছে বলে আমার জন্যে অপেক্ষা করেছেন। এক ছড়া সামান্য মালার জন্যে পুনরায় ফিরে এসেছিলেন; আর সখী সম্বোধনে আমার প্রতি অনেক অনুনয় বাক্য ও প্রয়োগ করেছিলেন।

বস। হা! হা! মহারাজ, তবে আর অপেক্ষা কি রেখেছেন? একবারে সকল কার্য্য সমাধা! তা আপনার এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হবার প্রয়োজন কি? এতে ত সম্পূর্ণ অভি-প্রায় প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষণে কোন উপায়ে হস্তগত কত্তে পাল্লেই হয়।

রাজা। আমি ত এর কোন উপায়ই নির্ণয় কত্তে পাচ্চিনা।

বস। আজ্ঞে, উপায় আছে বৈ কি। বুদ্ধি থাক্‌লে কি না হয়? আমি এক্‌টা বড় চমৎকার যুক্তি করেছি।

রাজা। কি যুক্তি?

বস। আজ্ঞে, মহারাজ, আপনি সেখানে একজন দূত

প্রেরণ করুন্ না কেন। তা হলেই সকল ভাব গতিক বোঝা যাবে।

রাজা। বসন্তক, আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি, যে রাজা সত্যবিক্রম অত্যন্ত অভিমানী। সে স্থানে সহসা দূত প্রেরণ কত্তে আমার কোন মতেই সাহস হয় না। কি জানি, যদি তিনি অগ্রাহ্য করেন, তা হলে ত আমার মান থাক্‌বেনা। সর্পমণির উজ্জ্বল কান্তি দর্শন কল্লে লোকের যেরূপ অবস্থা হয়, আমার ও সেইরূপ হয়েছে। মণিলাভ না হলে শোকে জীবন সংশয় হয়ে উঠে; আবার দংশন ভয়ে মণি গ্রহণেও সাহসী হয় না।

বস। মহারাজ, পশুপতি উমাকে লাভ কর্‌বার জন্যে দেবর্ষি নারদকে দূতপদে বরণ করে্য হিমাচলের নিকট প্রেরণ কল্লে তিনি তাঁকে কন্যা প্রদান কত্তে যেরূপ ব্যগ্র হয়েছিলেন, রাজা সত্যবিক্রম ও আপনার নাম শুন্‌লে সেইরূপ হবেন।

রাজা। বসন্তক, আমার এমন কি পুণ্য আছে যে, আমি সে অমৃত লাভ কত্তে পার্‌ব! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বস। মহারাজ, মহৎ ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকেন, সেই জন্যে আপনি আপনার গুণ অবগত নন। আপনি রূপে কুমারকে লজ্জা প্রদান করেছেন; আপনার শাণিত শরনিকর দুষ্টদের রক্তপানে সর্ব্বদা লোলুপ; আপনার যশঃ কিরণে দশ দিক আলোকময় হয়েছে। তবে যে রাজা সত্যবিক্রম আপনাকে কন্যা অর্পণ কর্‌বেন, এতে আর সন্দেহ কি?

রাজা। তুমি যাই বল; আমি বেশ্ বিবেচনা করেছি,

যে বিধাতা আমাকে কষ্ট দেবার জন্যেই সে কনক পদ্মটিকে কণ্টকময় মৃণালের উপর স্থাপন করেছেন।

বস। (স্বগত) আবার ঠাণ্ডা কত্তে কদিন লাগে, তার ঠিক নাই। (প্রকাশে) মহারাজ, আপনি চিন্তা সাগরে মগ্ন হচ্চেন কেন? একবারে হতাশ হবার ত কোন কথা নাই। আর যদি তাঁকে লাভ না হয়, এ পৃথিবীতে একটা ত নয়, শত শত রাজোদ্যান রয়েছে, তা তদপেক্ষা আরো মনোহর কুসুমওত থাক্‌বার সম্ভাবনা।

রাজা। বসন্তক, চন্দ্র কি কুমুদিনী ভিন্ন অন্য কাকেও স্পৃহা করে? তা তাঁর সে রূপ সৌধরাশি ভিন্ন আমার মন তিমির কি আর কিছুতে দূর হবে?

বস। মহারাজ, পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সম্পূর্ণরূপে না হোক্, কতক পরিমাণে ও তমঃ দূর কত্তে সক্ষম হয়।

রাজা। বসন্তক, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের নিকট তারাগণ যেরূপ মলিন বোধ হয়, তাঁর সঙ্গে সমতুল্য কল্লে সেইরূপ পৃথিবীস্থ কোন অঙ্গনাই সুন্দরী বোধ হয় না।

বস। মহারাজ, সুন্দর অপেক্ষা সুন্দর ত পৃথিবীতে দেখা যাচ্চে। পিতার কি আর পিতা নাই?

রাজা। বসন্তক, তুমি না কি তাঁকে দেখ নাই, সেই জন্যেই এ কথা বল্‌ছ। প্রথম দর্শনে আমার বোধ হয়েছিল যে, সৌদামিনী এক স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করে্য রয়েছেন।

বস। মহারাজের যখন তাঁর প্রতি অনুরাগ জন্মেছে তখন তিনি অবশ্যই পরমাসুন্দরী হবেন। আমি ত আর তাঁর কাছে গিয়ে দেখি নাই; কাজেই যা বল্‌বেন, তাই।

রাজা। বসন্তক, তাঁর রূপের কথা আর তোমাকে

অধিক কি বল্‌ব। দেখ্‌লে বোধ হয় যেন বিধাতা স্বভাবের সকল বস্তুকে লজ্জা দেবার জন্যেই সে রমণী রত্নের সৃষ্টি করেছেন। (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বস। কিন্তু মহারাজ, দিবাকর চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাক্‌লে' কি পৃথিবীতে শস্যাদি জন্মায়? তা আপনি এ রূপ বিষাদিত হলে কি এ রাজ্যের শ্রী থাক্‌বে?

রাজা। বসন্তক, আমার সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হয়েও যদি আমি সেই অনুপমা কামিনীকে লাভ কত্তে পারি, তা হলে আমার জীবন সার্থক হয়।

বস। (স্বগত) একবারে রাজ্যসুদ্ধ পণ। দেখি আরো কতদূর দাঁড়ায়। তবু খাঁদা কি বোঁচা, তার ঠিক নাই।

নেপথ্যে। (সায়ংকালীন সঙ্গীত।)

রাগিণী—চিতা গৌরী। তাল আড়াঠেকা।

হইল নিশা আগমন।
ব্যাধ ভ্রমে দ্বিজ দল করিল গমন॥
অস্তে গেল দিনমণি, নলিনী হয়ে মলিনী,
সরোবরে মুদিল নয়ন॥
তারাপতি আগমনে, কুমুদী প্রফুল্ল মনে,
হাসি হাসি দিল দরশন॥
চক্রবাক পুনঃ পুনঃ, হয়ে বিষাদিত মন,
হেরিতেছে প্রিয়ার বদন॥

বস। এই যে! সন্ধ্যেকাল উপস্থিত। বন্দীরা সায়ংকালীন সঙ্গীত কচ্চে; আর মহারাজের মন ও অত্যন্ত চঞ্চল

হয়েছে। তা এক্ষণে একবার বিলাস কাননের দিকে পদার্পণ কল্লে ভাল হয় না ?

রাজা। সে স্থানে এক্ষণে গমনের প্রয়োজন কি ?

বস। আজ্ঞা, মহারাজ, সেখানে নানা প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়েছে; সমীরণ ঐ সকল পুষ্পের পরিচয় প্রদানে লোককে পুলোকিত কর্‌বার জন্যে মন্দ মন্দ ভ্রমণ কচ্চে; সুধাকর করদ্বারা মন্দ মন্দ বেগে জলকে আলোড়িত করে্য কুমুদকে আপনার সমাগমের পরিচয় প্রদান কচ্চে—সেই জন্যেই কুমুদ প্রস্ফুটিত ও কমল মুদিত হচ্চে; সুনাদী বিহ-ঙ্গমগণ মনোহর তানে সঙ্গীত আলাপ কচ্চে। তা এই সকল দর্শনে আপনার মন অনেক সুস্থ হবার সম্ভাবনা।

রাজা। আচ্ছা চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) মহারাজ যে ভীষণ রণজয়ী হয়ে প্রত্যাগমন করেছেন, এ পরমাহ্লাদের বিষয়। সূর্য্যদেবের উদয় হলে জগন্মাতা বসুন্ধরা যে রূপ আহ্লাদিতা হন, রাজ বিরহে কাতরা রাজধানী ও সেইরূপ পুলোকিতা হয়েছেন। নগরবাসীরা সকলেই মহারাজের সমাগমে সন্তুষ্ট হয়ে মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান কচ্চে; সুতরাং নগরও উৎসবে পরিপূরিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু গগনে সহস্র সহস্র তারকমালা উদয় হলেও তারাপতির বিরহে যে রূপ জগৎ কোন রূপে উজ্জ্বল হয় না, সেইরূপ রাজপুরী নিরানন্দময় হওয়ায় এ রাজ্যকে সম্পূর্ণ উৎসবময় বলে বোধ হচ্চে না। আর মহারাজ

যখন এরূপ নিরানন্দে কালযাপন কচ্চেন, তখন রাজপুরী কেনই না এরূপ হবে। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু মহারাজের সহসা এরূপ হবার কারণ কি? প্রজাশ্রীকাতর দুষ্ট কলিঙ্গাধিপতিকে তিনি ত সসৈন্যে ধ্বংস করেছেন। কৈ? আমিত এর কিছুই স্থির কত্তে পাল্লেম না। তিনিত দুষ্ট দমনে চিরকাল সমধিক পুলোকিত হয়ে থাকেন। আর সে রণস্থলের ভীষণতর ব্যাপারে যে এতাদৃশ বীর পুরুষের মন কলুষিত হবে, তারই বা সম্ভাবনা কি? এক্ষণে মহারাজের মন এরূপ চঞ্চল হয়েছে যে, তিনি রাজকার্য্য এক প্রকার পরিত্যাগ করেছেন; দিবা রাত্র কেবল উদ্যানে কিম্বা প্রাসাদে বিরাজ কচ্চেন।

(বসন্তকের পুনঃ প্রবেশ।)

(প্রকাশে) মহাশয়, আপনি মহারাজের মনোগত ভাব কিছু অবগত হয়েছেন?

বস। আজ্ঞে হাঁ, আমি মহারাজের মনঃদ্বার উদ্‌ঘাটনে এক প্রকার সক্ষম হয়েছি। আঃ! মহাশয়, সে লৌহদ্বার ভগ্ন করা কি সাধারণ ব্যাপার?

মন্ত্রী। তবে মহারাজ এরূপ ভাবে অবস্থান কচ্চেন কেন?

বস। হা! হা! মন্ত্রিবর, এটাও বুঝ্‌তে পাল্লেন না! পর্ব্বত কি সামান্য বায়ুতে বিচলিত হয়?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, তা ত নয়। তবে ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি।

বস। ব্যাপারটা বড় সহজ নয়। কামিনীর কটাক্ষ দৃষ্টি, আর কি!

মন্ত্রী। হাঁ, আমি ও সেইটে অনুভব করেছিলেম। শশি-

কলা দর্শনে সমুদ্র যে রূপ অস্থির হয়, মহারাজ ও সেইরূপ কোন রমণী দর্শনে অন্যমনস্ক হয়ে থাক্‌বেন। তা কোথায়, তার কিছু শুনেছেন ?

বস। আজ্ঞে, মহারাজ যে দিন কলিঙ্গনগর আক্রমণ কত্তে বহির্গত হন, সেই দিবস কৌরব্য দেশস্থ দেবমন্দিরের নিকট পহ্নব রাজদুহিতাকে দর্শন করেন। সেখানে প্রায় অর্দ্ধেক কার্য্য নির্ব্বাহ হয়ে গেছে।

মন্ত্রী। হাঁ, আমি শ্রুত আছি বটে যে, রাজা সত্যবিক্রমের একটী অনুপমা রূপ লাবণ্যবতী দুহিতা আছেন। কিন্তু সে ত ঘটনা হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়।

বস। কেন ? আমাদের মহারাজ যে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌বেন, এ ত তাঁর শ্লাঘার বিষয় !

মন্ত্রী। আজ্ঞে, তা সত্য। তবে কি না, তিনি না কি অত্যন্ত অভিমান পরবশ, সেই জন্যেই এ কথা বল্‌ছি।

বস। আপনি কি প্রকারে জান্‌তে পাল্লেন ?

মন্ত্রী। আমি পরম্পরায় শুনেছি যে, রাজা বিজয়কেতু তাঁর কন্যা গ্রহণে দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি কোনমতেই কন্যা সম্প্রদান কর্ত্তে স্বীকৃত হন্‌ নাই। আর সেই জন্যেই যুদ্ধ বিগ্রহাদি হবার উপক্রম হয়।

বস। তবে এক্ষণে এর উপায় কি ?

মন্ত্রী। আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে মহারাজের নিরস্ত হওয়াই বিধেয়। কেন না, দুষ্প্রাপ্য বস্তু স্পৃহা করে্য এরূপ বিচলিত হওয়ায় ত কোন ফল লাভ হবে না।

বস। বুলেন কি মহাশয়! কন্দর্পশরে একবার যিনি বিদ্ধ হয়েছেন, তিনি কি আর কিছুতে সুস্থ হতে পারেন ?

পরমযোগী মহাদেবও সে শরে ব্যথিত হয়ে উন্মত্ত হয়েছিলেন।

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ, তা সত্য বটে। কিন্তু বিষই বিষের পরম ঔষধ। এক্ষণে যদি ও তিনি রাজা সত্যবিক্রমের দুহিতা দর্শনে বিমোহিত হয়েছেন, কিন্তু অন্য অনুপমা ললনা প্রাপ্ত হলেই সে চিন্তা দূর হবার সম্ভাবনা। বসুমতী ত একটী রত্ন প্রসব করে্য ক্ষান্ত হন নাই; তিনি ত অমূল্যরত্ন সততই প্রসব কচ্চেন।

বস। হা! হা! মহাশয়, পারিজাত পুষ্প যাঁর নয়নপথে পতিত হয়েছে, তাঁর কি অন্য পুষ্পে স্পৃহা থাকে? আরো মহারাজ এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি সেই কামিনী ভিন্ন অন্য কাহারও পাণি গ্রহণ করবেন না। মহারাজ সেই জন্যেই আপনার অন্বেষণ কচ্চেন। এবিষয়ে যেটা কর্ত্তব্য, তার স্থির কত্তে হবে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে, তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজা বিচিত্রবাহুর পুনঃ প্রবেশ।)

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত) শর-পীড়িত মৃগ যেমন কোন স্থানেই সুস্থ হতে পারে না, আমারও অবিকল তাই হয়েছে; দিবা রাত্র কেবল সেই দেবমন্দির, আর তাঁর সেই অলৌকিক কান্তি মনে উদয় হচ্চে। (পরিক্রমণ করিয়া) হায়! হায়! আমি যে কি কুলগ্নেই সে দেশে পদার্পণ করেছিলেম! আর তাই বা কেমন করে্য বলি। এ কথা বল্লে আমার নয়ন ও কর্ণ উভয়েই ব্যথিত হয়। যদি কেউ

কোন স্থানে অমূল্য রত্ন দর্শন করে, আর অদৃষ্ট প্রযুক্ত সে রত্ন লাভের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তা হলে তার কি সে স্থানকে দোষারোপ করা উচিত? বোধ করি আমার পূর্ব্ব জন্মে কথঞ্চিৎ পুণ্য ছিল, সেই জন্যেই সে রমণীরত্ন একবার দর্শন করেছিলেম। আমার উভয় দিকেই সঙ্কট উপস্থিত হচ্চে— সে আশা কোন মতে পরিত্যাগ কত্তেও পাচ্চিনে, আর লাভেরও কোন উপায় দেখ্‌ছিনে। (পরিক্রমণ।)

নেপথ্যে। (দুন্দুভিধ্বনি)।

রাজা। (সচকিতে) এ কি! এ দুন্দুভিধ্বনি হচ্চে কেন? (প্রকাশে) কে আছিস রে?

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

দেখ্ ত এ দুন্দুভিধ্বনি হচ্চে কেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) তাই ত! এ আবার কি! রাজ্যে কি কোন গোলযোগ উপস্থিত হলো নাকি! তারই বা আশ্চর্য্য কি! এমন সময় যে হঠাৎ একটা বিপদ ঘট্‌বে, এও বড় অসম্ভব নয়। আমি যে——

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ।)

(প্রকাশে) কি সমাচার?

ভৃত্য। আজ্ঞে, মহারাজ, সকলই মঙ্গল। পহ্লব দেশের রাজা সত্যবিক্রম কোন কার্য্য বশতঃ রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। আচ্ছা, তুই রাজদূতের যথোচিত সমাদর কত্তে

বল্‌গে, আর যদি কোন পত্র থাকে, তা হলে মন্ত্রীকে দিতে বল্‌।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) রাজা সত্যবিক্রম যে আমার নিকট দূত পাঠালেন, এর কারণ কি? অবশ্য কোন প্রয়োজন থাক্‌বে। জগদীশ্বর করুন যেন এতেই আমার অভিলাষ সিদ্ধ হয়। (উপবেশন।)

(পত্রহস্তে মন্ত্রী ও বসন্তকের পুনঃ প্রবেশ।)

(প্রকাশে) মন্ত্রি, রাজা সত্যবিক্রম আমার নিকট দূত পাঠালেন কেন?

মন্ত্রী। মহারাজ, অনুমতি হলে এই পত্রখানি রাজ-সম্মুখে পাঠ করি; তা হলেই আপনি সকল অবগত হতে পারবেন।

রাজা। তুমি ত ও পত্র পড়েছ? তবে মর্ম্মটা কি বল।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, রাজা সত্যবিক্রম আপনাকে তাঁর দুহিতা সম্প্রদান কত্তে অভিলাষ করেন; এবং তদুপলক্ষে এই পত্রে আপনার শুভ যাত্রা কর্‌বার জন্যে বিশেষ অনুরোধ করেছেন।

রাজা। (স্বগত) আমি যে আশা-বৃক্ষটিকে চিরকাল মনোমধ্যে রোপণ করে্য জীবন ধারণ কত্তে হবে ভেবেছিলেম, সেটি কি এত শীঘ্র ফলবতী হলো!

বস। (রাজার প্রতি জনান্তিকে) মহারাজ, রাজ-ভাগ্যের দৌড়্‌টা দেখুন একবার। আমি ত একথা পূর্ব্বেই রাজসম্মুখে নিবেদন করেছিলেম।

রাজা। (জনান্তিকে) তাই ত হে! এ যে পিপাসার অগ্রেই মেঘবর জল প্রদান কল্লে। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রি, এখন এতে কি কর্ত্তব্য?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমার বিবেচনায় সেখানে অগ্রে আমাদের এক জন দূত প্রেরণ করা আবশ্যক।

রাজা। আচ্ছা, তুমি এবিষয়ে যেটা ভাল হয়, তার স্থির করগে। আমি এক্ষণে বিশ্রাম মন্দিরে চল্লেম। বসন্তক, তুমিও যাও।

বস। যে আজ্ঞে, মহারাজ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুন্তল নগর—রাজপথ।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এই ত আমার স্কন্ধে পুনরায় রাজ্যভার অর্পিত হলো। এ কএক দিবস মহারাজ রাজকার্য্য দেখেন নাই সত্য, কিন্তু সূর্য্যদেব উপস্থিত থাকেন বলেই অরুণ কিরণ-জাল বিস্তার কত্তে সক্ষম হয়; দিবাকর-বিরহে অরুণ কি সে কার্য্য পরিচালনা কত্তে পারে? (চিন্তা করিয়া) আমি রাজ-সংসারে বহুকাল যাপন করে্য এক্ষণে প্রাচীন হয়েছি;

তা এ সমস্ত কার্য্য কি এক্ষণে আমার দ্বারা পরিচালিত হওয়া সম্ভব? আর অনন্তদেবের ভার বাসুকি কত দিন বহন কর্ত্তে পারে! মহারাজ যে দিন অবধি কলিঙ্গ রাজ্য জয় কর্ত্তে বহির্গত হন, সেই দিন পর্য্যন্ত এই দুঃসহ রাজ্যভার আমাকেই বহন কর্ত্তে হচ্চে; এক মুহূর্ত্তও বিশ্রামের অবকাশ নাই——

(দুইজন নাগরিকের প্রবেশ।)

প্রথ। মন্ত্রিমহাশয়, মহারাজ পহ্লব দেশে যে দূত প্রেরণ করেছিলেন তিনি কি ফিরে এসেছেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ, গত কল্য এসেছেন।

দ্বিতী। তবে মহারাজের পরিণয় কার্য্য পহ্লব রাজ-দুহিতার সঙ্গেই নির্দ্ধারিত হলো।

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, সেই উপলক্ষেই মহারাজ অদ্য শুভ যাত্রা কর্‌বেন। তন্নিমিত্তে আমাকে তার সমস্ত আয়োজনের আদেশ করেছেন।

প্রথ। মহাশয়, আমরা শুনেছিলেম যে, পহ্লব রাজ-দুহিতার সঙ্গে মহারাজের পূর্ব্বে সাক্ষাৎ হয়। তা সেটা কি সত্য?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ যে সময় যুদ্ধার্থে বহির্গত হন, তখন কৌরব্য দেশে এক দেব-মন্দিরের সম্মুখে রাজ-বালাকে দর্শন করেন, আর সেই নিমিত্তই কয়েক দিবস অসুখে কালাতিপাত করেন।

প্রথ। (দ্বিতীয়ের প্রতি) কেমন হে! আমি বলেছিলেম কি না যে, কোন কামিনীর কটাক্ষপাতেই মহারাজ এরূপ হয়েছেন।

দ্বিতী। মহাশয়, মহারাজ আবার কবে এ নগরে পুনরাগমন কর্‌বেন ?

মন্ত্রী। কিছু বিলম্ব হবে। সে মনোহর স্থান পর্য্যটন না করে্য যে এ নগরে প্রত্যাগমন করেন, এমন ত বোধ হয় না।

প্রথ। তা ভবাদৃশ ব্যক্তির উপর যখন রাজকার্য্যের ভারার্পণ করেছেন, তখন কেনই না নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন।

মন্ত্রী। হা! হা! মহাশয়, সিংহের ভার কি শৃগালে বহন কত্তে পারে ?

প্রথ। বিলক্ষণ! আপনি এমন কথা আজ্ঞা কর্‌বেন না। সুবর্ণ যেমন রসায়নে অধিক সমুজ্জ্বল হয়, আপনার বুদ্ধির প্রভাবে মহারাজের গুণেরও সেইরূপ অধিক শোভা হয়েছে। আর তপনরশ্মি যেমন তিমিরময় গিরিগহ্বর ভেদ করে্য প্রবেশ করে, আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিও সেইরূপ লোকের কুটিল বুদ্ধি ভেদ করে্য প্রবেশ করে।

মন্ত্রী। মহাশয়, তবে আর আমি বিলম্ব কত্তে পারি না। অনুমতি করেন ত এক্ষণে বিদায় হই।

প্রথ। যে আজ্ঞা, আসুন তবে।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

দেখ অদ্য মহারাজের শুভযাত্রা উপলক্ষে নগর বাসীরা সকলেই আনন্দে মগ্ন হয়েছে; বামাদল পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি কচ্চে; প্রাসাদ সকল অপূর্ব্ব সাজে বিভূষিত হয়েছে; চতুর্দ্দিকেই গান বাদ্য শ্রুতিগোচর হচ্চে; নটেরা বিবিধ বেশে রাজসভায় গমন কচ্চে।

দ্বিতী। মহাশয়, না হবে কেন? আমাদের মহারাজের

ন্যায় গুণবান ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজ্যবাসী সকলেই তাঁকে পিতার স্বরূপ জ্ঞান করে; আর তাঁর সুশাসনে চৌর্য্যাদির নাম কেবল শ্রুতিপথেই রয়েছে।

নেপথ্যে। (বৈতালিক গীত।)

রাগিণী সাহানা—তাল কাওয়ালি।

কেমন সাজে মহারাজ সাজে।
রূপ মনোহর, জিনিল কুমার,
কিরণে তাহার দশ দিক সাজে॥
বাজিছে বাজনা রাজভবনে।
গায়ক গায়িকা গাহিছে সঘনে।
আনন্দে মগন পুরবাসীগণে।
কামিনী গণে প্রাসাদ বিরাজে॥

প্রথ। ঐ শোন, বৈতালিকেরা মহারাজের গুণোৎকীর্ত্তনকচ্চে। পথে জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোত প্রবাহিত হচ্চে, আর লোক-কলরবে কর্ণ বধির হচ্চে।

দ্বিতী। মহাশয়, শুনেছি যে পহ্লবরাজদুহিতা পরমাসুন্দরী। কৌস্তুভ মণি যেরূপ নারায়ণের বক্ষস্থলে শোভা পায়, তিনিও সেইরূপ মহারাজের বাম পার্শে শোভা পাবেন। আর মহারাজের পরিণয় এ পর্য্যন্ত না হওয়ায় নগরবাসীরা সকলেই ক্ষুব্ধ ছিল, অদ্য তাদের সে ক্ষোভ দূর হলো।

নেপথ্যে। (মঙ্গল বাদ্য)

প্রথ। চল, তবে এক্ষণে রাজদর্শন করা যাগেগ।
দ্বিতী। যে আজ্ঞে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বসন্তকের প্রবেশ।)

বস। হা! হা! হা! মন্দই বা কি! মহারাজ আজ দানে দাতাকর্ণ। তিনি অদ্য শুভ যাত্রা কর্‌বেন বলে কল্প-তরু হয়ে বসেছেন——অকাতরে দীন দরিদ্রদের ধন বিতরণ কচ্চেন, আর মধ্যেথেকে আমার এই অঙ্গুরীটি লাভ হয়ে গেল। এটি যে একটী অমূল্য পদার্থ, তা কে না স্বীকার কর্‌বে! হা! হা! আরে, আমরা যদি রাজার কাছ্‌থেকে আদায় না কর্‌ব, তবে আর কে কর্‌বে? তা বলে কি এখন সকলেই বুদ্ধির কৌশল খাটাতে পারে! কেউ বা দুটো পাঁচটা টাকা পেয়ে সন্তুষ্ট হচ্চে, কারো বা গলা ধাক্কাটা ও ফাঁক যাচ্চেনা। হা! হা! শর্ম্মা বড় কম্ পাত্র নন্। যে দিকেই যান্ না কেন, আপনার কাজটি কোন মতেই ভোলেন না। এখন আমার রাজার সঙ্গে যাওয়া হোক্ আর না হোক্, তাতে বয়ে গেল কি! আমার ত এখন ফাঁকি দিয়ে বিলক্ষণ লাভ হয়েছে; তবে আর পায় কে! আবার কপাল জোর টা কতদূর দেখ; মন্ত্রীবর বল্‌ছেন আমাকে না কি মহারাজের যাবার পূর্ব্বে কতকগুলি সৈন্য নিয়ে যেতে হবে। ভাল কথাই; তাতেও কোন্ না যৎকিঞ্চিৎ হস্তগত হবে। আর এটি যে শর্ম্মার কৌশলক্রমে ঘটেছে, তার আর সন্দেহ নাই। হুঁ! ওহে, পরমেশ্বর যাকে বুদ্ধি দেন, তার এই

রূপই হয়ে থাকে। বুদ্ধিং যস্য বলং তস্য—যার বুদ্ধি নাই তার অন্ন মেলা ভার।—হা! হা! হা!——

(হিরণ্যবর্ম্মার প্রবেশ।)

(প্রকাশে) আরে কেও! সেনাপতি মহাশয় যে! আসুন, আসুন। আমি আপনারই অনুসন্ধান কচ্ছিলেম।

হির। কেন? ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

বস। আজ্ঞা—না, এমন কিছু নয়। তা আপনি যে বড় নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন?

হির। কেন? কি কত্তে হবে?

বস। ও মহাশয়! কি কত্তে হবে জানেন না নাকি? হা! হা! হা! মহারাজের সঙ্গে যেতে হবে না?

হির। আমার যাবার ত বিশেষ আবশ্যক নাই। কি জানি যদি ইতিমধ্যে কোন শত্রুদল এসে উপস্থিত হয়, তা হলে ত বিষম বিভ্রাট।

বস। মহাশয়, এরাজ্যে কি শত্রু প্রবেশ কত্তে পারে? জ্বলন্ত অনলে কার সাধ্য হস্তক্ষেপ করে?

হির। তা যাই হোক্, তা বলে ত নিরুদ্বেগ চিত্তে থাকা যায় না। অবশ্যই সাবধান হতে হয়।

বস। আপনার কি তবে এই ইচ্ছা যে, মহারাজ এক্লা গমন করেন?

হির। না, তা কেন হবে! তাঁর সঙ্গে দুই সহস্র অশ্বারোহী এবং চার্ সহস্র পদাতিক গমন কর্‌বে।

বস। মহাশয়, এটা আপনি কেমন বিবেচনা কল্লেন?

নলরাজা যখন দময়ন্তী সতীকে লাভ কত্তে বিদর্ভনগরে গমন করেন, তখন কি তিনি এক্‌লা সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ?

হির। আজ্ঞা তা ত নয়। কিন্তু আমার এটা বোধ হয় না যে, তিনি রাজ্যের সকল সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজপুরীকে শত্রুদলের হস্তে অর্পণ করে্য গিছলেন।

বস। আহা হা! আপনি বিরক্ত হচ্চেন কেন? এইটেই কেন বুঝে দেখুন্ না যে, মান সম্ভ্রম রক্ষা কর্‌বার জন্যে ত কিঞ্চিৎ আড়ম্বর আবশ্যক করে?

হির। তা বলে মান সম্ভ্রম রক্ষা কত্তে গিয়ে একবারে যাতে সর্ব্বনাশ হয়, সেইটে করাই কি যুক্তিসিদ্ধ কার্য্য? সে কি মহাশয়! আপনি এক জন বিজ্ঞ সুচতুর ব্যক্তি, তা আপনার কি এ সকল কথা মুখে আনা উচিত?

বস। এঃ! আপনি দেখ্‌ছি যথার্থই রাগত হলেন। আমার ত আর আপনার সঙ্গে বিবাদ করা ইচ্ছা নয়; তবে এ বাক্‌দ্বন্দের প্রয়োজন কি?

হির। বিলক্ষণ! আপনি এমন কথা মনেও কর্‌বেন না! হা! হা! আমি কি আর লোক পেলেম না যে আপনার সঙ্গেই কলহ কত্তে প্রবৃত্ত হলেম! অবশ্য, সকল কর্ম্মেই যুক্তি আছে, তার আর সন্দেহ কি। কিন্তু ন্যায় অন্যায়টা বিবেচনা করা আবশ্যক।

বস। আজ্ঞা হাঁ, তা বটে ত। এ কথা অবশ্যই স্বীকার কত্তে হবে।

হির। তা যা হোক, মহারাজ আমাকে এ বিষয়ে কিছু আদেশ করেছেন কি না, আপনি বল্‌তে পারেন?

বস। করে্য থাক্‌বেন। আমি সেটা বিশেষ অবগত

নই। কিন্তু মন্ত্রীবরের মুখে শুন্‌লেম যেন আপনাকে মহা-রাজের সঙ্গে যেতে হবে।

হির। তবে এখন চলুন, একবার মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে, সাক্ষাৎ করিগে। এ বিষয়টা না জান্‌তে পাল্লে আমি তার নির্ঘণ্ট কত্তে পাচ্চি না।

বস। আজ্ঞা আপনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হন; আমি এক্‌টু পরে যাচ্চি।

হির। যে আজ্ঞা, তবে আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

বস। (স্বগত) এমন বাজে নির্ঘণ্টতে শর্ম্মা বড় এগোন্‌না। কাজ্‌টা আগে চাই। এখন তুমি ঘুরে মরগে। আমার কার্য্য অনেক কাল শেষ করে্য বসে আছি। হুঁ! সুদ্ধু ঘুরে বেড়ালে কি হবে। আমার মতন—বেশি নয়—দুটো একটা কৌশল খাটাতে পার, তা হলে বুঝ্‌তে পারি। কেবল কতক গুলো লোক নিয়ে গোল কল্লেই ত হয় না। আমার ত আর কোন কর্ম্ম নাই, কেবল ঝোপটি বুঝে কোপটি মারা হা! হা! হা!—(নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) আহা হা! এ সুন্দরী স্ত্রীলোকটী কে হে? এ যেন রূপে চতুর্দ্দিক আলো করে্য রয়েছে। তা একবার আলাপ করা যাক্‌না। (প্রকাশে) অয়ি মৃগাক্ষি! এ অভাজনের প্রতি একবার কটাক্ষ পাত কর। ——মর বেটী—শুন্‌তে পায় না। ওরে ও মাগিই ই ই!—এমন মিষ্টালাপ না কল্লে ত হবার যো নাই। ভাল করে্য ডাক্‌লেম, তাতে হল না; আর মাগী বল্‌তেই ঘাড় ফিরিয়েছেন।

(এক জন নটীর প্রবেশ।)

নটী। কি গো! মাগী মাগী করে্য ডাক্‌ছিলে কেন?

বস। অঁ্যা—তা—না—এই—(স্বগত) দূর্ কর, বেটী আবার শুন্‌তে পেয়েছে।

নটী। ঢোক্ গিল্‌তে নাগ্‌লে যে?

বস। না—বলি, কোথা যাওয়া হচ্চে?

নটী। বেশ! এক কথার আর উত্তর। আমি যা জিজ্ঞেস্ কচ্চি, তাই বল না।

বস। তুমি কি বল্‌ছিলে, ভাই?

নটী। বা! কেন, তুমি কি শুন্‌তে পাওনা না কি?

বস। আর ভাই! তুমিও যেমন! সকল সময় কি সকল কথা শোনা যায়?

নটী। বলি, মাগী মাগী কচ্ছিলে কেন?

বস। না ভাই, আমার ঘাট হয়েছে। তুমি, তা চিন্‌তে পারি নাই।

নটী। না, তা পার্‌বে কেন? এখন ত আর আমাতে মন ওটে না!

বস। হা! হা! হা! তা বড় মিথ্যে নয়। আমি ভাই তোমাকে যে কত ভাল বাসি, তা বল্‌তে পারিনে।

নটী। হ্যাঁ, তুমি আমাকে যত ভাল বাস, তা জানা আছে। তা হলে আর মাগী বল্‌তে না।

বস। এঃ! তুমি দেখ্‌ছি ভাই যথার্থই আমার উপর রাগ করেছ। ঘাট মান্‌লেম, তবুও রাগ পড়ে না? তবে বল ভাই, তুমি কি কল্লে সন্তুষ্ট হও? (স্বগত) বেটী আবার আঙটিটে না চেয়ে বস্‌লে হয়, তা হলেই আমি গেলেম।

নটী। হা! হা! না ভাই, আমি একটু পরিহাস কচ্ছিলেম, । যা হোক্, এই যে একটী বেশ আঙটি হাতে দিয়েছ। কোথায় পেলে?

বস। (স্বগত) সর্ব্বনাশ কল্লে! আমি যা ভাব্ছিলেম, তাই হয়েছে। মাগী মজালে দেখ্তে পাচ্চি। এখন কি হবে?—এটাকে ডেকে বিষম উৎপাতে পড়্লেম যে হে!

নটী। চুপ করো রৈলে যে? বলই না কেন, তাতে দোষ কি?

বস। এই—আমি তা—আমি তা——

নটী। দেখ দেখি, এই বল্ছিলে বড় ভালবাসি। তা এই বুঝি তোমার ভালবাসা?

বস। না, এ একটা অম্নি পড়ে আছে— কখন কখন হাতে টাতে দিয়ে থাকি। আরে ও কথা যেতে দাও।

নটী। তবে বুঝি মহারাজ দিয়েছেন?

বস। (স্বগত) আঃ! এ মাগীটে বড় বিরক্ত কর্ত্তে লাগ্‌লো যে হে! এখন কি করি? (প্রকাশে) এ কথা তোমাকে কে বল্লে? তুমি ও যেমন! এ ও কি কথা? হুঁ, মহারাজের আর খেয়ে দেয়ে কর্ম্ম নাই, আমাকে দুবেলা আঙটি দিয়ে বেড়াচ্চেন। তুমি খেপেছ? হাঁ—তা কোথায় যাবে বল্লে ভাই?

নটী। ঐত! তোমার কাছে ত ভাই কোন কথাটি পাওয়া যায় না! তবে আমি চল্লেম——(গমনোদ্যতা)।

বস। আরে, কর কি? দাঁড়াও দাড়াও! রাগ কর কেন ভাই? রাগ করো না।

নটী। না ভাই, আমি আর দাঁড়াব না, আমাকে এখনই রাজসভায় যেতে হবে।

বস। ছি ভাই! তুমি বড় অরসিক দেখ্‌তে পাচ্চি। এমন ত্রিভঙ্গমুরারীকে ছেড়ে তোমার রাজার উপর টাঁক পড়্‌লো? আমি তোমার জন্যে এই নিকুঞ্জবনে দিবা রাত্র বংশীধ্বনি করো্যে বেড়াই—তা এসো একটু আমোদ করি, হা! হা! হা!

নটী। যাও ভাই, মিছে ঠাট্টা করোনা।

বস। (স্বগত) এই রে! এ হাবাতে মাগীটে রসিকতা বোঝে না। যাহোক্, এখন যে আঙটির কথাটা ভুলে গেছে, এই পরম লাভ। (প্রকাশে) ভাই, তুমি আমার শ্রীরাধিকা। তোমাকে না দেখ্‌তে পেয়ে আমি কুব্জা সুন্দরীকে নিয়ে কেলি করি। তা তুমি থাক্‌তে সে আমার কোন্ ছার! ভাই, আমার আর কোন গুণ নাই, কেবল রসিকতাটি বিলক্ষণ জানি। কি বল? হা! হা! হা!—

নটী। দূর্ হতভাগা।

বস। (স্বগত) যখন হতভাগা বলেছে, তখন বোধ হয় মনটা একটু ভিজেছে। আরে, তাই যদি না হবে, তবে আর আমার কিসের ক্ষমতা? ওহে স্ত্রীলোককে বশীভূত কর্‌বার বুদ্ধিটে আমার বিলক্ষণ আছে। (প্রকাশে) কেমন ভাই! কি অনুমতি হয়? তুমি যে চুপ্ করো্যে রৈলে?

নটী। আমি আর কি বল্‌ব?

বস। কি আর বল্‌বে? এই কথা বল যে, আমি রাধা তুমি শ্যাম—হা! হা! হা!

নটী। (স্বগত) আ মর্! মিন্‌সের রকম দেখ। (প্রকাশে)

না ভাই, আমি চল্লেম; অমন করে্য রাস্তার মাঝ্‌খানে ত্যক্ত করো না।

বস। ভাই, এততেও তোমার বিরক্ত বোধ হলো। ভাল একটী গান শোন।

তোমার পিরীতে পড়ে আমার প্রাণ বাঁচানো হল দায়।
আমি তোমার জন্যে সর্ব্বত্যাগী হয়েছি।
এমন রসিক নাগর বর ফেলে কোথায় যাবে বল না।
মরি হায় হায় ——হা! হা! হা!

নটী। আ—হা! মরণ আর কি দূর্ পোড়ারমুখো মিন্‌সে।

[প্রস্থান।

বস। (স্বগত) দূর্ লক্ষ্মীছাড়া মাগী। তোমার কিছু-তেই মন ওঠে না! গেলি ত আমার বয়ে গেল; আমার রসি-কতা থাক্‌লে তোর মতন্ অনেক বেটী এসে যুট্‌বে। (চিন্তা করিয়া) তাই ত! মাগীটে হাত ছাড়া হয়ে গেল গা! কি কর্‌ব? (প্রকাশে) বলি, ওহে! আমায় এক্‌লা রেখে কার কাছে চল্লে? শুনে যাও, শুনে যাও। না—শুন্‌লে না! এখন কি হবে? আমাকে যে একবারে পাগল করে্য দিলে। মহা-রাজের এ নিকুঞ্জবনে অনেক ভাল ভাল ফুল আছে বটে, কিন্তু এর কাছে সে গুলো ঘেটু ফুল বল্লেই হয়। তা শর্ম্মা যখন একবার এর সুগন্ধ পেয়েছেন, তখন এর মধুপান না করে্য আর ক্ষান্ত হচ্চেন না। তা যাই, দেখিগে, বেটী কোথায় গেল।

[প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কুন্তল নগর—রাজঅন্তঃপুর।

(রাজা বিচিত্রবাহু ও ইন্দুপ্রভা আসীন।)

ইন্দু। নাথ, আমার অদৃষ্টে যেএত সুখ হবে, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। সে যাহোক্, আমরা সেই দেবমন্দির থেকে চলে গেলে আপনি কি কল্লেন?

রাজা। প্রিয়ে, অন্ধকারময় রজনীতে কোন পথিক বিদ্যুৎ আলোক দেখে অতুল আনন্দ ভোগ কত্তে কত্তে সে আলোক সহসা দূরীকৃত হলে সে যেমন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, আমি ও সেইরূপ কিয়ৎকালের জন্যে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছিলেম। আর সেই সময় আমার এরূপ বোধ হলো যে, আমি সুর-সমাজে অপ্সরীগণের সঙ্গীত শ্রবণ কত্তে কত্তে সহসা পুণ্যক্ষয় হওয়ায় মর্ত্ত্যলোকে পতিত হলেম। পরে দূরস্থ হিংস্রক পশুদের নিনাদে জ্ঞান উদয় হলে দেখ্‌লেম যে নিশাকাল উপস্থিত—শিবিরে দুন্দুভিধ্বনি হচ্চে। তখন আর প্রিয়াশূন্য স্থানে একাকী থেকে কি করব, ভেবে প্রত্যাবর্ত্তন কল্লেম। পরে মন অত্যন্ত চঞ্চল হওয়ায় শিবিরের বহির্দ্দেশে বস্‌লেম। সে দিন পৌর্ণমাসী হওযায়, গগনের অত্যন্ত শোভা হয়েছিল; দ্বিজরাজ তারক মালায় পরিবেষ্টিত হয়ে মনোহর বেশে গগনে বিরাজ কচ্ছিলেন। তাঁর প্রতি দৃষ্টি-পাত হবামাত্র তোমারই মুখশশী মনোমধ্যে উদয় হলো।

তখন চন্দ্র দর্শনে এরূপ বিরক্ত হলেম যে, সেখানে কোন মতেই স্থির হয়ে থাক্‌তে পাল্লেম না——

ইন্দু। নাথ, আপনি আমাকে এম্‌নিই ভালবাসেন বটে। তার পর কি হলো?

রাজা। আমার মনের চঞ্চলতা ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায় শয্যায় শয়ন কল্লেম; কিন্তু নিদ্রাদেবীর সহিত কোনমতেই সাক্ষাৎ হলোনা; কেবল তোমার এই মনোহর মূর্ত্তি মনোমধ্যে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। প্রেয়সি, আমি যদি পূর্ব্বে তোমার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে অবগত হতেম, তা হলে কি রণস্থল হতে প্রত্যাগমন করে্য এনগরে একাকী আস্‌তেম। তোমাকে একবারে হৃদয়াসনে স্থাপন করে্য স্বরাজ্যে প্রবেশ কত্তেম।

ইন্দু। (অনুরাগ সহকারে) প্রাণেশ্বর, আমার কি শুভাদৃষ্ট?

রাজা। সে কি প্রিয়ে! অমন কথা বলো না। আমার জন্ম জন্মান্তরে অনেক পুণ্য ছিল, সেই জন্যেই তোমাকে লাভ করেছি।

ইন্দু। নাথ, যে স্ত্রীলোক অনুকূল পতি পায়, পৃথিবীর মধ্যে সেই সৌভাগ্যবতী। তা সেটি কি অধিক পুণ্য না থাক্‌লে ঘটে? প্রাণেশ্বর, তার পর?

রাজা। প্রিয়ে, তার পর আমি স্বরাজ্যে প্রবেশ করে্য তোমার এই অনুপম রূপ ধ্যান করে্য জীবন ধারণ করেছি। তখন যে আমি এ স্বর্গসুখানুভব কর্‌ব, তা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও মনে উদয় হয় নাই। তোমার এই বাক্য-সুধাপানের জন্যে আমার কর্ণচকোর সতত ব্যাকুল হতো, কিন্তু হতাশা তার আশাকে বিনষ্ট করে্য দুঃখ দ্বিগুণতর কত্তো। সে

করে্য বেড়াচ্চে, কিন্তু আমি কারো দৃষ্টিপথে পতিত হই নাই। হাঁ, তাও বটে, আমার ছদ্মবেশটা যে রূপ হয়েছে, এতে ত আর কেউ বিদেশী বলে সন্দেহ কত্তে পার্বে না। (পরিক্রমণ করিয়া) যাহোক্, এ উদ্যানটি ত অন্তঃপুর নিকটস্থ বোধ হচ্চে; তা এখানে বোধ হয় রাজকুলবালারা এসে থাকেন। ভাল, দেখাই যাক্, এক্ষণে কতদূর করে্য উঠ্তে পারি। যে রূপ কৌশল করে্য কৃত্রিম পত্রখানি লিখেছি, এতে বেশ্ বোধ হচ্চে যে সেখানি পাবামাত্রে রাজা বিচিত্রবাহু সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা কর্বে, তার কোন সন্দেহ নাই। আর তা হলেই আমার পক্ষে এক প্রকার সুযোগ হলো বল্তে হবে। আর যদি কোন প্রকারে আমার অভিলাষ সিদ্ধ কত্তে পারি, তা হলে যে কেবল বিচিত্রবাহু ব্যাকুল হবে, তাও নয়; রাজা সত্যবিক্রম যেমন আমাকে অবজ্ঞা করে্য একে দুহিতা প্রদান করেছে, সেই রূপ তাকেও দিবা রাত্র দুঃখার্ণবে মগ্ন হতে হবে।—তার এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমাকে অপমান করে! আর এ যখন আমার অভিলষিত কামিনীর সহিত স্বর্গসুখানুভব কচ্চে, তখন একে যদি শোকানলে দগ্ধ কত্তে না পারি, তবে আমার এত কষ্ট স্বীকার করার ফল কি? (পরিক্রমণ করিয়া) কৌশলটা বড় চমৎকার হয়েছে——

নেপথ্যে। ও কি লা! তুই যে চুপ করে্য রৈলি? তুই কেন গানা।

নেপথ্যে। না ভাই, আগে তুমি একটী গাও, আমি তার পরে গাচ্চি।

রাজা। (সচকিতে) এ আবার কি? এ ত স্ত্রীলোকের মধুর ধ্বনি শুন্তে পাচ্চি। চাতক মেঘের আশ্বাসধ্বনি শ্রবণ

কল্লে ; এখন জল পেলেই তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

নেপথ্যে। চুপ কর্ লো চুপ্ কর্। সাগরিকে, বীণাটা নেত—আমি গাচ্চি।

নেপথ্যে। কেন? তা ত কখনো হবে না! এবার ভাই তোমাকেই গাইতে হবে।

নেপথ্যে। মর্! এত গোল করিস্ কেন? তোরা যে একটা কথা নিয়ে একবারে হাট বসিয়ে দিলি। গাওত ভাই, তুমি একটী গান গাওত ; আমি বীণা বাজাচ্চি।

নেপথ্যে। (বীণাধ্বনি)

রাজা। (স্বগত) আহা! কি মধুরধ্বনি! আমার বোধ হচ্চে যেন আমি দেবসভায় বসে ভগবতী বীণাপানির বীণাধ্বনি শ্রবণ কচ্চি।

নেপথ্যে। আমি কিন্তু ভাই একটী গানের বেশি আর গাইব না।

নেপথ্যে। আচ্ছা, তাই গাও।

নেপথ্যে। (গীত।)

রাগিণি ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

কেমনে জানিবে মিলনেতে কি সুখোদয়।
যে জন জানে না বিচ্ছেদের
অনিবার দুঃখ সমুদয়॥
যদি অমা নিশা নাহি হয়।
শশীর কি শোভা তবে রয়॥

রাজা। (স্বগত) আহা হা! বোধ করি সেই কামিনী কিম্বা তার কোন সহচরী মনোহর তানে সঙ্গীত আলাপ

কচ্চে। রাজা বিচিত্রবাহু কি পুণ্যবাণ! সে এই সুধারস দিবা-রাত্র পান কচ্চে। তার মতন পরম সুখী ব্যক্তি বোধ হয় এ পৃথিবীতে আর কেউ নাই। আহা! যদি কোন প্রকারে এই অনুপমা রূপগুণসম্পন্না কামিনীকে লাভ কত্তে পারি, তা হলে আর আমার সুখের পরিসীমা থাকে না। (পরিক্রমণ করিয়া) আমি ত রক্ষকুলপতি দশাননের ন্যায় এই পঞ্চবটী বনে জানকীহরণ কত্তে এসে উপস্থিত হয়েছি, আর মায়াবী মারীচকেও অগ্রে প্রেরণ করেছি। তা দেখি এ দশাননের ভাগ্যে কি ঘটে। এক্ষণে কোন প্রকারে শ্রীরামচন্দ্রকে একবার বহির্গত কত্তে পাল্লে আমার অভিসন্ধির কথঞ্চিৎ সুরাহা হয়। আমার এতটা পরিশ্রম আর এত চেষ্টা কি একবারে সকলই বিফল হবে? কিয়দংশেও কৃতকার্য্য হতে পার্‌ব না? ভাল দেখাই যাক্, জগদীশ্বর কি করেন। যে রূপ আড়ম্বরটা করা হয়েছে, এতে বেশ্ বোধ হচ্চে যে আমার আশা পরিপূর্ণ হলেও হতে পারে। আর যে জন্যে এ স্থানে প্রবেশ করেছি, সে আশাও ত এই রাজকুলবালাদের মধুরকণ্ঠে কথঞ্চিৎ ফলবতী হবার সম্ভাবনা দেখ্‌ছি। যাহোক্, এ স্থানটা অতি নির্জ্জন বোধ হচ্চে; তা ক্ষণকালের জন্যে এই বৃক্ষবাটিকায় উপবেশন করা যাক্। (উপবেশন।)

নেপথ্যে। কেমন ভাই! এই বার কি হবে? এবার তুমি একটী না গাইলে ত কখনই ছাড়্‌বনা।

নেপথ্যে। কেন্ লা! আমার দায়টা পড়েছে। নিপুণিকে না গাইলে ত আমি গাইব না।

নেপথ্যে। আহা! বেশ্‌লো বেশ্। তোর রঙ্গ দেখে যে আর বাঁচিনে। একবারে যে রেগে দশটা!

নেপথ্যে। হব না কেন? আমাকেই বুঝি একশ বার গাইতে হবে?

নেপথ্যে। আ মর্! তোরা যে ঝগ্‌ড়া করেই গেলি! অবাক্ কল্লে মা! এম্‌নি কল্লেই বুঝি গাওয়া হয়?

নেপথ্যে। আচ্ছা, তোমরা এখন চুপ্ কর। এবার সাগরিকে গাইবে।

নেপথ্যে। দূর্! তা কেন হবে?—তবে ভাই আমি একলা গাইতে পার্‌ব না।

নেপথ্যে। আচ্ছা, তুমি আরম্ভ কর; আমরা এর পরে গাইব।

নেপথ্যে। গীত।

রাগিণী পরজ—তাল আড়াঠেকা

মরি কি সুখোদয় মধুমাস আইলে।
প্রাণের সম পতিধন পাইলে॥
করিবে কি বল মদনের বাণে,
দাহন সে শরে না হইলে॥
মন্দ সমীরণ, কোকিলের ধ্বনি,
কি সুখ স্ববশেতে আনিলে॥

রাজা। (স্বগত) আহা হা! আজ্ আমি চরিতার্থ হলেম। আমি জন্মাবধি এরূপ তান-লয়-বিশুদ্ধ মনোহর সঙ্গীত কখনই শ্রবণ করি নাই। এরূপ সুমিষ্টস্বর কি মানব-কুলে সম্ভবে?

নেপথ্যে। (বীণাধ্বনি।)

রাজা। (স্বগত) আহা হা!

নেপথ্যে। হুঁ্যা লো হুঁ্যা। এইবার আমি গাইব।

নেপথ্যে। আ—হা! মরণ আর কি! এতক্ষণের পর বুঝি রাগ পড়্লো?

নেপথ্যে। আমর্! কেন্‌লা তুই আমাকে অমন করে্য বল্‌বি?

নেপথ্যে। আঃ! তোমরা চুপ করনা।

নেপথ্যে। (গীত।)

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

সুজন সঙ্গে প্রেম সমান রহে চিরদিন অন্তরে।
সেই হয় ধ্যান জ্ঞান, কুল মান ধন প্রাণ,
বিচ্ছেদ যে কেমন, না পড়ে মনে আর তার তরে॥
মিলনে সুখ যত, অনুভূত অবিরত,
দহন করিতে সদা, না পারে আর স্মরবর শরে॥

রাজা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! আমি যে একবারে গতিহীন হলেম। বীণার সুরে যেন আমার কর্ণ-কুহর পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। (উঠিয়া) দূর্ হোক্, আমার পক্ষে এ সকল রাগের হেতু হয়ে পড়্লো। দুষ্ট দৈত্য কি অমৃত পানের প্রকৃত অধিকারী? চণ্ডালকে সুধাপান কত্তে দেখ্‌লে কার মনে না ক্রোধের উদয় হয়? (পরিক্রমণ করিয়া) হায়! হায়! আমি পূর্ব্বে নিজ দোষেই এ কামিনীকে হস্তগত কত্তে পারি নাই। এ সততই আমার শৈলেশ্বরের মন্দিরে গমন কত্তো; তা সেই সময় যদি কোন উপায় কত্তেম, তা হলে এখন আর এ কষ্টটা পেতে হতো না। কিন্তু তাও বলি; রাজা সত্যবিক্রম যে এত শীঘ্র কন্যের [illegible] দেবে, তাই

বা কি প্রকারে জান্‌বো! যা হোক্, এ যেমন আমার অভি-লষিত রমণীকে বরণ করেছে, সেই রূপ যদি এই কৌশলে যুদ্ধার্থে বহির্গত কত্তে পারি, তা হলে কথঞ্চিৎ আশা পরি-তৃপ্ত হয়।

নেপথ্যে। (রণ বাদ্য।)

রাজা। (সচকিতে স্বগত) কেমন হলো! এ যে আমারই মঙ্গলের বিষয় দেখ্‌তে পাচ্চি! তবে বোধ হয় সে পত্র খানি রাজার হস্তে গিয়ে থাক্‌বে। যদি তাই হয়, তা হলে আমি এর সর্ব্বনাশ করব। দাশরথি যেরূপ সীতা দেবীর অন্বেষণে বনে বনে বিলাপ করে্য বেড়িয়েছিলেন, এরও তাই হবে। (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ, মন্দই বা কি হলো! যদি অম্‌নি অম্‌নিই কেটে যায়, তা হলে একেত কিছুকাল যুদ্ধের জন্যে নিরর্থক ভ্রমণ কত্তে হবে। (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) এরা আবার কে?—ঐ না সেই আমার মনোহারিণী? আ মরি মরি! কি চমৎকার রূপমাধুরী? এ যে পূর্ব্ব হতে এখন সহস্র গুণে অধিক উজ্জ্বলা হয়েছে। যা হোক্, আমার এ স্থানে থাকা আর কর্ত্তব্য নয়। বোধ করি এঁরা এই খানেই আস্‌বেন। তা আমি এই বৃক্ষান্তরালে দাঁড়িয়ে এঁদের কি কথোপকথন হয়, শুনি। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(ইন্দুপ্রভা ও মধুরিকার প্রবেশ।)

মধু। প্রিয়সখি, দেখ ঐ সরোবরের ধারে অশোক গাছটিতে কি চমৎকার ফুল ফুটেছে! আবার সরোবরে ওর ছায়া পড়াতে বোধ হচ্চে, যেন নানা অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে আহ্লা[illegible]ত্তে নির্ম্মল সলিলে আপনার মুখ দেখ্‌ছে।

তা ভাই, এ সব দেখেও কি তোমার বিরস বদনে থাকা উচিত ? এতেও কি তোমার মনের চঞ্চলতা যায় না ?

ইন্দু। সখি, যথার্থ কথা বল্‌তে কি, আমার এখন কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। কেবল থেকে থেকে প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে।

মধু। প্রিয়সখি, বৃত্তান্তটা কি, তা তুমি আমাকে ভাল করে্য বল।

ইন্দু। আমি যে এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি, তার কথা আর তোমাকে কি বল্‌ব !

মধু। তা এর জন্যে তোমার এত চঞ্চল হবার কারণ কি ? স্বপ্নও কি কখন সত্যি হয় ? তা হলে যে কত অনাথা আশ্রয় পেতো, আর কত লোকের সর্ব্বনাশ হতো, তার কি সংখ্যা আছে !

ইন্দু। সখি, সে কথা মনে হলে আমার গা যেন শিউরে ওঠে ; আর মন যে কিরূপ হয়, তা বল্‌তে পারিনে।

মধু। প্রিয়সখি, তুমি এমন কি ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছ ? কৈ বল দেখি, শুনি।

ইন্দু। আমার বোধ হলো, যেন মহারাজ কোন বিপদ-গ্রস্ত হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করে্য গেছেন, তাই আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে এই বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

মধু। তার পর ?

ইন্দু। তার পর, এক জন চণ্ডাল রূপী বীরপুরুষ আমার কাছে এসে উপস্থিত হলো। এসে প্রথমে আমাকে কতক গুণি প্রণয় বাক্যে প্রবোধ দিতে নাগ্‌লো। আমি যেন তাইতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি ! এমন সময় সেই

দুরাত্মা কল্লে কি—না খানিক ক্ষণ কি ভেবে শেষে হাস্‌তে হাস্‌তে বল পূর্ব্বক আমার হাত ধরে নিয়ে কোথায় যে চলে গেল, তার কিছুই জান্‌তে পাল্লেম না! আমি অমনি ভয়ে চীৎকার করে্য উঠ্‌লেম, আর নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেল। সখি, বিধাতা আমার অদৃষ্টে কি লিখেছেন, তা বল্‌তে পারিনে।

মধু। প্রিয়সখি, স্বপ্ন কেবল মনের ধর্ম্ম বৈ ত নয়। তা এর জন্যে তুমি বৃথা ভাব্‌ছ কেন?

ইন্দু। ভাই, সেই অবধি পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর মতন আমার অন্তঃকরণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে.———

মধু। প্রিয়সখি, তুমি কি পাগল হলে? এ ও কি কখন বিশ্বাস হয়?—তা মিছে ভাবনায় মনকে ক্লেশ দেবার আবশ্যক কি ভাই? চল আমরা ঐ সরোবরের ধারে বেদিকার উপর এক্‌টু বসি। (উভয়ের উপবেশন।)

(রাজা বিচিত্রবাহুর প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) তাইত! এ আবার কি! আমি যে এ পত্র খানার বিষয় কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চিনা। কলি-ঙ্গাধিপতিকে ত সপরিবারে ধ্বংস করে্য এসেছি; তবে যে আমার প্রতিনিধি এ পত্র লিখ্‌লে, এর কারণ কি? আমি যে এর কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চিনা। আর এরূপ পত্র পেয়ে যে যুদ্ধযাত্রা না করে্য নিশ্চিন্ত থাকি, তাই বা কিরূপে যুক্তি-সিদ্ধ হয়? (চিন্তা করিয়া) আঁ্যা! কলিঙ্গরাজবংশীয় কোন নরাধম কি এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে? যা হোক, তাকে বিশেষ শাস্তি প্রদান না করে্য আর ক্ষান্ত হব না। সেই জন্যেই ত সেনাপতিকে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন কত্তে

আদেশ করে্য এলেম। তা দেখি, আবার এ সমর-স্রোতে কি ঘটে ওঠে। (অগ্রসর হইয়া) এই যে ! আমার জীবিতে-শ্বরী এইখানেই বসে রয়েছেন। (প্রকাশে) প্রেয়সি, দেখ এস্থানে তুমি আসাতে সকল লতাই লজ্জায় নম্রমুখী হয়েছে ; কারো পূর্ব্ববৎ সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হচ্চেনা ; আর সকলেই অশ্রুপাত ছলে পুষ্প বৃষ্টি কচ্চে।

মধু। (সহাস্যে) মহারাজ, যে যাকে ভাল বাসে, তার কাছে তার প্রিয়তম ব্যতীত কি আর কিছু সুন্দর বোধ হয়?

রাজা। হা ! হা ! হা ! সখি, এ কথাও কি তোমার বিশ্বাস হয় ? (বসিয়া ইন্দুপ্রভার প্রতি) প্রিয়ে, আরো দেখ, শতদল তোমার বদন কমল দর্শনে লজ্জায় মৃণালে কণ্টক ধারণ করে্য সরোবরে বাস কচ্চে। আর বিহঙ্গমকুল তোমা-রই সুমিষ্ট স্বর অভ্যাস কর্‌বার জন্যে পুনঃ পুনঃ আপনাদের কণ্ঠের পরীক্ষা দিচ্চে। কেমন সখি ! তুমি কি বল ? তুমি ভাই আমার পক্ষ হয়ে দুটো চাটে কথা বল ; তা না হলে আমাকে এখনই পরাজয় স্বীকার কত্তে হবে।

মধু। মহারাজ, প্রিয়সখী ত আপনাকে প্রায় সকল বিষয়েই পরাজয় করে্য রেখেছেন।

রাজা। হা ! হা ! হা ! বেশ্ কথা বলেছ। তোমাকে ভাই কথায় পেরে ওঠা আমার সাধ্য নয়।

মধু। সে কি মহারাজ ! আপনি কেমন কথা আজ্ঞে কচ্চেন ?

রাজা। সে যা হোক্, আমি একটা বিশেষ কথা বল্‌তে তোমাদের নিকট এলেম।

ইন্দু। নাথ, এমন কি কথা ? কৈ বলুন না।

রাজা। প্রিয়ে, আমাকে পুনরায় যুদ্ধার্থে কলিঙ্গ নগরে যাত্রা কত্তে হবে। যদিও কলিঙ্গাধিপতিকে সসৈন্যে বিনাশ করেছিলেম বটে, কিন্তু তার যে এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল, তা পূর্ব্বে জান্‌তেম না। সে এক্ষণে অন্যান্য ভূপতিদের সাহায্যে ঐ দেশ পুনরায় আক্রমণ কত্তে প্রবৃত্ত হয়েছে। সেই জন্যে সেখানকার প্রতিনিধি আমাকে বিশেষ অনুরোধ করে্য এই পত্র লিখেছে, যে আমি শীঘ্র সসৈন্য উপস্থিত হয়ে সে দেশ রক্ষা করি। তা অদ্যই আমাকে সে নগরে যাত্রা কত্তে হবে।

ইন্দু। নাথ, আমি আপনাকে কোন মতেই বিদায় দিতে পার্‌ব না।

রাজা। প্রিয়ে, তাও কি কখন হতে পারে? আমি যদি এ সংবাদ শ্রবণ করে্য যুদ্ধ যাত্রা না করি, তা হলে লোকে আমাকে কাপুরুষের আদর্শস্বরূপ জ্ঞান কর্‌বে।

ইন্দু। প্রাণেশ্বর, এ দাসীর এই একান্ত প্রার্থনা যে আপনি এ বিষয়ে নিবৃত্ত হন।

রাজা। প্রেয়সি, ডমরুর ধ্বনি শ্রবণ করে্য সর্প কি কখন স্থির হয়ে বিবরে থাক্‌তে পারে? বিপক্ষে অধিকারস্থিত দেশ আক্রমণ করেছে শুনে কোন্ ক্ষত্রিয়-সন্তান নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পারে?

ইন্দু। প্রাণেশ্বর, আজ অনবরত আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন হচ্চে, আর মনে নানা প্রকার অমঙ্গলের ভাবনা উদয় হচ্চে। (হস্ত ধরিয়া) তা আপনি এ অধিনীর এই অনু-রোধটি রাখুন।

রাজা। প্রিয়ে, তুমি এতে আমাকে অনর্থক প্রতিবন্ধক

দিচ্চ কেন? আমি ত্বরায় শত্রুকুল ধ্বংস করে্য তোমার মুখ-চন্দ্র পুনঃদর্শনে চিরসুখী হব।

ইন্দু। (নিরুত্তরে রোদন।)

মধু। প্রিয়সখি, এ সময় কি তোমার চক্ষের জল ফেলা উচিত? মহারাজ এ সংবাদ শুনে কেমন করে্য নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন বল দেখি? তা কি কর্‌বে ভাই! মনকে একটু প্রবোধ দাও।

ইন্দু। সখি, এ হতভাগিনীর নিতান্ত দুরদৃষ্ট না হলে এমন ঘটনা হবে কেন! (রোদন।)

রাজা। (বস্ত্রের দ্বারা চক্ষু মুছাইয়া) প্রিয়ে, ক্রন্দন সম্বরণ কর। তোমার অশ্রুপাত দেখ্‌লে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অনর্থক কাঁদলে কি হবে বল! আমি ত আবার শীঘ্রই প্রত্যাগমন কর্‌ব।

ইন্দু। জীবিতেশ্বর. আমার প্রাণ কেমন কচ্চে; আমি আপনাকে কোনমতেই বিদায় দিতে পার্‌ব না। (রোদন।)

মধু। ও কি ভাই! তোমার কি এখন কাঁদ্‌বার সময় হল?

রাজা। প্রিয়ে, ধৈর্য্য হও। দেখ তোমার ত ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম বটে। তা তুমিই বিবেচনা কর দেখি আমি কি রূপে নিশ্চিন্ত থাকি। আমি সেনাপতিকে সুসজ্জিত হতে আদেশ করে্য বিদায় গ্রহণের নিমিত্তে তোমার নিকট এলেম। অতএব আমাকে হাস্যমুখে বিদায় দাও। আমি তোমার চপলা গঞ্জিত হাস্য দর্শনে আমার আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে্য সমর যাত্রায় সুসজ্জিত হই।

ইন্দু। (নিরুত্তরে রোদন।)

মধু। (সজল নয়নে) প্রিয়সখি, কেন আর কেঁদে কেঁদে মহারাজকে উৎকণ্ঠিত কচ্চ ভাই ! এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যেন উনি যুদ্ধে জয়ী হয়ে এ রাজ্যে শীঘ্র ফিরে আসেন।

রাজা। প্রিয়ে, আর আমি অপেক্ষা কত্তে পারি না ; আমার গমনের সময় অতীত হচ্চে।

ইন্দু। প্রাণেশ্বর, আমি আপনার কাছে কি অপরাধ করেছি যে, আপনি আমাকে একবারে পরিত্যাগ করে্য যেতে উদ্যত হয়েছেন ? (রোদন।)

রাজা। প্রেয়সি, আমার কি এই ইচ্ছা যে ক্ষণকালের জন্যে ও তোমাকে ছেড়ে থাকি ? কিন্তু কি করি বল ; এ সকল জগদীশ্বরের ইচ্ছা বৈত নয়।

মধু। মহারাজ, আমরা কত দিনে আবার আপনার শ্রীচরণ দেখ্‌তে পাব ?

রাজা। তা কেমন করে্য বল্‌তে পারি ? যদি জগদীশ্বর এ সমর হতে পরিত্রাণ করেন, তা হলে সে দুরাত্মাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করে্যই ফিরে আস্‌ব ; নতুবা জন্মের মতন এই পর্য্যন্ত দেখা হলো।

মধু। সে কি মহারাজ ! এমন অমঙ্গলের কথা কি বল্‌তে আছে ?

রাজা। (স্বগত) তাইত ! এখন কি করা যায় ? প্রিয়ার মুখকমল মলিন দেখে আমি যে বিবেচনাশূন্য হয়ে পড়্‌লেম। (প্রকাশে) প্রাণেশ্বরি, আমাকে হাস্যমুখে বিদায় দাও ; আমি আর অপেক্ষা কত্তে পারি না।

মধু। (সজল নয়নে) মহারাজ, প্রিয়সখী এখন চক্ষের

জলে অন্ধ হয়ে পড়েছেন; তা উনি আর আপনাকে কেমন করো্য বিদায় দেবেন! এখন পরমেশ্বর করুন, যেন আপনি যুদ্ধে জয়ী হয়ে ত্বরায় ফিরে আস্‌তে পারেন।

রাজা। (ইন্দুপ্রভার হস্ত ধরিয়া) প্রিয়ে, আমি নিতান্ত কার্য্যবশতঃ তোমার নিকট হতে বিদায় হলেম। যদি জগদীশ্বর জীবন রক্ষা করেন, তবে তোমার চন্দ্রবদন পুনঃ দর্শনে চরিতার্থ হব। এক্ষণে আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

ইন্দু। সখি, মহারাজ, কি আমাকে একান্তই পরিত্যাগ করো্য গেলেন! (রোদন।)

মধু। ওকি ভাই! এ সময় কি অমন করো্য কাঁদ্‌তে হয়?

ইন্দু। আমি ত তাঁর কাছে কখন কোন অপরাধ করিনি, তবে তিনি কি জন্যে আমাকে অকারণে পরিত্যাগ কল্লেন?

মধু। প্রিয়সখি, মনকে একটু প্রবোধ দাও। কি কর্‌বে বল—এর ত আর উপায় নেই। এখন মিছে কাঁদ্‌লে কি হবে ভাই! (হস্ত ধরিয়া) এসো আমরা অন্তঃপুরে যাই।

ইন্দু। আমি কেমন করো্য সেখানে একাকিনী যাবো?

মধু। ওমা! তুমি যে অবাক কল্লে ভাই! মহারাজ যুদ্ধ যাত্রা করেছেন বলে তুমি একবারে সকল ত্যাগ করো্য সন্ন্যা-সিনী হবে না কি?

ইন্দু। সখি, তুমিও কি আমার সঙ্গে পরিহাস কত্তে আরম্ভ কল্লে?

মধু। কেন? আমি কি পরিহাস কচ্চি? তোমার যে ভাই সকলই অসঙ্গত!

ইন্দু। সখি, আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখ্‌ছি।

মধু। আ—হা! এমনো কথা ছিল! তোমার দেখে আর যে বাঁচিনে! দেখ দেখি আমাকে দেখ্‌তে পাচ্চ কি না? অবাক আর কি!

ইন্দু। ছি' যাও মেনে ভাই———

মধু। হা! হা! তবে কি মহারাজকে ডেকে আন্‌ব? তোমাকে সঙ্গে করে্য নিয়ে যাবেন এখন— কি বল?

ইন্দু। সখি, যাঁর বিরহে আমি পলকে প্রলয় জ্ঞান করি, তাঁকে ছেড়ে কেমন করে্য থাক্‌ব!

মধু। কেন ভাই! কমলিনী সমস্ত রাত্তির দিবাকরের বিরহ সহ্য করে, তা তুমি কি ক্ষণকালের জন্যে ও পতি-বিচ্ছেদ সইতে পার না? সে যাক্‌, চল আমরা এখন ঐ সরোবরের ধারে যাই। চন্দ্র উদয় হওয়াতে কুমুদিনী কেমন করে্য বেশ ভূষা কচ্চে, দেখ্‌ব এখন।

ইন্দু। তুমি ও যেমন ভাই! কুমদিনী আমার এ অবস্থা দেখে হাস্‌বে বৈত নয়।

মধু। কেন? মহারাজ যেমন তোমার নিকট বিদায় নিয়ে গেলেন, তেম্‌নি সেখানেও ত চক্রবাক চক্রবাক-বধূর নিকট বিদায় গ্রহণ কচ্চে। এ দেখেও কি সে আপনার অবস্থা বুঝ্‌তে পার্‌বে না?

ইন্দু। ভাই! এও বুঝ্‌তে পার না! সুখের সময় পূর্ব্বের দুঃখ কারো মনে থাকে না; আর পরে কি হবে, তা ও ভাবে না। তা যাহোক্‌, চল বরং একটু নগর ভ্রমণ করিগে।

মধু। তাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজা বিজয়কেতু অগ্রসর হইয়া।)

রাজা। (স্বগত) আর যাবে কোথা! এইবার হয়েছে আর কি! আমি এই উদ্যানে প্রবেশ করে্য কি পর্য্যন্তই না কৃতকার্য্য হলেম! বিচিত্রবাহু ত সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা কল্লে; এক্ষণে সেই আন্দোলনে এ নগর এক প্রকার শশব্যস্ত হয়ে রয়েছে। তবে আর কেন! এই অবসরেই আমার মনোভিলাষ সিদ্ধির চেষ্টা পাই। আমি ত সারথির সহিত ছদ্মবেশে এ নগরে প্রবেশ করেছি; সারথিও কয়েক দিবস এ নগর ভ্রমণ করে্য এর সকল সামান্য পথই অবগত হয়েছে। আমি ও অলি রূপে এই পারিজাত পুষ্পের মধুপান আশয়ে এর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে্য বেড়াচ্চি, আর সমলোভী ভৃঙ্গকে ও দূরীকৃত করেছি। তবে ইনি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করে্য একবার প্রস্ফুটিত হলেই আমি দর্শন মাত্রে অধরামৃত পানে প্রবৃত্ত হই। (নেপথ্যে দেখিয়া) এক্ষণে এঁরা ত এ উদ্যান হতে বহির্গতা হচ্চেন দেখ্‌তে পাচ্চি; তবে আমি ও পশ্চাৎগামী হই—দেখি কোথায় কি ঘটে। কিন্তু এই মাগীটে সঙ্গে থেকেই কিছু গোলযোগ হয়েছে——দুজনকে কিরূপে লুকিয়ে নিয়ে যাই!—তা না হলে ও আবার এ দিকে [illegible] হয়ে পড়ে। যাহোক্, দেখাযাক, কতদূর হয়ে ওঠে। চেষ্টার ত্রুটি হচ্চে ও না, আর হবেও না।

[প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুন্তলনগর—রাজগৃহ।

(ভৃত্য এবং রক্ষকের প্রবেশ।)

ভৃত্য। ভাল, মহারাজ ফিরে আসা অবধি রাজপুরীতে না আস্‌বার কারণ তুমি কিছু জান ? তিনি ত কদিন বাগানেই রয়েছেন।

রক্ষ। চুপ্ করহে চুপ কর। মহারাজ যে রূপ বিপদে পড়েছেন, তাতে বাঁচেন কি না সন্দেহ।

ভৃত্য। কেন ? কেন ? ব্যাপারটা কি বল দেখি !

রক্ষ। কেন ? তুমি কি শোননি ? মহারাজ যুদ্ধ যাত্রা করা অবধি রাজমহিষী যে তাঁর সহচরীর সঙ্গে কোথা গেছেন, তার কেউ কিছুই ঠিক কত্তে পাচ্চে না। সেই জন্যে মহারাজ একবারে অস্থির হয়ে পড়েছেন।

ভৃত্য। তবে মহারাজ কি এ সংবাদ এর মধ্যে পেয়েছেন ?

রক্ষ। ভাই, এ সংবাদ কি গোপনে থাকে ! কে যে এ কর্ম্ম কল্লে, তা ত কেউ বল্‌তে পাচ্চে না। একে ত মহারাজকে কে একখানা কৃত্রিম পত্র লিখে যুদ্ধ কত্তে কলিঙ্গনগরে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তিনি গিয়ে দেখেন যে সকলই মিথ্যা। সেই জন্যে ভারি রেগে তার কত অনুসন্ধান কত্তে লাগ্‌লেন। আর——

ভৃত্য। হাঁ ভাই, ভাল কথা মনে পড়েছে; তুমি যে আমাকে সেই পত্রখানার কথা কি বল্‌বে বলেছিলে, তা কৈ বল দেখি। সেখানা কৃত্রিম বলে কি মহারাজ আগে জান্‌তে পারেন নি?

রক্ষ। না, তা হলে কি আর সে বৃথা যুদ্ধে যেতেন!

ভৃত্য। তবে ত সে পত্রখানিতে বেশ্‌ কৌশল করেছিল!

রক্ষ। হাঁ, তার আর সন্দেহ কি। আমি সে দিন সেনাপতি মহাশয়ের কাছে শুন্‌লেম যে, সে পত্রখানা কৃত্রিম বলে নিরূপণ কর্‌বার কোন উপায় ছিল না। এমন কি, মহারাজ সেই জন্যে কলিঙ্গদেশের প্রতিনিধির উপর এত রেগেছিলেন যে তাকে ষড়যন্ত্রের মধ্যগত ব্যক্তি বলে নির্ণয় করেন। তার পর সে অনেক বিনয় করায়, আর স্পষ্ট প্রমাণ না হওয়ায় তাকে মার্জ্জনা করেন।

ভৃত্য। আমার বোধ হয় যে পত্র লিখেছিল, সেই রাজমহিষীকে হরণ করেছে।

রক্ষ। হাঁ ভাই, একথা আমারও বিশ্বাস হয়। কেন না তবে সে হঠাৎ এরূপ পত্র পাঠাবে কেন। আহা! মহারাজ এ সংবাদ শুনে যে কত দুঃখিত হয়েছেন তা বলা যায় না। তিনি যেরূপ বার বার মূর্চ্ছা যাচ্চেন, এতে তাঁর জীবন সংশয় হয়ে উঠেছে।

ভৃত্য। দেখ ভাই, মর্‌বার জন্যেই পীপ্‌ড়ের পাখা ওঠে। তা যে দুর্ব্বৃত্ত এ কর্ম্ম করেছে, তার যে মরণও ঘুনিয়ে এসেছে, এ কথা কে না স্বীকার কর্‌বে! মহারাজের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা আর কাল সাপের মুখে হাত দেওয়া সমান। পতঙ্গ যেমন ইচ্ছা করে্য প্রদীপে পড়ে, সেও

তাই করেছে। ভাল, যে দূত সে পত্র দিয়েছিল, সেই বা কোথায় গেল?

রক্ষক। কৈ, তারও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাকে পেলেই ত সব বোঝা যায়। এ কর্ম্ম যে করেছে, সে কি আর তাকে গোপনে রাখেনি!

ভৃত্য। হাঁ ভাই, আমিও তাই মনে কচ্ছিলেম। (নেপথ্যে দেখিয়া) এই হে! মহারাজ এই দিকে আস্‌ছেন। যা হোক্, চল আমাদের আর ও সকল কথায় কাজ নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজা বিচিত্রবাহুর প্রবেশ।)

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) হায়! প্রিয়া যে মধুরিকার সহিত কোথায় গেলেন, তা আমি কোন মতেই জান্‌তে পাল্লেম না? হা সুশীলে! হা চারুহাসিনি! তুমি কি আমাকে চিরকালের জন্যে পরিত্যাগ করে্য গেলে? বিধাতা কি কখন আমাকে এ দুঃখার্ণব হতে পরিত্রাণ কর্‌বেন না? হা জগদীশ্বর!—(উপবেশন ও চিন্তা করিয়া) আমি সে সময় প্রিয়ার কথা রক্ষা কত্তে পারি নাই বলে তিনি কি এ রাজপুরী পরিত্যাগ করে্য অন্য কোন স্থানে গেলেন? রে অবোধ মন! তুই কেন সে সময় যুদ্ধযাত্রা কত্তে ব্যগ্র হলি? প্রিয়ার কথা অপেক্ষা কি রাজ্যরক্ষা প্রিয়তর হল? তুই যদি সে সময় তাঁর কথা রক্ষা কত্তিস্, তা হলে ত এখন এরূপ কষ্ট সহ্য কত্তে হতো না! (দীর্ঘনিশ্বাসে) জীবিতেশ্বরি, আমার অপরাধে যদি বিরক্ত হয়ে থাক, তা হলে আমার নিকটে এসে সুধাগঞ্জিত বাক্যে আমাকে ভৎর্সনা কর; বাহু-

পাশে বদ্ধ করে্য যথেচ্ছামতে শাস্তি প্রদান কর ; এরূপ করে্য আর আমাকে দগ্ধ কর কেন ? প্রেয়সি, আমার অশ্রুজলে আর্দ্র হও ; আমি দশ দিক্ শূন্যময় দেখ্‌ছি, একবার দেখা দিয়ে জীবন রক্ষা কর। (চিন্তা করিয়া) এও কি কখন সম্ভব হয় ? তাদৃশ পতিপ্রাণা কি এরূপ সামান্য অপরাধে এ পুরী পরিত্যাগ করে্য অন্য কোন স্থানে যেতে পারেন ? (উঠিয়া সকাতরে) যিনি প্রথম দর্শনাবধি আমাকে কায়-মন সমর্পণ করে্য অপার ক্লেশ সহ্য করেছেন, যাঁর সহবাসে আমি এই মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গসুখ অনুভব কত্তেম, যাঁর মুখচন্দ্র দর্শনে আমার হৃদয়-কুমুদ সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত থাক্‌ত, তাঁর প্রতি এরূপ সন্দেহ করা কি কৃতজ্ঞতার কার্য্য ? (পরিক্রমণ।) প্রাণেশ্বরি, যাকে তুমি একমাত্র অনন্যগতি বলে বিবেচনা করেছিলে, সে তোমার বিরহে অনায়াসে জীবন ধারণ করে্য রয়েছে ! হায় ! পূর্ব্বে তোমার সহিত কত সুখানুভব করেছি, সে সকল এখন মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। উদ্যানে কতশত নির্ম্মল আমোদে কালাতিপাত করেছি;——সরোবর তীরে চক্রবাককে বিরহে রোদন কত্তে দেখে তুমি কতই আক্ষেপ কত্তে, তা আমাকে এরূপ দুঃখিত দেখেও এখন তোমার করুণার উদয় হচ্চেনা কেন ? আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আহা ! এই গৃহ তোমা বিহনে একবারে তমোময় হয়েছে। যে দিকে নয়ন বিক্ষেপ কচ্চি, সেই দিকেই নিরানন্দময় বোধ হচ্চে। (দীর্ঘনিশ্বাস) বিধাতঃ, এই দুঃসহ কষ্ট দেবার জন্যেই কি আমাকে এ পর্য্যন্ত জীবিত রেখেছেন ? আপনি যদি আমার সমুদয় রাজ্য বিনষ্ট কত্তেন, কিম্বা তদপেক্ষা অন্য কোন গুরু-তর বিপদে নিক্ষেপ কত্তেন, তা হলেও আমি কথঞ্চিৎ

ধৈর্য্যাবলম্বন কত্তে পাত্তেম; কিন্তু জীবিতেশ্বরীর বিরহে এক-বারে অধৈর্য্য হয়েছি। হা! চারুশীলে!—(উপবেশন ও চিন্তা করিয়া) প্রিয়া কোথায় গেলেন? তাঁকে কোন দুষ্ট কি হরণ কর্‌্যে নিয়ে গেল?—তাই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়? এ রাজপুরী সহস্র সহস্র প্রহরীকর্ত্তৃক রক্ষিত, তা কার সাধ্য এখানে নিরুদ্বেগে প্রবেশ করে!—কি? (গোত্রো-ত্থান) তার এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার নিকট চৌর্য্যবৃত্তি? (অসি নিষ্কোষ) আমার সহিত চাতুরী? আমাকে কৃত্রিম পত্রে ছলনা কর্‌্যে বৃথা যুদ্ধে পাঠায়? তস্কর-বেশে আমার মহিষীকে হরণ করে? (পরিক্রমণ।) আমার মতন কা-পুরুষ কি ক্ষত্রিয়কুলে কেউ কখন জন্মগ্রহণ করেছে? কোন্ পাষণ্ড কুলাঙ্গার যে আমার ধর্ম্ম-পত্নীকে হরণ কর্‌্যে নিয়ে গেল, তা আমি এ অবধি জান্‌তে পাল্লেম না? আমার পবিত্রকুলে কলঙ্কারোপ কর্‌্যে এখনো সে পাপাত্মা জীবন যাপন কচ্চে? এরূপ অপমান সহ্য কর্‌্যেও আমি বেঁচে রয়েছি?——উঃ!——আমার বীরত্বে ধিক্! আমার বর্ম্ম পরিধানে ধিক্! আমার দণ্ড ধারণে ধিক্!—অসি, তুমি আর এ কাপুরুষের হস্তে রয়েছ কেন? আমার নিকট থাক্‌লে তোমার মানের লাঘব হবে। তুমি ত ভীরু পুরুষের যোগ্য নও। এই মুহূর্ত্তেই এ পাপাত্মাকে পরিত্যাগ কর——(ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) সময়ে কি তোমারও সকল গুণ দূর হলো! এখন ও তুমি সে পাষণ্ডকে যথোচিত দণ্ড প্রদান কত্তে পাল্লে-না? সে দুরাত্মা তোমারও গর্ব্ব খর্ব্ব কল্লে?—তুমিও আমার ন্যায় শত্রুবধে অক্ষম হলে?—অথবা তোমায় বল্লেই বা কি হবে! যে যেমন সহবাসে থাকে, সে তেম্‌নি স্বভাব প্রাপ্ত

হয়। (পরিক্রমণ করিয়া) জীবিতেশ্বরি, তুমি এমন কাপুরুষের হস্তে আত্ম সমর্পণ করেছিলে কেন? (সরোদনে) আহা! সে দুষ্ট তোমাকে হরণ করে্য নিয়ে গে কতই কষ্ট দিচ্চে! তুমি আমাকে স্মরণ করে্য কতই বিলাপ কচ্চো!—কিন্তু আমি এম্‌নি নরাধম, এম্‌নি ক্ষত্রিয়কুল-কলঙ্কী যে কোন মতেই তোমার উদ্ধার সাধন কত্তে পাল্লেম না! হা প্রিয়ে! আমার পত্নী হয়ে তোমার এই দুর্দ্দশা হল! আমার হৃদয়কে জন্মের মতন অন্ধকার কল্লে!——হা——(উপবেশন।)

(মন্ত্রী এবং বসন্তকের প্রবেশ।)

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, আপনার মুখকমল মলিন দেখে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে। দিবাকর রাহুগ্রস্ত হলে তার আশ্রিত গ্রহগণের কি আর পূর্ব্ববৎ কিরণ থাকে? অতএব আপনার এ দুঃখ দূর করে্য এ দাসেদের অনুগৃহীত করুন।

বস। মহারাজ, দীপালোকে রবিদেবকে আলোক প্রদান করা, আর আপনাকে প্রবোধ দেওয়া উভয়ই তুল্য কথা। আপনি বুদ্ধিতে দেবগুরু বৃহস্পতি ও দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য্যকেও লজ্জা প্রদান করেছেন। এক্ষণে আপনাকে আর আমরা কি বলে প্রবোধ দেবো! আমাদের এই ইচ্ছা যে আপনি এ মৌনব্রত ভঙ্গ করে্য এ দাসেদের পরিতৃপ্ত করেন।

মন্ত্রী। মহারাজ, সরোবরে কুবলয় মুকুলিত হয়ে থাক্‌লে যেমন সরোবরের শোভা থাকে না, সেইরূপ মহারাজ বিষাদিত হওয়ায় এ রাজপুরীরও সেই দশা ঘটেছে। তমঃ আগ-

মনে জগন্মাতা বসুন্ধরা যেরূপ বিমর্ষা হন, মহারাজকে এরূপ দুঃখিত দেখে প্রজা সমূহও সেইরূপ পরিতাপিত হয়েছে। সকলেরই সুখাংশুমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বী হয়েছে; দুঃখ-বিভাবরী প্রভূত পরাক্রমে সকলের মানসপথে অধিকার বিস্তার করেছে।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মন্ত্রি, বজ্রাঘাতে যে বৃক্ষ একবার দগ্ধ হয়েছে, তাকে পুনর্জ্জীবিত কত্তে যাওয়া বৃথা আশা বৈ ত নয়। হায়! আগ্নেয়গিরি যেরূপ অগ্নিকে চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করে, আমাকেও কি সেইরূপ এ বিষাদাগ্নি চিরকাল হৃদয়ে ধারণ কত্তে হলো! সিংহের গৃহে অবশেষে শৃগাল এসে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন কল্লে!——

মন্ত্রী। দেব, ভবাদৃশ ব্যক্তির এরূপ ব্যাকুল হওয়া কোন-মতেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। দেখুন, সাগর তটই তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাত সর্ব্বদা সহ্য করে্য থাকে।

রাজা। মন্ত্রি, সাগরতট তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করে বটে, কিন্তু যখন প্রবল ঝটিকায় সাগর বিচলিত হয়, তখন কি সে আঘাতে সে স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে?

মন্ত্রী। মহারাজ, মনুষ্যেরা সময়ানুসারে সুখ দুঃখের অধীন হবে, এ নিয়ম ত সংসারে পূর্ব্বাপর চলে আস্‌ছে। তা আপনার এ দুঃখ-তিমির যে সুখশশিদ্বারা দূরীকৃত হবে, তার কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি একটু সুস্থির হলে আমরা পরম সুখ লাভ করি।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মন্ত্রি, আমার এ দুঃখ-বিভাবরী কি আর কখন অবসান হবে? আমার যদি এ রূপ দুরদৃষ্ট না হতো তা হলে যে আমার রাজপুরী হতে

কোন দুষ্ট দৈত্য তস্করবেশে আমার হৃদয় সরোবরের কণক পদ্মটি হরণ করে্য নিয়ে গেল, এর বিন্দু বিসর্গও কোনমতে জান্‌তে পাত্তেম না !

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, মায়াবী কলিরদ্বারা পদ্মাবতী সতী হৃত হলে পরম শিবভক্ত রাজা ইন্দ্রনীল রায় কি তাঁকে আর পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই ? তা আপনি———

রাজা। মন্ত্রি, আমাকে আর বৃথা প্রবোধ দেও কেন ? আমার অদৃষ্টে কি আর প্রিয়াসমাগম লাভ হবে। আহা ! আমি যে দিবস যুদ্ধার্থে বহির্গত হই, তখন জীবিতেশ্বরী আমাকে কত অনুরোধ ও মিনতি করেছিলেন ! আমি যদি সে সময় তাঁর কথা শুন্‌তেম, তা হলে কি আর এরূপ বিপদ ঘট্‌তো ? হায় ! কেনই বা তখন আমার সে মতিভ্রম হয়ে ছিল !———(দীর্ঘনিশ্বাস।)

বস। আজ্ঞে হাঁ, তার সন্দেহ কি। মৃগেন্দ্র স্বস্থানে থাকলে কার সাধ্য সিংহীকে হরণ করে। তবে কি না, যে টা বিধির লিপি, তার ত অন্যথা হয় না।

মন্ত্রী। দেব, আপনি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কল্লে আমরা সকলেই পরমাপ্যায়িত হই। দেখুন এই সংসার-সাগরে ধৈর্য্যই আমাদের সেতু স্বরূপ। ধৈর্য্যাবলম্বন ব্যতিরেকে মানব জাতি কোন মতেই জীবন ধারণ কত্তে পারে না। নিয়ত সুখ বা দুঃখের অধীন কেউ হয় না, পর্য্যায়ক্রমে সকল-কেই সুখ দুঃখের ভাগী হতে হয়। সেই জন্যে সাধু ব্যক্তিরা সুখে একবারে বিমোহিত, কিম্বা দুঃখে একবারে হতাশ হন্ না—সুখও ভোগ করেন এবং দুঃখও বহন করেন।

প্রবোধচন্দ্রের নির্ম্মল কিরণ সর্ব্বদাই তাঁদের মনে উদয় হয়। তা এ সকল কথা মহারাজকে বলা পুনরুক্তি মাত্র।

রাজা। মন্ত্রি, এরূপ অকুল বিপদ-সাগরে পতিত হলে কি কোনমতে ধৈর্য্যাবলম্বন করা যায়? হায়! দাশরথি যেরূপ মায়ামৃগের ছলনায় প্রতারিত হয়েছিলেন, আমারও কি শেষে সেইরূপ অবস্থা হলো!

বস। মহারাজ, সামান্য ঝটিকাতে কি পর্ব্বত বিচলিত হয়? তা আপনি এক্ষণে আপনার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হলে আমরা জীবন সার্থক বোধ করি।

রাজা। বসন্তক, আমার প্রবোধদীপ প্রাণেশ্বরীর বিরহে একবারে নির্ব্বাণ হয়েছে; তা তাকে প্রজ্জ্বলিত কত্তে কেন তোমরা বৃথা চেষ্টা কচ্চো? আমার এ তমাবৃত মনে আর কি প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনা আছে!

মন্ত্রী। (স্বগত) আহা! প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে জলবিন্দু নিক্ষেপ কল্লে সে যেমন আরো জ্বলে ওঠে, আমাদের প্রবোধেও সেইরূপ মহারাজের শোকাগ্নি দ্বিগুণতর হচ্চে। (প্রকাশে) দেব, সমুদ্রই বাড়বাগ্নিকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করে।

রাজা। মন্ত্রি, এরূপ ভয়ানক যন্ত্রণা আমি কি করে্য সহ্য করি বলো দেখি? আমার এ পাষাণ দেহ যদি নিতান্ত কঠিন না হবে, তা হলে কি এ শোকানলে অদ্যাবধি ভস্মসাৎ হতো না!

বস। (স্বগত) হায়! হায়! মহারাজের এ খেদোক্তি শুন্‌লে আর একদণ্ডও বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না। হা হত বিধাতঃ! তুমি এমন ব্যক্তির প্রতিও নিষ্ঠুরতা প্রকাশে প্রবৃত্ত হলে?

(প্রকাশে) মহারাজ, আপনাকে এরূপ ব্যাকুল দেখে রাজলক্ষ্মী যে কি পর্য্যন্ত কাতরা হয়েছেন, তা বলা যায় না। এক্ষণে আপনি একটু শোকসম্বরণ কল্লে সকলেই পরমসুখী হয়।

রাজা। বসন্তক, এরূপ দুঃসহ শোক দমন করা কি মনুষ্যের সাধ্য? আমি কি এরূপ কৃতঘ্ন নরাধম যে প্রিয়ার সে অকৃত্রিম প্রণয় বিস্মৃত হব! আহা! তাঁর সে মনোহারিণী মূর্ত্তি, মধুর সম্ভাষণ দিবারাত্র আমার মনে উদয় হচ্চে। (উঠিয়া) অতিশয় সন্তপ্ত হলে লৌহও দ্রব হয়, কিন্তু আমি এরূপ নিষ্ঠুর পাষণ্ড যে এ দারুণ শোকাগ্নি অনায়াসে সহ্য কচ্চি। সময়ে প্রস্তরও বিদীর্ণ হয়, তা আমার এ হৃদয় কি প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন? (পরিক্রমণ।)

মন্ত্রী। দেব, এরূপ প্রবল চিন্তাগ্নি যদি দিবারাত্র আপনার শরীর দগ্ধ করে, তা হলে আমাদের কি পর্য্যন্ত না বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

রাজা। মন্ত্রি, যাকে এরূপ বিরহ দিবারাত্র সহ্য কত্তে হচ্চে, সে কি কখন স্থির হতে পারে? হায়! এ বিরহে এখনও আমার দেহ হতে প্রাণ বহির্গত হলনা? সময়ে কি শমনও একবারে বিস্মৃত হয়েছে? আর মৃত্যু হলেই বা কি হবে! অবশেষে এক জন কুলাঙ্গারের মধ্যে পরিগণিত হব বৈত নয়!

বস। মহারাজ, জগদীশ্বর করুন যেন এ রাজপুরীতে শমন প্রবেশ কত্তে না পারে।

রাজা। (মুক্তকণ্ঠে) হা রাজকুললক্ষ্মি! তুমি যে কোন্ সমুদ্র মধ্যে বাস কচ্চো, তা আমাকে কেউ বল্‌তে পারে না? হে দেবর্ষি নারদ! এক্ষণে আপনার ন্যায় উপকারী ব্যক্তি কি

কেউ নাই যে আমার নিকট সেই সমুদ্র মন্থনের উপায় অবগত করায়? হা চারুহাসিনি! পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ে তোমার সহিত অপার আনন্দ উপভোগ করেছি, সেই সকল কি এক্ষণে আমার শোকের কারণ হলো?

মন্ত্রী। (স্বগত) হায়! হায়! যে স্থলে এরূপ প্রবল শোকতরঙ্গ বেগে সমুত্থিত হচ্চে, সে খানে আমার এ প্রবোধতৃণে কি ফলোদয় হতে পারে? এ পতিত মাত্রে শত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে দিকদিগন্তে নিক্ষিপ্ত হচ্চে। ভুজঙ্গ যাকে দংশন করে সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু দুর্জ্জনের দংশনে যে কত শত ব্যক্তিকে জর্জ্জরিত হতে হয়, তার কি সংখ্যা আছে!

রাজা। মন্ত্রি, আমি বিধাতার নিকট এমন কি ভয়ানক পাপ করেছি যে তিনি একবারে আমাকে এরূপ দাবানলে দগ্ধ কত্তে প্রবৃত্ত হলেন? হায়! এ বিচ্ছেদরূপ কাল ভুজঙ্গের দংশন হতে আমাকে কি কেউ উদ্ধার কত্তে পারেনা?———(মূর্চ্ছা প্রাপ্তি।)

বস। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! শমন কি তস্কর-বেশে এ পুরীতে প্রবেশ কল্লে?

মন্ত্রী। হায়! এ কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত? হা দুর্দ্দৈব! এতকালের পর কি শেষে আমাকে এই দেখ্‌তে হলো। বিধাত! তোমার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা!

বস। মহাশয়, আর দেখেন কি? এ কি আক্ষেপের সময়? চলুন এক্ষণে মহারাজকে অন্তঃপুরে লয়ে যাওয়া যাক। কে আছিস রে?

(ভৃত্য ও রক্ষকের পুনঃ প্রবেশ।)

ভৃত্য। এ কি? কি সর্ব্বনাশ!

মন্ত্রী। ধর হে, সকলে মহারাজকে ধর।

[রাজাকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৌরব্যদেশ—বিলাস কানন।

(রাজা বিজয়কেতুর প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) এই ত আমি প্রায় মাসাবধি কুন্তল-রাজমহিষীকে সখীর সহিত হরণ করে্য এনে এই বিলাস কাননে রেখেছি। হা পাষণ্ড নরাধম! তুই আমাকে অবজ্ঞা করে্য পরমান্ন একটা চণ্ডালকে ভক্ষণ কত্তে দিছ্লি! এখন তার বিশেষ ফল ভোগ কর্। আর কে তোমার কন্যাকে রক্ষা কর্বে?—কেমন! আমার যা চিরন্তন অভিলাষ, তা ত সিদ্ধ হলো! এখন তুমিই বা কোথায়, আর তোমার জামাতাই বা কোথায়? (চিন্তা করিয়া) যাহোক্, আমি সে সময় প্রহরীর বেশে না গেলে এত দূর করে্য উঠ্তে পাত্তেম না। উঃ! সুযোগটা কতদূর দেখ! আমাকে দেখ্বামাত্র অন্তঃপুর রক্ষক মনে করে্য সখীটে বল্লে, "তুমি রথ নিয়ে এসো—রাজ-মহিষী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে মহারাজের যুদ্ধযাত্রা দেখ্তে ইচ্ছা করেন।" আমিও ত তাই চাই। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে দেখি যে আমারই সারথি অনতিদূরে রথ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাগ্যে পথটা নির্জ্জন ছিল, তাই রক্ষা; না হলে বিষম বিভ্রাট হতো। নগর বহির্গত হবামাত্রে যখন আমার অভিসন্ধি বুঝ্তে পাল্লে, তখন ক্রন্দনের সীমা কি!—সীতা-

দেবীর ক্রন্দনে কি দশাননের মন আর্দ্র হয়েছিল? যাহোক্, এক্ষণে কোন প্রকারে এঁকে বশীভূত কত্তে পাল্লে হয়।—তারই বা বিচিত্র কি?

নেপথ্যে! হায়! আমার কি হলো!

(গীত) ১

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

কি হবে আমার বলনা উপায় হে।
না জানি কি পাপে মোর ঘটিল এ দায় হে॥
তব অদর্শন বাণ, দহিতেছে মম প্রাণ,
তমোময় সব হেরি, না দেখি তোমায় হে॥
আমার কপাল দোষে, হল এ বিপদ শেষে,
নতুবা তখন কেন, ছাড়িবে আমায় হে॥

রাজা। (স্বগত) আহা! এই যে আমার হৃদয়সরোবরের পদ্মিনী অশোক বৃক্ষের তলায় বসে ক্রন্দন কচ্চেন। আর এখন কাঁদলে কি হবে? আর কার জন্যেই বা কাঁদ্‌ছ? ভাল এক্ষণে রোদন টা একটু নিবৃত্ত হোক্, তার পরে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

(ইন্দুপ্রভার প্রবেশ।)

ইন্দু। (স্বগত) হায়! হায়! আমার মতন হতভাগিনী কি পৃথিবীতে আর আছে? বিধাতা আমার এ পোড়া অদৃষ্টে এত দুঃখও লিখেছিলেন! তা বিধাতাকেই বা মিছে দোষ দিলে কি হবে! সকলই আমার কপাল দোষে ঘটেছে বৈ ত নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) প্রাণেশ্বর যে সেই

যুদ্ধে যাত্রা কল্লেন, তাঁরও কোন সমাচার পেলেম না। পরমেশ্বরের কৃপায় যদি তিনি সে যুদ্ধে জয়ী হয়ে এসে থাকেন, তা হলে আমাকে না দেখ্‌তে পেয়ে কত দুঃখ কচ্চেন। হায়! এখানে এমন ব্যক্তি কি কেউ নাই যে আমার এই বিপদের সমাচার তাঁর কাছে নিয়ে যায়? হে শব্দবহ! আপনি সকল শব্দ বহন করেন, তা এ অনাথিনীর এই দুঃখ-সমাচার অনুগ্রহ করে্য প্রাণনাথের নিকট নিয়ে যান। আপনাকে লোকে জগজ্জীবন বলে, তা এই উপকার সাধন করে্য আমাকে জীবন দান করুন। হে বিহঙ্গম কুল! তোমরা নিশা অবসান হলে দিক দিগন্তরে যাও, তা প্রাণনাথের কাছে গিয়ে আমার সংবাদ প্রদান কর। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) তা তোমরা আর এদুঃখিনীর কথায় কর্ণপাত কর্‌বে কেন! বরং আমার দুঃখে দুঃখিত না হয়ে ঘৃণা প্রকাশ কর্‌বে (রোদন)। নাথ, আপনি যাকে প্রাণ অপেক্ষা স্নেহ কত্তেন, যাকে সর্ব্বদা মধুর বাক্যে পরিতৃপ্ত কত্তেন, এক্ষণে তার এই বিপদের বিন্দুমাত্রও জান্‌তে পাচ্চেন না। হায়! সে দুরাত্মা যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের মতন আমার কাছে উপস্থিত হয়, তখন আমি দশ দিক্ শূন্য দেখি; আর মনে হয় যে পৃথিবী দ্বিধা হলে তাতে প্রবেশ করি। আমাকে যে সকল কথা বলে, তা শুন্‌লে গা শিউরে ওঠে। হে বিধাতঃ! আমি আপনার কাছে কি অপরাধ করেছি যে আপনি আমাকে এত যন্ত্রণা দিচ্চেন?

(মধুরিকার প্রবেশ।)

মধু। প্রিয়সখি, কৈ তুমি কোথায়?

ইন্দু। এই যে ভাই। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

মধু। আমি ঐ সরোবরের ধারে বসে ছিলেম। হায়! প্রিয়সখি, আমাদের কি চিরকাল এই দুঃখ ভোগ কত্তে হবে? এ বিপদ থেকে আমাদের কে রক্ষা কর্‌বে? আমরা এখন কার শরণাপন্ন হব? (রোদন।)

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর সখি! এখন কাঁদ্‌লেই বা কি হবে? আমরা জন্ম জন্মান্তরে অনেক পাপ করেছিলেম, তারই ফল ভোগ কচ্চি।

মধু। প্রিয়সখি, আমরা যদি বিধাতার নিকট এত অপ-রাধিনী না হব, তা হলে তিনি এরূপ বিপদসাগরে নিক্ষেপ কর্‌বেন কেন?

ইন্দু। হায়! সখি, বিধাতার একি সামান্য বিড়ম্বনা! দেখ, আমি রাজকুলপতি সত্যবিক্রমের মেয়ে, বীরশ্রেষ্ঠ বিচিত্রবাহুর পত্নী হয়ে বন্দীভাবে রয়েছি। এর চেয়ে আর অপমান কি আছে? তা ভাই, এর জন্যে ত আমি একবারও ভাবিনে। কিন্তু প্রাণেশ্বরের কথা মনে হলে আমার প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে। আমি কি করে্য আর তাঁর বিরহযাতনা সহ্য কর্‌ব! (রোদন।)

মধু। প্রিয়সখি, তোমার দুঃখ দেখ্‌লে আর এক দণ্ডও বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না। হায়! বিধাতা এমন কণকপদ্মকেও পঙ্কিল জলে নিক্ষেপ কল্লেন! এ দুষ্ট রাহুকে কি এই পূর্ণশশী গ্রাসের জন্যে সৃষ্টি করেছিলেন! (রোদন।)

ইন্দু। সখি, রাহুগ্রাস থেকে ত পূর্ণশশী মুক্ত হয়ে থাকে; তা আমরা কি কখন এ দুষ্টুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাব? যত দিন না আমাদের দেহে প্রাণে বিচ্ছেদ হয়, তত-দিন এই যন্ত্রণাভোগ কত্তে হবে। (রোদন।)

মধু। প্রিয়সখি, দুঃখের পর সকলেরই সুখ হয়। তা আমাদের কি এ দুঃখের শেষ নাই? বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? (রোদন।)

ইন্দু। সখি, আর বৃথা আক্ষেপ কল্লেই বা কি হবে! যদি কোন দুষ্ট ব্যাধ একটা সারিকা ধরে এনে পিঞ্জরে বদ্ধ করে্য রাখে, তা হলে তার মুক্ত হবার কি কোন উপায় থাকে? আর তার আর্ত্তনাদ শুন্‌লে সে পাষাণহৃদয়ে কি দয়ার উদয় হয়? আমাদের সেই দশা ঘটেছে বৈত নয়। তা আমাদের দুঃখে এখন আর কে দুঃখিত হবে বল! (রোদন।)

মধু। প্রিয়সখি, তোমার কথা শুন্‌লে অন্তরাত্মা শীতল হয়। হায়! হায়! এমন সরলাবালার অদৃষ্টেও এত যন্ত্রণা ছিল! বিধাতার কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশের স্থান ছিল না!

ইন্দু। (সরোদনে) সখি, আমাদের এ বিপদ হতে কে উদ্ধার কর্‌বে! আমরা জগদীশ্বরের কাছে এত কি অপরাধ করেছি যে, তিনি এত কষ্ট দিয়েও ক্ষান্ত হচ্চেন না?

মধু। প্রিয়সখি, আর কেঁদনা। (রোদন।)

ইন্দু। (মধুরিকার হস্ত ধরিয়া) সখি, তুমি আমার জন্যে কত কষ্ট সহ্য না কচ্চো! আমি যদি দেবতাদের কাছে একান্ত অপরাধিনী হয়ে থাকি, তা হলে তাঁরা আমাকে যথোচিত দণ্ড দিয়ে ক্ষান্ত হলেন না কেন? তাঁরা কি আমার জন্যে তোমাকে অবধি কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হলেন? (রোদন।)

মধু। প্রিয়সখি, আমি কি তোমার জন্যে কোন প্রকার কষ্ট সহ্য কত্তে ভয় করি? আমি এততেও তোমার মুখ দেখ্‌লে সব ভুলে যাই।

ইন্দু। (মধুরিকার গলা ধরিয়া) সখি, আমি এ বিপদ-

সাগরে কেবল তোমার জন্যেই জীবন ধারণ করে্য রয়েছি। তুমি আমার মনোরঞ্জনের জন্যে কি না কচ্চো! আমি কি তোমার এ ঋণ কখন পরিশোধ কত্তে পার্ব! হায়! আমার মতন পাপীয়সী কি আর আছে? (রোদন।)

মধু। প্রিয়সখি, তোমার চেয়ে কি আমার কষ্ট অধিক? তোমার এই যন্ত্রণা দেখ্বার জন্যে কি আমার এই পৃথিবীতে জন্ম হয়েছিল? (রোদন।)

ইন্দু। সখি, এসো আমরা এই বটবৃক্ষের তলায় একটু বসি। (উভয়ের উপবেশন।) আমি ছেলেবেলা অবধি তোমার সঙ্গে কত প্রকার আহ্লাদ আমোদ করেছি, সে সকল কথা মনে হলে কেবল দুঃখ আরো বৃদ্ধি হয়। তা আমাদের কি এই বিপদে পড়্তে হবে বলেই কিছু দিনের জন্যে সেই সুখ হয়েছিল? (রোদন।)

মধু। প্রিয়সখি, একটু সুস্থির হও। আর মিছে কেঁদে কেঁদে শরীরকে কষ্ট দিলে কি হবে বল! পরমেশ্বর কি আমাদের প্রতি এত বিমুখ হবেন? আমরা কি কখন পরিত্রাণ পাবনা।

ইন্দু। সখি, শমনও কি আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন? আমার যদি মৃত্যু হয়, তা হলে সকল কষ্টের শেষ হয়। হায়! আমি যদি সে সময় প্রাণেশ্বরকে যুদ্ধযাত্রা কত্তে না দিতেম, তা হলে ত আমাদের এ বিপদে পড়্তে হতো না? আমার পোড়া অদৃষ্টের দোষে সে স্বপ্নও সত্যি হলো?

মধু। প্রিয়সখি, তোমার দুঃখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্চে। আর আক্ষেপ করে্য কি কর্বে ভাই? আমাদের কপালে যা আছে, তা কখনই অন্যথা হবে না।

ইন্দু। সখি, মন কি আর বৃথা প্রবোধ মানে? প্রাণেশ্বর, আপনার শ্রীচরণ কি এজন্মে আর দেখ্‌তে পাবনা? হায়! আমার বিরহে আপনি কেমন করে্য জীবন ধারণ কর্‌বেন? (অধোবদনে রোদন।)

(রাজা বিজয়কেতুর পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আমি এত কৌশলে এ সুন্দরীকে এখানে এনে এ পর্য্যন্তও যে আমার প্রতি অনুরাগিণী কত্তে পাচ্চি না, এর কারণ কি? হাঁ! বটে, বটে, পূর্ব্বপ্রণয় দূরীকৃত করা বড় সহজ ব্যাপার নয়! যাকে পূর্ব্বে মনোমধ্যে দেববৎ স্থাপন করে্য দিবারাত্র প্রণয় পুষ্পে পূজা করেছে, তাকে কি শীঘ্র বিসর্জ্জন কত্তে পারে? কিন্তু ক্রমে সময়ের দ্বারা আপনি মন হতে বহির্গত হয়। তা এ কামিনীর মন থেকে যখন তার আরাধিত দেবতা বহির্গত হবে, তখন ইনি অবশ্যই আমার প্রতি অনুরক্তা হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। (অগ্রসর হইয়া প্রকাশে) হা! হা! ওহে, মধুকর উপস্থিত হলে বিক-শিত কমল কি তাকে দেখে বিমর্ষ থাকে?

ইন্দু। (সকাতরে সখীর প্রতি) সখি, আমার কি হবে? ঐ দেখ, আবার সেই দুরাত্মা আমাদের কাছে আস্‌ছে। কে এখন আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বে?

রাজা। (নিকটে উপবেশন করিয়া) তুমি যে ভাই ক্রন্দন কত্তে আরম্ভ কল্লে? দেখ দেখি আমি তোমার সঙ্গে কি পর্য্যন্ত সৌজন্যতা না কাচ্চি। তা তোমার কি ভাই এ অভাজনের প্রতি এরূপ ব্যবহার করা উচিত? (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া) একি? তুমি যে ভাই চুপ্ করে্য রৈলে?

তোমার প্রতি যে আমার কতদূর অনুরাগ, তা কি জান না ?

ইন্দু। (করযোড়ে) মহারাজ, ভূপতিদের পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি করা অত্যন্ত অকর্ত্তব্য। তা আপনি রাজচক্রবর্ত্তী হয়ে সে নিয়ম অবহেলা কচ্চেন কেন ?

রাজা। হা! হা! সুন্দরি, তুমি ভাই আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণশশী। তা তোমাকে না দেখে আমি কেমন কর্‌য়ে জীবন ধারণ করি ?

মধু। (করযোড়ে) মহারাজ, আমরা যখন আপনার সম্পূর্ণ আশ্রিত হয়েছি, তখন আপনার সন্তান স্বরূপ। তা এতে আমাদের ও সকল কথা কেন বল্‌ছেন ?

রাজা। (স্বগত) আঃ! এ মাগীটে যে আমাকে ভারি জ্বালাতন কত্তে আরম্ভ কল্লে হে ' (প্রকাশে) সুন্দরি, সজল জলদের নিকট তৃষিত চাতক বারিপান-আশয়ে গমন কল্লে সে কি তাকে একবারে নৈরাশ করে ? তবে তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ আশ্বাস-বারি প্রদান কত্তে পরাঙমুখ হচ্চো কেন ?

ইন্দু। (সকাতরে) মহারাজ, আপনি ধর্ম্ম-অবতার। তা আপনার আশ্রিত জনের ধর্ম্ম রক্ষা করা উচিত। আপনি যদি এরূপ অধর্ম্মাচরণ করেন, তা হলে আপনার রাজশ্রী নষ্ট হবার সম্ভাবনা।

রাজা। হা! হা! সুন্দরি, তুমি যদি ভাই আমার এ হৃদয়াকাশকে শোভিত কর, তা হলে আমার রাজত্ব কোন্ ছার্! তোমার যে এ নবযৌবন আর রূপ, এ আমার ন্যায় সহস্র রাজার সম্পত্তি।

ইন্দু। (সকাতরে স্বগত) প্রাণেশ্বর, আপনি আমার

এই বিপদ সময় কোথা রইলেন! হায়! এখন এ অনাথিনী কুলকামিনীকে কে রক্ষা কর্‌বে! (প্রকাশে) মহারাজ, দিবাকর যদি পশ্চিম দিকে উদয় হন্, তত্রাচ আমার দেহে প্রাণ থাক্‌তে কখনই ধর্ম্মপথের বিচলিত হতে পার্‌ব না। দেখুন, ধর্ম্মই সকলের রক্ষাকর্ত্তা।

রাজা। দেখ ভাই, তুমি যদি এ অধীনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি না কর্‌বে তবে আর কে কর্‌বে। আমি তোমার একান্ত চিহ্নিত দাস। তা এ দাসের প্রতি তোমার এত প্রতিকূল হওয়া উচিত নয়।

মধু। (করযোড়ে) মহারাজ, আপনি আমাদের পিতার স্বরূপ। তা আপনারও আমাদের দুহিতার ন্যায় জ্ঞান করা উচিত।

রাজা। (স্বগত) কি উৎপাত! এ মাগীটে যে আমাকে যা ইচ্ছা তাই বল্‌তে আরম্ভ কল্লে হে! এ যে আমার সুখোদ্যান প্রবেশের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠ্‌লো! (প্রকাশে) ছি ভাই! অমন কথা কি বল্‌তে আছে? তোমরা আমার মন পিঞ্জরের সারিকা পাখী। হা! হা!

ইন্দু। (সখেদে স্বগত) হে পৃথিবি! তুমি জগতের মা। তা মা, তুমি দ্বিধা হয়ে তোমার এই দুঃখিনী মেয়েকে একটু স্থান দাও। আর আমার এ সকল দুর্ব্বাক্য সহ্য হয় না। আহা! মা, এখন তুমি ভিন্ন আমার সহায়তা করে, এমন আর কেউ নেই। তুমি সীতাদেবীর দুরবস্থা দেখে তাঁকে আশ্রয় দিছ্‌লে, তা আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলে কেন?

রাজা। তুমি যে ভাই চুপ্ করে্য রৈলে? তুমি কি এ দাসের প্রতি একবারে বাম হলে? আমি তোমার একান্ত

আশ্রিত ; তা আশ্রিত জনকে কি এরূপ পুনঃ পুনঃ নৈরাশ করা উচিত ? দেখ, যদি কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত হয়ে বিশাল বৃক্ষের নিকট গমন করে, তা হলে যদিও সে ফল প্রদানে বঞ্চিত করে, তত্রাচ আশ্রয় দিতে পরাঙ্‌মুখ হয় না।

ইন্দু। হায় ! আমার কি হবে ! হা পিতা মাতা ! আমি তোমাদের এত আদরের মেয়ে, তা আমার এই ভয়ানক বিপদ সময় তোমরা কোথা রৈলে ?

রাজা। সুন্দরি, সজ্জনেরা কখন কি পরোপকারে বিরত হয় ? দেখ, চন্দনকাষ্ঠ আপনি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েও সদ্গন্ধ প্রদানে লোকের উপকার সাধন করে। আর অন্যকে সুশোভিত কর্‌বার জন্যেই সুবর্ণ অগ্নিতে দগ্ধ হয়। তা তুমি এ অধমের যৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধনে বিরত হচ্চো কেন ? আমি তোমাকে দেখে একবারে কন্দর্পশরের বশবর্ত্তী হয়ে পড়েছি, আর সে আঘাতে আমার জীবন সংশয় হয়েছে। অতএব তোমার নিকট এরূপ বিশল্যকরণী থাক্‌তে আমাকে প্রদান কত্তে বিমুখ হচ্চো কেন ?

ইন্দু। (মুক্তকণ্ঠে) নাথ, আপনাকে লোকে ধার্ম্মিক বলে। তা আপনি আপনার ধর্ম্মপত্নীকে কি একবারে বিস্মৃত হলেন ? যার সামান্য ভাবনাতে দুঃখিত হতেন, শেষে তার এই দশা হলো ? কে এখন আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বে ! (রোদন।)

রাজা। হা ! হা ! সুন্দরি, বালির বাঁধের ভরসা কি বল ! তোমার প্রাণনাথ কি আর বেঁচে আছেন যে তাঁকে আহ্বান কচ্চো ? তাঁর সেই সমরেই রণসাধ মিটে গেছে। আর যদিও জীবিত থাকেন, এ সুবর্ণ লঙ্কাধামে প্রবেশ করা কার সাধ্য ! তা ভাই, এক্ষণে সে আশা পরিত্যাগ করে

এ অধীনের হৃদয়সরোবরে প্রস্ফুটিত হয়ে আমার জন্ম সার্থক কর।

ইন্দু। (অতি কাতরভাবে) হে দেবদেব মহাদেব! আপনি কৃপা করে্য এই কুলকামিনীর ধর্ম্ম রক্ষা করুন্। আমি আর এ পাপাত্মার দুর্বাক্য সহ্য কত্তে পারিনে।

রাজা। সুন্দরি, তুমি যদি এ পাপাত্মার প্রতি একবার কটাক্ষপাত কর, তা হলে আমি পবিত্র হই। তা তোমার শ্রীচরণে এ দাসকে স্থান প্রদান করে্য চিরবাধিত কর।

মধু। (করযোড়ে) মহারাজ, আপনি কেন আমাদের বৃথা এ সকল দুর্বাক্য বল্‌চেন? আপনি যদি অকারণে অনাথিনী অবলাদের কটুবাক্য বলেন, তাহলে আপনার অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা।

রাজা। আহা! সুন্দরি, বিধাতা কি তোমার মৃগ-গঞ্জিত নয়ন অশ্রুবর্ষণের জন্যে সৃজন করেছেন? তোমার ঐ ভ্রূচাপে কটাক্ষশর যোজনা করে এই আশ্রিত মৃগকে বিদ্ধ কর। বিধাতা তোমার মুখভাণ্ডে যে সুধা গোপন করে্য রেখেচেন, তা এ অধমকে প্রদান কর।

ইন্দু। মহারাজ, আপনি যদি আমাকে বারম্বার এই সকল কথা বলেন, তা হলে এখনই আপনার সম্মুখে আত্ম-ঘাতিনী হব।

রাজা। ভাই, দিবাকর নলিনীকে প্রস্ফুটিত করে বটে, কিন্তু তা বলে অলি তার নিকট উপস্থিত হলে সে কি পরি-মল প্রদানে বিমুখ হয়? তা এরূপ অলিকে পুনঃ পুনঃ গুঞ্জন কত্তে দেখে তোমার ন্যায় সুবর্ণ কমলিনীর কি উন্মীলিতা না হয়ে থাকা উচিত?

মধু। মহারাজ, সতীস্ত্রীর কোপে কতশত রাজবংশ ধ্বংস হয়ে গেছে জেনেও কেন আপনি জ্বলন্ত অনলে হস্ত-ক্ষেপ কচ্চেন ?

রাজা। হা! হা! সখি, যে মধুপান-আশয়ে মধুচক্র ভঙ্গ কত্তে প্রবৃত্ত হয়, সে কি মধুকরের দংশনে ভীত হয় ? আর তোমার প্রিয়সখী যদি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন, তা হলে আর আমার কাকে ভয়! যাঁর কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন পরাস্ত হয়, তাঁর আশ্রিত জনের কি বিপদ ঘট্‌তে পারে ?

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত) হায়! হায়! বিপদে পড়্‌লে কেউ তার উপকার সাধন কত্তে চায়না। আমার কি হবে ?

রাজা। সুন্দরি, দেখ আমার কোষাগার ধনপতির কোষাগারকেও লজ্জা প্রদান করে। তা এতে যা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, সে সকলই তোমার। আর তুমি একবার অনুমতি কল্লে আমার সকল রাজমহিষীরা তোমার সেবায় প্রবৃত্ত হয়। তা তুমি এ সকল সুখ সম্পত্তি পরিত্যাগ করে্য একটা সামান্য ব্যক্তিকে ধ্যান করে্য শরীরকে কষ্ট দিচ্চ কেন ?

ইন্দু। মহারাজ, স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব এবং সকল বিষয়ের গতি। তা আমার এ প্রাণ থাক্‌তে কখনই প্রাণে-শ্বরকে ভুল্‌তে পার্‌বনা। তাঁর চরণ-ধূলির কাছে আপনার এ ঐশ্বর্য্য আমি অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি।

রাজা। ভাই, যার জন্যে তুমি শরীরকে এত কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হয়েছ, সে ত তোমায় একবারও ভাবে না। কিন্তু দেখ, আমি তোমাকে অহোরাত্র দেবীবৎ উপাসনায় প্রবৃত্ত

হয়েছি! এততেও এ অনুগত ভক্তকে বর প্রদানে বিমুখ হলে?

ইন্দু। (অধোবদনে রোদন।)

রাজা। সুন্দরি, আমি কন্দর্পশরে ক্লান্ত হয়ে তোমার অপরূপ রূপসরোবরে স্নান কত্তে এসেছি। কিন্তু তোমার অনিচ্ছারূপ প্রহরী আমাকে সে সুখে বঞ্চিত কচ্চে দেখে তোমার কি কিঞ্চিৎমাত্র দয়া হয় না?

ইন্দু। (সরোদনে) হে ধর্ম্ম! হে দিঙমণ্ডল! তোমরা এই অভাগিনী কুলবালার ধর্ম্ম রক্ষা কর।

রাজা। (স্বগত) না—এক্ষণে একে ত কোন মতেই স্ববশে আন্‌তে পাচ্চিনা। তবে এর উপায় কি? আমি যদি কোনরূপ বল প্রকাশ করি, তাহলে জীবন পরিত্যাগ কল্লেও কত্তে পারে। আর বল প্রকাশেরই বা আবশ্যকতা কি? যখন এ আমার অধীনে রয়েছে, তখন কিছুকাল পরেও বশবর্ত্তী হতে পার্‌বে। সময়ে সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়, তা এই একটা স্ত্রীলোকের মন কি পরিবর্ত্তন হবে না? যা হোক্, এক্ষণে আমার দ্বারা আর কিছু হয়ে উঠ্‌ছেনা; তবে একজন দূতী প্রেরণ কল্লেই সকল সমাধা হতে পার্‌বে। তা যাই, সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইগে। (প্রকাশে) ভাই, যদি এ অধীনের প্রতি একান্ত প্রতিকুল হলে, তবে আমি বিদায় হই। কিন্তু এ অভাজনকে একবারে বিস্মৃত হয়োনা।

[প্রস্থান।

ইন্দু। সখি, আমাদের এ বিপদ হতে কে উদ্ধার কর্‌বে? আমি আর এ সকল কটুবাক্য কোন মতেই সহ্য কত্তে পারি না। আমি এখনই আত্মঘাতিনী হয়ে এ কষ্টের শেষ করি।

তা হলেই বা কি হবে? প্রাণেশ্বর আমার বিরহে কেমন করে্য জীবন ধারণ কর্‌বেন? (রোদন।)

মধু। হা বিধাতঃ! তোমার একি সামান্য বিড়ম্বনা! তুমি এমন দুর্ল্লভ পারিজাত পুষ্পের প্রতিও যথেচ্ছাচার ব্যবহারে প্রবৃত্ত হলে? (রোদন।)

ইন্দু। জীবিতেশ্বর, আপনি আমার এ দুরবস্থাতে কেমন করে্য নিশ্চিন্ত রয়েছেন? আপনার বিরহ-যন্ত্রণা কি আমাকে চিরকাল সইতে হবে? হা পিতা মাতা! বাল্যকালে আপনারা আমাকে কত স্নেহ কত্তেন, তা এ সময় এসে আমাকে মুক্ত করুন্। হায়! সিংহের পত্নী হয়ে অবশেষে শৃগালের কাছে অপমান হতে হলো?——মৃত্যু এ অভাগিনীকে একে-বারে ভুলে রয়েছে?—(মূর্চ্ছা প্রাপ্তি।)

মধু। (ক্রোড়ে লইয়া) হায়! এ কি হলো? প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়্‌লেন। এখন কি হবে? এখানে যে কেই নেই যে এ সময় একটু জল এনে দেয়। আমিই বা এখন কেমন করে্য যাই? (অঞ্চল দ্বারা বীজন) হায়! যাঁর সেবায় শত শত দাস দাসী নিযুক্ত থাক্‌তো, তাঁর মুখে একটু জল দেয় এমন কেউ নাই! আমি যাঁকে উপলক্ষ করে্য জীবন ধারণ কচ্ছিলেম, তাঁকেও নিষ্ঠুর কাল এসে গ্রাস কল্লে? প্রিয়সখি, আমি যে তোমায় ভিন্ন আর কাকেও জানিনা, তা তুমি আমাকে একাকিনী রেখে গেলে কেন? (রোদন।)

ইন্দু। (চেতন পাইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আহা! আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে? আমি কি পুনরায় প্রাণেশ্বরের দেখা পাব? হে নিদ্রাদেবি! আপনি আবার আমাকে সেই

বিপদজালে নিক্ষেপ কল্লেন ? মা, আপনার কি দয়ার লেশ মাত্র নাই ?—আহা ! সখি, কি চমৎকার স্বপ্নই দেখ্‌ছিলেম। বোধ হলো, যেন জীবিতেশ্বর আমার কাছে এসে বল্‌ছেন, "প্রিয়ে, ক্রন্দন সম্বরণ কর, আর তোমার কোন ভয় নাই। এই আমি সে দুরাত্মাকে বিনাশ কল্লেম।"

মধু। প্রিয়সখি, বোধ হয় বিধাতা আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে এ বিপদ হতে রক্ষা করবেন। তাঁকে ত দয়া-সিন্ধু বলে। যা হোক্, তোমার শরীর বড় অবসন্ন হয়েছে, (হস্ত ধরিয়া) এখন চল আমরা এখান থেকে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৌরব্য দেশ—ভগবান শৈলেশ্বরের মন্দির।

(পুরোহিত আসীন।)

পুরো। (ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে শিবস্তব। পরে প্রণাম করিয়া) হর গোবিন্দ হে, জয় শিব শঙ্কর। (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া) ঈশ ! দিবা যে প্রায় অবসান হলো। অদ্য আমার স্নানাদি কত্তে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় বেলাতিক্রম হয়ে পড়েছে। সংসার মায়াজালে একবার জড়ীভূত হলে আর কি সহজে নিষ্কৃতি পাবার উপায় আছে ! দেখদেখি, অদ্য কতটা সময় অনর্থক ব্যয় কল্লেম ! দূর্‌হোক, কল্যাবধি

আর সাংসারিক কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্‌বনা। (নস্য গ্রহণ করিয়া) আ———কৃষ্ণ হে! তব পাদপদ্ম ভরসা। যাই হোক্, আর বৃথা কালযাপনের ফল নাই। এক্ষণে কিঞ্চিৎ বেদাধ্যয়ন করা যাক্। বেলা ত আর নাই। এর পর আবার হবিষ্যাদির যথাবিধি আয়োজন কত্তে হবে। (আসন শুদ্ধ করিয়া পুঁথি খুলিতে আরম্ভ।)

(তিনজন সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

সকলে। বোম্ ভোলানাথ। হর—হর—হর—হর। (উপবেশন।)

গীত। ২

রাগিণী পিলু—তাল কহরুব।

তাঁরে সদত দেখিতে যেন পাই।
হর্ষে তাই ভাবরে ভাই॥
এমন বিভব আর হবেনা।
এমন দিন কেহ আর পাবে না।
হর নাম স্মরণ করি লও॥

প্রথ। গুরো, আপনি যে বল্‌ছিলেন এ রাজ্যের কোন বিপদ উপস্থিত হবে, এর কারণ কি?

দ্বিতী। বাপু হে, পাপের প্রতিফল যে কেবল পরকালে হয়, তা নয়। ইহকালেও কথঞ্চিৎ হয়ে থাকে।

প্রথ। গুরো, কোন্ ব্যক্তি এরূপ দুরূহ পাপকর্ম্ম করেছে, যে তার জন্যে এ রাজ্যের এত দারুণ বিপদ সম্ভাবনা কচ্চেন?

দ্বিতী। ভূপতির পাপেই রাজ্য বিনষ্ট হয়ে থাকে।

তা বাপু, এর আর কোন দিকেই নিস্তার নাই। একবারে সর্ব্বনাশ হবে।

তৃতী। গুরো, এ দেশস্থ ভূপতি ত যাবজ্জীবন দুষ্কর্ম্ম করে্য আস্‌ছে। তা এখনই বা এরূপ হবে কেন?

দ্বিতী। যত দিবস পাপ পূর্ণ না হয়, তত্তাবৎকাল শাস্তি পাবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তার দৃষ্টান্তস্থল দেখ না কেন—যখন বিষ্ণু অবতার কংশালয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালীন ত তিনি কংশকে বিনাশ কত্তে পাত্তেন; কিন্তু তাঁকেও কাল প্রতীক্ষা কত্তে হয়েছিল। বল্মীক যেরূপ ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকা সঞ্চয় করে্য পরিশেষে একটা মৃত্তিকা-রাশি নির্ম্মাণ করে, লোকেও সেইরূপ পাপসঞ্চয় করে্য শেষে পাপ-তরণী পূর্ণ করে।

প্রথ। হাঁ, কালে পাপের প্রতিফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। বিশেষত, ভূপতি পাপাসক্ত হলে তার রাজ্যের মঙ্গলের সম্ভাবনা কি!———ইন্দ্র যথাকালে বারিবর্ষণ করেন না, পৃথিবী শস্য হরণ করেন, আর যজ্ঞাদি ক্রমে সকলই লোপ পায়।

তৃতী। গুরো, এ দেশস্থ নরপতি এমন কি পাপকর্ম্ম করেছে, যে তজ্জন্য এত শীঘ্রই তাঁর রাজ্য বিনষ্ট হবে?

দ্বিতী। বোধ করি তোমরা কুন্তল নগরের নাম শুনে থাক্‌বে। এ দুরাত্মা সেই দেশের রাজমহিষীকে সম্প্রতি হরণ করে্য এনেছে, এবং সতত নানা প্রকার প্রলোভিত বাক্যে কুপথগামিনী কর্‌বার প্রয়াস পাচ্চে। তা সে পতিব্রতা সতীস্ত্রীর কোপাগ্নিতে কি এ নগরে কিছু থাকবে!

প্রথ। বলেন কি মহাশয়! শিব! শিব! শিব! এ

পাপাত্মা নরাধমের অসাধ্য যে পৃথিবীতে কিছুই নাই! ওঃ——কি আশ্চর্য্য!

তৃতী। তা গুরো, আপনি এ ব্যাপার কিরূপে অবগত হলেন?

প্রথ। সাধু ব্যক্তিরা দিব্য চক্ষুদ্বারা সকলই দেখে থাকেন। তা তোমার এ কথা জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য।

দ্বিতী। বাপু, আমি যোগবলে ধ্যান প্রভাবে এ সকল অবগত হয়েছি।

প্রথ। তবে সেই নিমিত্তেই বোধ হয় এই নগর প্রবেশ কালে এত অমঙ্গল দৃষ্টি কচ্ছিলেম। গগনে ঘন ঘন উল্কা-পাত, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, দিবসে পুনঃ পুনঃ শৃগাল-ধ্বনি———

তৃতী। কোন বিপদ ঘটনার পূর্ব্বে এইরূপ নানাবিধ অমঙ্গল ঘটনা হয়ে থাকে।

দ্বিতী। আর ঐ দেখ না কেন, দেবদেব মহাদেবের চক্ষু দিয়ে অশ্রুপাত হচ্চে। বাপু, এ সকল গুরুতর পাপ দর্শন কল্লে দেবতারা পর্য্যন্ত অসন্তুষ্ট হন।

তৃতী। গুরো, এ ব্যাপার ভূপতিকে জানিয়ে যাতে সে কুন্তল রাজমহিষীকে প্রত্যর্পণ করে, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পাওয়ায় হানি কি?

দ্বিতী। বাপু, কর্ম্মের প্রতিফল অবশ্যই ভোগ কর্‌বে। এক্ষণে সে যেরূপ উন্মত্ত হয়েছে, তাতে কি কারো কথা শুন্‌বে? তা না হলে বিভীষণ কি দুষ্ট দশাননের পদাঘাতের পাত্র হতো?

প্রথ। হাঁ, কর্ম্মের প্রতিফল হয়েই থাকে। সে জন্যে

আমাদের ব্যাকুল হওয়া বৃথা। যাহোক্, এ পাপরাজ্য হতে আমাদের ত্বরায় প্রস্থান করা আবশ্যক।

দ্বিতী। হাঁ, আমাদের ত দেবদর্শন হল, তবে আর বিলম্ব করার প্রয়োজন কি?

সকলে। (গীত।)

১ রাগিণী পাহাড়ি পিলু—তাল কহরব।

বৃথা ভ্রমিতে ভ্রমিতে কেন যাই।
ইথে সুখ কোথারে নাই॥
হইয়া বিরত সার ভাবনা।
ভাবি কেন আর বৃথা ভাবনা।
অনিবার দুঃখ কেন পাই॥

(গাত্রোত্থান করিয়া) বোম্ কেদার। হর—হর—হর—হর। বোম্—বোম্—বোম্।

[প্রস্থান।

পুরো। (স্বগত) আঁ্যা! কথাটা কেমন হলো! আমাদের ভূপতি কি কুন্তলনগরের রাজমহিষীকে হরণ করে্য এনেছেন? তবে যে আমি পরম্পরায় শুন্‌লেম যে তিনি একজন সামান্য স্ত্রীলোক, দুষ্ট তস্করেরা তাঁকে হরণ করে্য নিয়ে আসে, পরে মহারাজ ক্রীতদাসী কর্‌বার জন্যে ক্রয় করেন। তবে এ কথাটা কি অলীক? আমি যে কোন্ পক্ষের বাক্য মিথ্যা, তার কিছুই নির্ণয় কত্তে পাচ্চিনা! অথবা সিদ্ধ ব্যক্তির বাক্যে সন্দিগ্ধ হবার প্রয়োজন কি? কি আশ্চর্য্য! মহারাজ অবশেষে এতদূর দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হলেন? এতে যে

রাজশ্রী একবারে বিলুপ্ত হবে, তা একবারও চিন্তা কল্লেন না! আমি এঁর নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মের কথা পুনঃপুনঃ শুনেছি বটে, কিন্তু তিনি যে একবারে এতাদৃশ জ্বলন্ত অনলে হস্তক্ষেপ করেছেন, তা কিছুই জান্‌তে পারি নাই! দুরন্ত লঙ্কেশ্বরের দোষে যেরূপ স্বর্ণ লঙ্কাধাম একবারে ধ্বংস হয়েছিল, সেই রূপ এঁর দোষে এ রাজ্যও ভস্মসাৎ হবে। উঃ! কি অত্যাচার! শ্রবণে শোণিত উষ্ণ হয়ে ওঠে। এতে যে কেবল ইহকালে বিধিমতে কষ্ট পাবে, তাও নয়; পরকালে যে ভাগ্যে কি ঘট্‌বে, তা একবারও ভাব্‌লে না? লোকে রিপু-পরতন্ত্র হয়ে সহসা পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কেননা পরকালে কি ঘট্‌বে, তা মনে উদয় হয় না। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) দূরহোক্‌, এক্ষণে আর ও সকল আন্দোলনের কোন আবশ্যক নাই, আমার পূজার সময় অতীত হচ্চে। (আচমন ও পুনর্ব্বেদ পাঠ করিতে২) কি সর্ব্বনাশ! পরস্ত্রী অপহরণ? এ কি কেউ সহ্য কত্তে পারে? শাস্ত্রকারেরা পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান কত্তে পুনঃপুনঃ আদেশ করে্য গেছেন। লোকে এ ঐশিক নিয়ম অবহেলা করে্য অনায়াসেই কুপথের পথিক হচ্চে? এ দুরাচার কি এই নিমিত্ত দেশভ্রমণ ছলে রাজ্য হতে বহির্গত হয়েছিল? কি আশ্চর্য্য! এত দূর পাপাচরণ করে্য আবার গোপন কর্‌বার ছলনা! এতে কার্‌ না ক্রোধানল প্রজ্বলিত হয়? যদিও আমি বহুকালাবধি এর রাজ্যে বাস কচ্চি, আর এই দেবসেবায় নিযুক্ত আছি, তত্রাচ এরূপ অত্যাচার কেমন করে্য সহ্য করাযায়! উঃ—এর কি বিন্দুমাত্রও ধর্ম্ম ভয় নাই যে আনায়াসে একজন পতিব্রতা সতী স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট কত্তে প্রবৃত্ত হল! এ পাষণ্ডের কি এই নির্ম্মল রাজকুলকে

কলঙ্কিত কর্‌বার জন্যে জন্ম হয়েছিল? এক্ষণে যদি কোন প্রকারে প্রশ্রয় পায়, তা হলে ত এর অসাধ্য কিছু থাক্‌বেনা! আর যে ব্যক্তি পাপীকে প্রশ্রয় দেয়, তাকে পর্য্যন্ত পাপে লিপ্ত হতে হয়। অতএব যাতে এ পাপাত্মার শরীর শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হয়, আমাকে তার বিশেষ চেষ্টা কত্তে হবে। এরূপ পাপে যদি দণ্ডনীয় না হয়, তা হলে কি জগতে পুণ্যের গৌরব থাক্‌বে!—সকলেই অব্যাকুল চিত্তে পাপকর্ম্মে রত হবে। (চিন্তা করিয়া) হাঁ, তাও বটে। আমারই বা এ সকল চিন্তা কেন? এ সকল রাজারাজড়ার কাণ্ডে আমার হস্তক্ষেপ কর্‌-বার আবশ্যক কি? না—না—এরূপ বৃথা সময় যাপনে কোন ফল নাই। এ সময় কিঞ্চিৎ দেবার্চ্চনা কল্লে পরকালের কার্য্য হতো। আঃ! তবু ঐ চিন্তা মনে উদয় হতে লাগ্‌লো? —দূর্‌ হোক্‌!—না—এক্ষণে ও সকল সাংসারিক বিষয় বিস্মৃত হতে হলো। (পুনরাচমন ও বেদপাঠ করিতে২ সরোষে গাত্রোত্থান) কি! এ কেমন কথা? এতে কেউ স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে? লোকের মঙ্গলের জন্যেই বিধাতা রাজকুলের সৃষ্টি করেছেন। তা এ সচ্ছন্দে তৎবিপরীতে লোকের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হলো! আবার এরূপ অনিষ্ট সাধন!—ওঃ! দুর্জ্জনেরা দুষ্কর্ম্মে কি পর্য্যন্ত না উৎসাহ প্রকাশ করে। অনায়াসে এক রাজপুরী হতে লক্ষ্মীস্বরূপা রাজমহিষীকে হরণ করে্য নিয়ে এলো! এতে এখনও তার মস্তকে বজ্রাঘাত হল না? শমন এখনো এসে গ্রাস কল্লে না? এমন চণ্ডালকে দমন কত্তে কার না ইচ্ছা হয়? আমি সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করে্য এই মুহূর্ত্তেই রাজা বিচিত্রবাহুর নিকট এই সংবাদ লয়ে যাব। আর যতদিন পর্য্যন্ত না এ সমুচিত

শান্তি পায়, তত্তাবৎ কাল আমি এক গণ্ডূষ জল অবধি গ্রহণ কর্‌ব না। শশকের কৌশলে যেরূপ সিংহ বিনষ্ট হয়েছিল, আমা হতেও এর তাই ঘট্‌বে। (চিন্তা করিয়া) হুঁ! এ বেল্লিক বেটা মনে করেছে যে নিরুদ্বেগ চিত্তে এই পাপাচরণ কর্‌বে! সে ক্ষণকালের জন্যেও ভাবে না যে ভগবান্ সর্ব্ব-ভূতের সাক্ষী! তাঁর নিকট কোন কর্ম্মই গোপনে থাকে না! রাম, রাম, রাম! কি ঘৃণাদায়ক স্পৃহা! ছি, ছি, ছি! মনে এর নাম উদয় হলে পাপের সঞ্চার হয়। নারায়ণ! নারায়ণ! এরূপ স্বেচ্ছাচারী রাজা কি ত্রিজগতে দেখা যায়? এই ভয়া-নক কর্ম্মটা স্বচ্ছন্দে কল্লে? ধর্ম্মের প্রতি একবারে আস্থাশূন্য? শৈবালাবৃত সরোবরে যেরূপ সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ কত্তে পারেনা, সেইরূপ পাপাত্মাদের মনে কি ধর্ম্মের জ্যোতি কোনমতেই প্রবিষ্ট হয় না? সন্ন্যাসীরা যোগ প্রভাবে বল্লেন যে এ এক-বারে ধনে প্রাণে মজ্‌বে। তারইবা বিচিত্র কি? এরূপ পাষণ্ড যে একবারে কুলসুদ্ধ নির্ম্মূল হবে, এওত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। যখন এর পূর্ব্বপুরুষ স্থাপিত শৈলেশ্বর পর্য্যন্ত কুপিত হয়েছেন, তখন মঙ্গলের সম্ভাবনা কি?—আর আমিই এর সর্ব্বনাশের উপলক্ষ হলেম। যাহোক্, আমার আর কাল-ব্যাজের আবশ্যক নাই। আবার চার্‌দণ্ড গতে বারবেলা উপস্থিত হবে। অতএব এখনই যাত্রা করা বিধি হচ্চে। দুর্গা-শিব।

[প্রস্থান।

ইতি পঞ্চমাঙ্ক।

ষষ্ঠাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কুন্তল নগর—রাজগৃহ।

(রাজা বিচিত্রবাহু আসীন, নিকটে মন্ত্রী ও হিরণ্যবর্ম্মা।)

রাজা। বল কি মন্ত্রি? এ কথা শুনে কেউ স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, মহারাজ, অগ্রে সেখানে এক জন দূত পাঠানো যাক্, যদি তাতেও রাজা বিজয়কেতু আমাদের রাজমহিষীকে প্রত্যর্পণ কত্তে অস্বীকার হন, তা হলে যথা-কর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাবে।

হির। সে কি মহাশয়! এর জন্যে আমাদের দূত-প্রেরণ কত্তে হবে? মহারাজ অনুমতি করেন ত আমি এই মুহূর্ত্তেই সে পাষণ্ডের মস্তকচ্ছেদ করে্য রাজ-সম্মুখে উপহার প্রদান করি। আপনি কি বিবেচনা করেছেন যে, সে দুরা-চারের ভার বসুমতী আর সহ্য কর্‌বেন?

মন্ত্রী। সেনাপতি মহাশয়, এ ত রাগের সময় নয়। আপনি স্থির হয়ে বিবেচনা করুন্ দেখি, সহসা কি কোন দুরূহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত?

হির। মহাশয়, যোগ্য ব্যক্তির সহিতই সন্ধি করা যায়। তা সে কি কোন প্রকারে আমাদের তুল্য, যে আমরা তদ্বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য বিবেচনা কর্‌ব?

রাজা। মন্ত্রি, তুমি কি আমাকে একবারে অর্থ এবং ক্ষমতাশূন্য বিবেচনা করেছ ?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজলক্ষ্মীর প্রসাদে আপনার কিসের অভাব ?

রাজা। তবে তুমি আমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ কচ্চো কেন ? তার এত বড় সাধ্য যে আমার রাজপুরীতে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে ? এতে তাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান না কর্‌য়ে আমি কিরূপে নিরস্ত হই বল দেখি ? এক্ষণে তার নিকট দূত প্রেরণ করা অপেক্ষা আমার মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, সে নরাধম যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করেছে, তাতে যে তার শোণিতে বসুমতী প্লাবিত হবে, তা যথার্থ। তবে কি না——তবে কি না———যদি সহজেই এ বিষয়টা মিটে যায়, তা হলে এ সামান্য ব্যাপারে বৃথা আড়ম্বরের প্রয়োজন কি ?

হির। মহাশয়, এটা কি সামান্য ব্যাপার ? এর অপেক্ষা দুষ্কর্ম্ম আর কি আছে ? তার শমন সদনে গমন কর্‌বার কোন ভয় নাই যে————

মন্ত্রী। মহাশয়, লোকে যখন পাপ কর্ম্মে রত হয়, তখন কি তার হিতাহিত বিবেচনা থাকে ? বিশেষতঃ যে ব্যক্তি কন্দর্পশরের বশবর্ত্তী হয়, তার ভয় কিম্বা লজ্জা কিছুই থাকে না।

হির। মহাশয়, এরূপ দুরাচার পাষণ্ডকে অবশ্য বিধিমতে শাস্তি দেওয়া উচিত।

রাজা। মন্ত্রি, তুমি এই মুহূর্ত্তেই সহকারী ভূপতিগণকে পত্র লেখ যে, তারা সপ্তাহের মধ্যে আমাদের সহিত মিলিত

হয়; এবং অন্যান্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হওগে। কল্যই আমি যুদ্ধে যাত্রা কর্‌ব।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, আমি রাজ-সম্মুখে পুনঃ পুনঃ নিবেদন কচ্চি, এ বিষয়ে সহসা প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নয়। এতে অনর্থক যথেষ্ট ব্যয় হবার সম্ভাবনা।

রাজা। মন্ত্রি, এতে যদি আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়, তা হলেও আমি তাকে সমুচিত শাস্তি না দিয়ে কখনই নিরস্ত হব না। তুমি কি মান অপেক্ষা ধনকে প্রিয়তর বোধ কর। ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করে্য এ অপমান কেউ সহ্য কত্তে পারে?

মন্ত্রী। মহারাজ, দুষ্ট লঙ্কেশ্বর সীতা-দেবীকে হরণ করে্য লয়ে গেলে শ্রীরামচন্দ্র অগ্রে তথায় অঙ্গদকে দূতপদে বরণ করে্য পাঠিয়েছিলেন।

হির। মহাশয়, দুর্ব্বৃত্ত দশানন কি তাতে জানকী প্রত্যর্পণ কত্তে স্বীকার হয়েছিলেন? দূত প্রেরণে কেবল মানের লাঘব হবে বৈ ত নয়।

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ—আজ্ঞে হাঁ—তা বটে—তা বটে—তবু—

রাজা। মন্ত্রি, ও কথা তুমি কেন পুনঃ পুনঃ উল্লেখ কচ্চো? পশু পক্ষীদের প্রতি অত্যাচার কল্লে তারাও সাধ্যমতে প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়। আমি কি তাদের অপেক্ষাও অধম?

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, সে দুষ্ট যদি আমাদের বশতাপন্ন না হয়, তা হলে এ সমরানল প্রজ্বলিত করা আবশ্যক। নতুবা এতে যে কত সুন্দর তরু অকারণে দগ্ধ হবে, তার কি সংখ্যা আছে?

হির। মহাশয়, এ সকল বিবেচনা কত্তে গেলে আর সংসারাশ্রমে বাস করা চলে না।

রাজা। মন্ত্রি, এ জগতে সকলই বিনশ্বর, কিছুই চির-স্থায়ী নয়। সকলকেই কালের করালগ্রাসে পতিত হতে হয়; কেবল কীর্ত্তিই চিরকাল দেদীপ্যমান থাকে। উত্তম কুসুম শুষ্কহলেও যেমন তার সদ্গন্ধ যায় না, সেইরূপ মৃত্যু মুখে পতিত হলেও কীর্ত্তি চিরকাল যশ ঘোষণা করে। তা যে ব্যক্তি এমন কীর্ত্তি লোপে প্রবৃত্ত হয়, সে অতি নরাধম। তুমিই বিবেচনা কর দেখি, আমি যদি এ বিষয়ে নিরস্ত হই, তা হলে লোকে আমাকে কি পর্য্যন্ত কাপুরুষ জ্ঞান না কর্‌বে!

হির। মন্ত্রি মহাশয়, মান বড় ভয়ানক পদার্থ। ভীরু ব্যক্তিরা মান অপেক্ষা জীবনকে প্রিয়তর বোধ করে। তা এমন মান রক্ষার্থে কে না সমর সাগরে ঝাঁপ দেয়? আমরা যদি এক্ষণে নিবৃত্ত হই, তা হলে আমাদের কলঙ্কের পরিসীমা থাক্‌বে না।

মন্ত্রী। (স্বগত) তাইত! এখন কি কর্ত্তব্য? সমুদ্র যখন বেগে উথলিত হয়, তখন কার সাধ্য তাকে নিবারণ করে। ঘৃতাহুতিতে অগ্নি যেরূপ অধিক জ্বলে ওঠে, এ সংবাদ শুনেও মহারাজের কোপাগ্নি সেইরূপ বৃদ্ধি হচ্চে। তা এ রোষাগ্নি যে সহজে নির্ব্বাণ হয়, এমন ত বোধ হয় না। (প্রকাশে) দেব, শাস্ত্রকারেরা শাম, দাম, সন্ধি প্রভৃতি যুদ্ধের চার্ প্রকার লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। সময়ানুসারে সকলই অবলম্বন করা উচিত। বিশেষতঃ শত্রুপক্ষের পরাক্রম জান্‌তে এক জন দূত প্রেরণ করা আবশ্যক। নীতিশাস্ত্রে কোন

কার্য্যে সহসা হস্তক্ষেপ কত্তে ভূয়ো ভূয়ঃ নিষেধ করে্য গেছে।

রাজা। আঃ, তুমি যে বাতুলের ন্যায় এক কথা নিয়ে বারম্বার তর্ক বিতর্ক কত্তে আরম্ভ কল্লে! বিবেচনা কর দেখি, সে পাষণ্ড আমার কি পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশ না করেছে! (সরোষে) তুমি কি আমাকে এত অল্পজীবী মনে করেছ, যে পুনঃপুনঃ সন্ধি অবলম্বন কত্তে বল? (উঠিয়া) তার এমন কি ক্ষমতা যে সে আমার সঙ্গে শত্রুতা করে! এতে যদি রাজলক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাতেও আমি বিশেষ ক্ষতি বোধ করি না; যদি রাজবৃত্তির পরিবর্ত্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কত্তে হয়, তাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। মন্ত্রি, এমন্ কি, আমি এই অসি স্পর্শ করে্য প্রতিজ্ঞা কচ্চি, যে হয় সে নরাধমকে যথোচিত দণ্ড বিধান করে্য প্রিয়াকে উদ্ধার কর্‌ব, নতুবা রণক্ষেত্রে জীবন পরিত্যাগ করে্য এই অসীম বিরহ-ক্লেশের শেষ কর্‌ব। (পরিক্রমণ।)

হির। মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বৃথা বাক্য ব্যয় কচ্চেন কেন? দুরাত্মা রাবণ যেরূপ মৈথিলি হরণ করে্য সবংশে ধ্বংস হয়েছিল, এরও তাই ঘট্‌বে। তার জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। তার পর জগদীশ্বরের হাত।

রাজা। হিরণ্যবর্ম্মা, তুমি এই মুহূর্ত্তেই সৈন্য সামন্তের যথাবিধি আয়োজন করগে। আমি এক্ষণে দেব দর্শনে চল্লেম। আর অনর্থক তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নাই।

হির। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[রাজার প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) সর্প সর্ব্বদা নতমুখে বাস করে বটে,

কিন্তু যদি কেউ তাকে প্রহার করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ ফণা বিস্তার করে্য দংশন না করে্য কখনই ক্ষান্ত হয় না। মহারাজেরও সেইরূপ হয়েছে। (প্রকাশে) মহাশয়, কি বলেন? এতে কি কর্ত্তব্য?

হির। আজ্ঞে, এতে আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি? তবে আমি এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে, যদি সে নরাধমের মস্তকচ্ছেদ কত্তে না পারি, তা হলে আর জন্মাবচ্ছিন্নে অসি স্পর্শ কর্‌ব না।

মন্ত্রী। হা! হা! সেনাপতি মহাশয়, স্থির হোন, স্থির হোন। যৌবনকালের শোণিত তরল প্রযুক্ত উষ্ণ হয়ে ওঠে।

হির। আজ্ঞে, আপনি যাতে ভাল হয় করুন, আমি আর বিলম্ব কত্তে পারি না।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন কত্তে পারে! এখন ত আবার এক সমরস্রোত প্রবাহিত হলো। এতে যে কত দেশ, কত নগর, আর কত ব্যক্তি প্লাবিত হবে, তার কি সংখ্যা আছে? আর যখন এ স্রোত নির্ঝর হতে বহির্গত হয়েছে, তখন নিবারণ কর্‌বার ও কোন পন্থা নাই। (চিন্তা করিয়া) তাও সত্য। বিজয়কেতু যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করেছে, তাতে আমাদের নিরস্ত হওয়াও কর্ত্তব্য নয়। মহারাজ ত কল্যই যুদ্ধযাত্রা কর্‌বেন। আমার শিরে যে কত কার্য্যকলাপের ভার পতিত হলো, তার নিরাকরণ নাই। সহকারী ভূপতিগণকে অদ্যই পত্র প্রেরণ কত্তে হবে, আর সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি সমুদয়ের তত্ত্বাবধারণ কত্তে হবে। আমাদের যে কিরূপ গ্রহবৈগুণ্য হয়েছে, তা বলা দুঃসাধ্য।

যাহোক, এক্ষণে জগদীশ্বর করুন্ যেন মহারাজ এ যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজমহিষীকে পুনরুদ্ধার করেন। তা যাই, আবার কোথায় কি হলো দেখিগে। আঃ, এ সকল কি এক জন মনুষ্যের দ্বারা সমাধা হতে পারে?

[প্রস্থান।

ষষ্ঠাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৌরব্য দেশ—ভগবান শৈলেশ্বরের মন্দির।

(ইন্দুপ্রভা ও মধুরিকা।)

মধু। প্রিয়সখি, আমরা যে এ দেবমন্দিরে আস্‌ব, তার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। কেবল দেবদেব মহাদেব অনুকূল হয়ে নিয়ে এলেন।

ইন্দু। আমরা কি সহজে সে প্রহরীকে এতে সম্মত করেছি? কত বিনয়, কত স্তব স্তুতি কল্লেম, কিন্তু সে কোন মতে শুন্‌লে না। অবশেষে আমার এক খানা অলঙ্কার খুলে দিতে তবে সম্মত হল। তা সখি, এখানেও যে দুদণ্ড বসে আপনাদের মনের দুঃখ ব্যক্ত কর্‌ব তার কি উপায় আছে? সে ভীম বেশে বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—ইচ্ছে হলে এখনই আমাদের সঙ্গে করে্য নিয়ে যাবে। (কর-যোড়ে) হে দেবদেব মহাদেব! আপনি আমাদের এ বিপদ হতে উদ্ধার করুন্। আমি ছেলে বেলা আপনার

কাছে এসে মনের মতন পতিলাভের জন্যে কত প্রার্থনা কত্তেম। তা আপনি ও অনুগ্রহ করে্য আমার সে আশা পূর্ণ করেছেন। এক্ষণে এ দাসী আপনার কাছে কি অপ-রাধ করেছে যে, আপনি একবারে তার প্রতি এত নিদয় হলেন?

মধু। প্রিয়সখি, বোধ হয় উনি এই বার কৃপা করে্য আমাদের এ বিপদ হতে পরিত্রাণ কর্‌বেন।

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সখি, তাও কি তুমি মনে কর? এ হতভাগিনী কি এ বিপদ থেকে আর পরি-ত্রাণ পাবে? এই যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বার জন্যেই আমার এ পৃথিবীতে জন্ম হয়েছিল।

মধু। প্রিয়সখি, দেবতাদের প্রসাদে যখন মহারাজ আমাদের সংবাদ পেয়ে যুদ্ধ কত্তে এসেছেন, তখন বোধ হয় এ অনাথিনীদের প্রতি তাঁদের এক্‌টু দয়া হয়ে থাক্‌বে।

ইন্দু। হায়! সখি, একথা মনে হলে আর একদণ্ডও বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না। প্রাণেশ্বর আমার জন্যে কত কষ্টই না সহ্য কচ্চেন! তিনি যে এই ভয়ানক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন, এতে যে আমার অদৃষ্টে কি হবে, তা কেমন করে্য জান্‌ব!

মধু। আমার ত ভাই বেশ্ বোধ হচ্চে যে মহারাজ এতে অবশ্যই জয়ী হবেন। কেন না তিনি এক জন বিখ্যাত বীরপুরুষ। তা তিনি কি এই একটা সামান্য রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে্য পরাস্ত হবেন? আর আমাদের যদি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হবে, তা হলে মহারাজ আমাদের সংবাদ পাবেন কেন?

ইন্দু। সখি, আমি কেবল সেই আশাতেই এ পর্য্যন্ত

জীবন ধারণ কর্‌্যে রয়েছি। যদি প্রাণেশ্বর জয়ী না হন, তা হলে আমি এই অসিতে মহাদেবের সম্মুখে আত্মঘাতিনী হয়ে এ যাতনার শেষ কর্‌ব।

মধু। বালাই! অমন অমঙ্গলের কথা কি মুখে আন্‌তে আছে! তুমি ওসকল চিন্তা পরিত্যাগ কর। এ দুরাচার যেরূপ পাপাচরণ করে, তাতে কি দেবতারা তাকে অনুগ্রহ কর্‌বেন? সে অবশ্যই আমাদের মহারাজের কাছে পরাজিত হবে।

ইন্দু। ভাই, জয় পরাজয়ের কথা কেমন কর্‌্যে বল্‌তে পারি? যদি জীবিতেশ্বর জয়ী না হন্, তা হলে আমাদের কি হবে?

মধু। ভাই, আমাদের অদৃষ্ট কি এত পোড়া হবে? ধর্ম্মের জয় ত সর্ব্বত্রে হয়ে থাকে। তবে তার জন্যে ভাব্‌ছ কেন?——(আকাশে মেঘগর্জ্জন ও বজ্রাঘাত।)

ইন্দু। দেখ আকাশে এম্‌নি মেঘ হয়েছে যে চার্‌দিক্ অন্ধকারময় হয়ে রয়েছে। মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাত হচ্চে। তা সখি, এ হতভাগিনীর মাথায় যদি বজ্রাঘাত হয়, তা হলে এর সকল কষ্টের শেষ হয়। তা বজ্রও কি পাপীয়সী বলে-ঘৃণা প্রকাশ কচ্চে?

মধু। প্রিয়সখি, তুমি কি পাগল হলে! অমন্ কথা কি বল্‌তে আছে!

ইন্দু। সখি, মৃত্যু ভিন্ন আমার এ রোগের প্রতিকার কি আছে? যদি শমন আমাকে অনুগ্রহ কর্‌্যে গ্রাস করেন, তা হলেই সুস্থ হই। এ যাতনা আর আমার সহ্য হয় না। সখি, বিধাতার কি কিছুতেই মনস্কামনা সিদ্ধি হচ্চে না।

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার ও হুহুঙ্কার ধ্বনি।)

ইন্দু। (সভয়ে) উঃ! কি ভয়ানক শব্দ! আমার সর্ব্ব-শরীর কাঁপ্‌চে। সখি, তুমি আমাকে ধর। আমি দশ দিক্‌ শূন্যময় দেখ্‌ছি—আ—মি—

মধু। (ইন্দুপ্রভার হস্ত ধরিয়া) প্রিয়সখি, আমাদের অতি নিকটেই নাকি যুদ্ধ হচ্চে, তাই এত শব্দ শোনা যাচ্চে। তা এখানে আর আমাদের ভয় কি? এসো আমরা একটু বসি। (উভয়ের উপবেশন।)

ইন্দু। সখি, আমার কি হবে? প্রাণনাথকে এ বিপদ হতে কে রক্ষা কর্‌বে?

নেপথ্যে। (জয়বাদ্য।)

ইন্দু। (ব্যাকুলচিত্তে) সখি, ঐ বুঝি আমাদের সর্ব্ব-নাশ হলো! এই জয়বাদ্য শুনে আমার বুক শুকিয়ে উঠ্‌চে —আমার প্রাণ কেমন কচ্চে। বুঝি সে পাপাত্মা জয়লাভ করে্য পুনঃপুনঃ আহ্লাদে মঙ্গলধ্বনি কচ্চে। হায়! আমার কি হলো! হে শৈলেশ্বর! আপনার শরণাপন্ন হয়ে আমার এই দশা হলো?

মধু। প্রিয়সখি, আমাদের একবারে সর্ব্বনাশ হলো? আমরা কোথায় যাব? হা বিধাতঃ! তোমার মনেও এত ছিল! (রোদন।)

ইন্দু। হায়! এত দিনের পর আমি জন্মের মতন অসহায়িনী হলেম? (অধোবদনে রোদন।)

(এক জন সেনার প্রবেশ।)

সেনা। (সচকিতে স্বগত) এঁরা আবার কে? এঁদেরই না মহারাজ হরণ করে্য এনেছিলেন? তা এঁরা এখানে কেমন

করে্য এলেন ? যাহোক্, আমার এখন কি করা কর্ত্তব্য ? এই শেষ সময় যা পারি এঁদের একটু কষ্ট দিয়ে যাই না কেন ? তা হলে প্রভুর কিঞ্চিৎ উপকার সাধন হবে। (অগ্রসর হইয়া প্রকাশে) আপনারা কে গা ? এর অতি সন্নিকটেই ভয়ানক রণসাগর প্রবাহিত হচ্চে ; তা আপনাদের কি এখানে থাক্তে কিছুমাত্র ভয় হয় না ? (ইন্দুপ্রভা ও মধুরিকার সচকিতে গাত্রোত্থান।)

মধু। (সানুনয়ে) কেন মহাশয় ? আমাদের দুঃখের কথা জিজ্ঞেস কল্লে কি হবে ? আমাদের বড় পোড়া অদৃষ্ট। ইনি রাজা বিচিত্রবাহুর মহিষী। মহাশয়, আপনি কে ?

সেনা। আমি রাজা বিজয়কেতুর একজন সেনা। এক্ষণে রণক্ষেত্র হতে প্রত্যাগমন কচ্চি। কেন ? আপনাদের কিছু জিজ্ঞেস্য আছে ?

মধু। মহাশয়, যুদ্ধের সংবাদ কি ?

সেনা। হাঁ, যুদ্ধের সংবাদ মঙ্গল। বিপক্ষ সৈন্যরা সকলেই রণভূমিশায়ী হয়েছে। আর আমার এই ক্ষুদ্র অসিতে রাজা বিচিত্রবাহুর মস্তকচ্ছেদন করে্য এসেছি।

মধু। তবে মহারাজ কি আমাদের জন্মের মতন পরিত্যাগ কল্লেন ?

ইন্দু। হায় ! সখি, আমার কি হলো !—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

মধু। কি সর্ব্বনাশ ! প্রিয়সখি যে একবারে অচেতন হয়ে পড়্লেন ! এখন কি হবে ?

নেপথ্যে। রে দুরাচার পাষণ্ড! তোর এত বড় যোগ্যতা! দাড়া, আমি এখনই তোর মস্তকচ্ছেদ করব। কার্ সাধ্য তোকে রক্ষা করে !

সেনা। (সভয়ে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া) এখানে—কি ———

[প্রস্থান।

মধু। (অঞ্চলদ্বারা বীজন করিতে করিতে) আমি এখন কি কর্‌ব? হায়! এখানে যে কেউ নাই! হে শৈলেশ্বর! যিনি আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলেন, শেষে তাঁর এই হলো? অনাথিনী বলে আপনিও ঘৃণা প্রকাশ কল্লেন? কৈ, এখনো যে প্রিয়সখী সচেতন হলেন না! হায়! আমার যে আর কেউ নাই! প্রিয়সখি, তুমি আমাকে কার কাছে রেখে গেলে? আমার কি হবে? মৃত্যু, তুই কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশের স্থান পেলিনি? (রোদন।)

ইন্দু। (চেতন পাইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) হা প্রাণেশ্বর! হা জীবিতেশ্বর! এ অধিনীকে আপনি জন্মের মতন পরিত্যাগ কল্লেন? আমি ত আপনার কাছে কখন অপরাধ করিনি, তবে আপনি আমাকে সঙ্গে করে্য নিয়ে গেলেন না কেন? আমি যে আশা অবলম্বন করে্য জীবন ধারণ কচ্ছিলেম, তা একবারে নির্ম্মূল হলো?

মধু। হায়! হায়! বিধাতার একি সামান্য বিড়ম্বনা! —আহা! প্রিয়সখি, আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে একটু ধৈর্য্য হও। তোমার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হলো বোধ হচ্চে।

ইন্দু। সখি, আমার হৃদয় পাষাণ নির্ম্মিত, তা তুমি এখনো বুঝ্‌তে পার নাই? এ যে বজ্র অপেক্ষা কঠিন, তা এখনো জান্‌তে পার নাই? যখন এ ভয়ানক সংবাদ শুনেও বিদীর্ণ হয় নাই, তখন আর বিদীর্ণ হবার আশঙ্কা কি? হায়! এখন ও এ হতভাগিনীর দেহ হতে প্রাণ বহির্গত হলো

না? ওরে নিষ্ঠুর প্রাণ! তুই এ পাপীয়সীর দেহে বাস কত্তে কিঞ্চিৎমাত্র সঙ্কুচিত হচ্চিসনে? প্রাণনাথ জীবন পরিত্যাগ করেছেন শুনেও তুই এ দেহ হতে বহির্গত হলিনি? যাঁকে ক্ষণকাল না দেখ্‌লে অধৈর্য্য হতিস্, তাঁর এই ভয়ানক সমাচার শুনেও তুই অনায়াসে আমার এ দেহে বাস কচ্চিস? হা হত বিধাতঃ! আপনি একবারে আমার দুঃখ তরণী পূর্ণ কল্লেন? আমি কেবল আপনার উপর নির্ভর করে্য এ পর্য্যন্ত জীবন ধারণ কচ্ছিলেম, তা আপনার কি এ অধিনীর প্রতি একটুও দয়া হলোনা!

মধু। আহা! প্রিয়সখি, আমি তোমার সঙ্গে চিরকাল সহবাস করে্য অবশেষে আমাকে এই অবস্থা দেখ্‌তে হলো! হায়! তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? (রোদন।)

ইন্দু। সখি, একি আক্ষেপের সময়? তুমি বৃথা রোদন কচ্চো কেন? আমি আর এমন মর্‌বার সময় কবে পাব! প্রাণেশ্বর যখন এ অনাথিনীকে পরিত্যাগ করে্য গেছেন, তখন আর আমি এ প্রাণ কেমন করে্য রাখি! আমি এখন তাঁর সহগমন করে্য এ দুঃখের শেষ করি। কিন্তু মর্‌বার সময় যে তাঁকে আর দেখ্‌তে পেলেম না, তাঁর সুমধুর বাক্য আর শুন্‌তে পেলেম না, তাঁর নিকট মনের দুঃখ কিছুই ব্যক্ত কত্তে পাল্লেম না, এইটি আমার মনে বড় দুঃখ রৈল। আহা! সখি, আমি যদি এ সময়ে একবার তাঁর চরণ সেবা কত্তে পাত্তেম, তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিতে পাত্তেম, তা হলে আমার মৃত্যু সময়কেও পরম সুখের সময় বলে বোধ হতো। তা আমার অদৃষ্টে তার কিছুই হলোনা।

মধু। প্রিয়সখি, যার প্রতিকার হবার কোন উপায়

নাই, তার জন্যে দুঃখিত হলে কি হবে! কি কর্‌বে বল, মনকে একটু প্রবোধ দাও। বিধাতা নিতান্ত বাম না হলে আমাদের এমন অদৃষ্ট হবে কেন!

ইন্দু। সখি,আর মনকে কি বোলে প্রবোধ দেবো? প্রাণনাথ আমাকে জন্মের মতন পরিত্যাগ করে্য গেছেন শুনেও আমি এপর্য্যন্ত জীবনধারণ করে্য রয়েছি! আমার মতন পাষাণ হৃদয় কি ত্রিজগতে আর কারো আছে!

মধু। হায়! হায়! আমাকে শেষে এই দেখ্‌তে হলো? এই সর্ব্বনাশ দেখ্‌বার জন্যেই কি আমার এ পৃথিবীতে জন্ম হয়েছিল? (রোদন।)

ইন্দু। সখি, আমি এই শেষ সময়ে কেবল তোমারই দেখা পেলেম, তা তুমি আমাকে জন্মের মতন বিদায় দাও। এসো তোমার সঙ্গে একবার শেষ আলিঙ্গন করি। তুমি আমাকে ছেলেবেলা অবধি কত ভাল বাস্‌তে। একত্রে শয়ন, একত্রে ভ্রমণ, একত্রে জলবিহার প্রভৃতি কত প্রকার আমোদ করেছি। আর এখনো তুমি আমার জন্যে কত কষ্ট সহ্য কচ্চো। চিরকাল সুখ দুঃখের ভাগিনী হয়ে তুমি যথার্থ প্রিয়সখীর কার্য্য করেছ; কিন্তু আমি তোমার কিছু প্রত্যুপকার কত্তে পাল্লেম না, এই বড় মনে খেদ রৈল। তা এ অভাগিনী জীবন পরিত্যাগ কল্লে একে এক একবার মনে কোরো——দেখো যেন একবারে ভুলোনা।

মধু। প্রিয়সখি, কত শত সতীস্ত্রীদের যে এইরূপ সর্ব্বনাশ হয়েগেছে, তা তারা কি সকলেই সহগমন করেছিল?

ইন্দু। সখি, তুমি আমাকে এ কঠিন প্রাণ রাখ্‌তে এখনও অনুরোধ কচ্চো! প্রাণেশ্বরের চির-বিরহ আমি কেমন করে্য

সহ্য করি বল দেখি ? আমার আশালতার যখন একবারে মূলোচ্ছেদ হয়ে গেছে, তখন আর জীবনধারণের ফল কি ?

মধু। প্রিয়সখি, তুমিও কি আমাকে ছেড়ে যাবে ? আমি এ প্রাণ থাকতে কেমন করে্য তোমাকে জন্মের মতন বিদায় দেবো ? (রোদন।)

ইন্দু। সখি, আর তুমি বৃথা আক্ষেপ কচ্চো কেন ? যার সঙ্গে তুমি চিরকাল একত্রে সহবাস কত্তে, এক্ষণে তাকে জন্মের মতন বিস্মৃত হও।

মধু। হায়! হায়! প্রিয়সখি, তুমি যে রাজা সত্য-বিক্রমের জীবনসর্ব্বস্ব। তোমার এ সংবাদ শুনে তিনি কেমন করে্য প্রাণ ধারণ করবেন ? (রোদন।)

ইন্দু। সখি, তুমি কেন এ সময়ে আমার মায়া বাড়াচ্চো ? এত দিনের পর আমার সকল কষ্টের শেষ হলো। তুমি এই অঙ্গুরীটি পরো। এ পৃথিবীতে তোমার মতন উপকারিণী আর আমার কেউ নাই। তা এইটি আমার ভালবাসার চিহ্ন। তুমি আমাকে ভুলে গেলে এইটি দেখলে মনে পড়বে। (অঙ্গুরী অর্পণ করিয়া) এক্ষণে আমাকে জন্মের মতন বিদায় দাও।

মধু। প্রিয়সখি, তুমি ত কখনও আমার কথা অন্যথা কর নাই। তবে এখন শুনচোনা কেন ? আমি এখন কার মুখ দেখে প্রাণ ধারণ করব ? তুমি আমাকে কার কাছে রেখে চল্লে ? (রোদন।)

ইন্দু। (মধুরিকার গলা ধরিয়া) প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদোনা। তুমি এক্ষণে মার নিকট গমন কর। গিয়ে বোলো যেন তিনি আমার জন্যে প্রাণ পরিত্যাগ না

করেন। অন্য সখীদের কাছে বিদায় নিতে পেলেম না, তাদেরও বুঝিয়ে বিধিমতে শান্ত কোরো। আর পিতাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বোলো যে, যাকে তিনি প্রাণের চেয়ে ভাল বাস্‌তেন, তাঁর সেই জীবনসর্ব্বস্ব ইন্দুপ্রভা পতির শোকে মহাদেবের কাছে আত্মঘাতিনী হয়েছে। প্রিয়সখি, আর তোমায় অধিক কি বল্‌ব! এসো একবার তোমার সঙ্গে জন্মের মতন আলিঙ্গন করি। এক্ষণে পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা যেন জন্ম জন্মান্তরে তোমার মতন প্রিয়সখী পাই।

মধু। হা হতবিধাতঃ! শেষে তুমি এই কল্লে? এত দিনের পর আমাকে একবারে অসহায়িনী কল্লে? হায়! যার জন্যে আমি পিতা মাতা সকলের মায়া পরিত্যাগ করেছি, অবশেষে সেও আমার প্রতি নিদয় হলো? হে ভগবান! আপনি শরণাগতের প্রতি একবারে বিমুখ হলেন? (অধোবদনে রোদন।)

ইন্দু। (অসি হস্তে লইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) তবে আর কেন?——হে দেবদেব শৈলেশ্বর! আপনার কাছে আত্ম-ঘাতিনী হলে আপনি এই কর্‌বেন যেন আমাকে আর এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কত্তে না হয়। যদি তাই করেন, তা হলে যেন নারীর জন্ম না হয়। যদি তাও হয়, তবে যেন পতিবিচ্ছেদ না সইতে হয়। এই আমার প্রার্থনা। তা মর্‌বার সময় একবার পিতা মাতাকে ডাকি। হা পিতা মাতা! আপনারা আমাকে কত ভাল বাস্‌তেন; আমার জন্মাবধি আমার জন্যে কত কষ্ট সহ্য করেছেন। কিন্তু মৃত্যু-কালে যে আপনাদের কারো সঙ্গে দেখা হলো না, এই বড় মনের আক্ষেপ রৈল। আহা! মা, যাকে তুমি ক্ষণকাল

না দেখ্‌লে ব্যাকুল হতে, তোমার সেই দুঃখিনী মেয়েকে একবার শেষ আশীর্ব্বাদ কর। আমি যেন তোমাদের প্রসাদে পুনরায় প্রাণেশ্বরকে পাই। মা, আমি অনেক বিষয়ে তোমার কাছে অপরাধিনী আছি, তা আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করো। আমি তোমার বড় আদরের মেয়ে ছিলেম ———আমার মনের দুঃখ মনেই রৈল। না———আর না ———হা জীবিতনাথ !———(গলায় অসি প্রদানে উদ্যতা।)

নেপথ্যে। কি সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনাশ !

(যুদ্ধবেশে রাজা বিচিত্রবাহুর বেগে প্রবেশ।)

রাজা। প্রিয়ে, কর কি ? কর কি ?—(ইন্দুপ্রভার হস্ত-হইতে অসি লইয়া দূরে নিক্ষেপ) এ কি সর্ব্বনাশ ! তুমি প্রাণ পরিত্যাগ কচ্ছিলে কেন ?

ইন্দু। আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছি ? প্রাণেশ্বর, এ হতভাগিনী কি আপনার শ্রীচরণ পুনঃদর্শন করবে ! (রোদন।)

রাজা। কেন প্রিয়ে ? আর তোমার কিসের ভয় ? তা যাহোক্, ব্যাপারটা কি ? তুমি প্রাণ পরিত্যাগ কচ্ছিলে কেন ? আমি যে এর কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। সখি, তুমিই বল না কেন !

মধু। মহারাজ, খানিকক্ষণ পূর্ব্বে বিপক্ষদলের এক জন সৈন্য আপনার অশুভ সমাচার বলে গেল, তাই আমরা এত ব্যাকুল হয়েছিলেম। যাহোক্, এখন আমাদের সকল দুঃখের শেষ হলো। আমরা যে আপনার শ্রীচরণ আর দেখ্‌ব, এ মনে ছিল না। (রোদন।)

রাজা। বটে! এত দূর হয়ে গেছে! সে দুরাচার আমার নিকট জয় লাভ কর্‌বে, এ তোমরা কেমন করো বিশ্বাস কল্লে! এই কতক্ষণ আমি তাকে সসৈন্যে পরাস্ত করেছি! সেনাপতি তার পশ্চাৎ২ ধাবিত হয়েছে; বোধ হয় এতক্ষণে বসুমতীর ভারের লাঘব হয়ে থাক্‌বে।

ইন্দু। (রাজার হস্তধরিয়া) নাথ, বিধাতা যে আমার প্রতি এত অনুকূল হবেন, তা আমি সপ্নেও ভাবিনে। (রোদন।)

রাজা। প্রিয়ে, ক্রন্দন সম্বরণ কর। সে নরাধম যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করেছে, তার সমুচিত শাস্তি হয়েছে। উঃ! তার কি সামান্য ধূর্ত্তপনা! সেই যে আমার নিকট কলিঙ্গদেশে যুদ্ধযাত্রার পত্র আসে, সে এরই কর্ম্ম——আর সর্ব্বই মিথ্যা। কেবল তার এই দুরভিসন্ধি সিদ্ধির নিমিত্তে কৃত্রিমপত্র পাঠিয়েছিল।

ইন্দু। নাথ, আমার অদৃষ্টে দুঃখ ছিল বলেই বিধাতা এ বিড়ম্বনা কল্লেন।

মধু। মহারাজ, আমরা এ কদিন যে অবস্থায় ছিলেম, তা মনে হলে বুক ফেটে যায়।

ইন্দু। প্রাণেশ্বর, সে দুরাচার আমাকে যে সকল কথা বল্‌তো, তা মনে হলে ইচ্ছা হয় না যে এক দণ্ড প্রাণ ধারণ করি। কেবল পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন।

রাজা। যাহোক্‌; প্রিয়ে, আমাদের যে এখন সকল ভাবনা দূর হলো, সে কেবল দেবদেব মহাদেবের কৃপায়, আর আমাদের সৌভাগ্যে।

নেপথ্যে। (কোলাহল ধ্বনি।)

সকলে। (সচকিতে) এ কি?

রাজা। এই যে হিরণ্যবর্ম্মা আস্‌ছে।

(হিরণ্যবর্ম্মার প্রবেশ।)

হিরণ্যবর্ম্মা, কি সংবাদ ?

হির। আজ্ঞে-মহারাজ,সকলই মঙ্গল। সে দুরাচার পাষণ্ডকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করে্য রেখেছি। অনুমতি হয় ত এই মুহূর্ত্তেই তার মস্তকচ্ছেদন করে্য রাজসম্মুখে আনয়ন করি।

রাজা। না, আর প্রাণদণ্ডের প্রয়োজন নাই। তাকে রাজধানী লয়েগে কারারুদ্ধ করা যাবে।

হির। মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।

রাজা। আর দেখ———

হির। আজ্ঞে করুন্।

রাজা। সৈন্যদের আদেশ কর যে এর ধনাগারে যে সকল অর্থসম্পত্তি আছে, সে সমস্ত অদ্যই লুঠ করে্য দরিদ্র ব্রাহ্মণদের বিতরণ করে।

হির। যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা। হিরণ্যবর্ম্মা, তুমি রণক্ষেত্রে যেরূপ যুদ্ধ নৈপুণ্য প্রকাশ করেছ, তাতে যে আমি তোমার প্রতি কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, তা এক মুখে ব্যক্ত কত্তে পারিনা। তুমি যদি এরূপ পরিশ্রম না কত্তে, তা হলে আমার জয়ী হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অতএব পারিতোষিক স্বরূপ এই রত্নহার গ্রহণ কর। (সেনাপতির গলায় রত্নহার অর্পণ।)

হির। মহারাজের প্রসাদ শিরোধার্য্য।

(যবনিকা পতন।)

গ্রন্থ সমাপ্ত।